1073

ভারতে অভিষেক।

ভারতবর্ষের কাব্য বা পুরাণে ঋষিগণ তাঁহাদের উপাস্য ও শ্রদ্ধার পাত্রকে কথনও কথনও রাজমুকুটে সাজাইয়া হৃদয়ের অফুরন্ত ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাই দেবভাষা সংস্কৃত অভিষেকের পুষ্পবর্ষণেও সুরভি-সুন্দর হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু বাংলার সে গৌরব নাই।

বাংলা সাধারণের ভাষা—বাঙ্গালীর প্রাণ-প্রিয় মাতৃভাষা। সে ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে কোন কবিই রাজ-মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই। মানবের সাধারণ বুদ্ধি সুখ ও স্বচ্ছন্দ্যতার জন্যই রাজাকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাজা যে নর-দেবতা—দিল্লীশ্বর যে জগদীশ্বরেরই রূপান্তর—তিনি যে সমাজ-যন্ত্রের কল্যাণ ও অকল্যাণের মানদণ্ড—তাহা তাহাদের বুদ্ধির আবিল দর্পণে আপাততঃ প্রতিফলিত হয় না। তাই কাব্যে কবির ভাষায় রাজভক্তি বিবৃত হইলে তাহাতে সেই জাতির হৃদয়-মাহাত্ম্যই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কেননা কবিরা সাধারণে প্রচলিত ভাবরাশিরই সমষ্টীভূত মহাপুরুষ।

যে বিধি-লিপি ভারতবর্ষের অদৃষ্টকে ইংলণ্ডের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা ভারতকে স্বচক্ষে সেই রাজকীয় বিরাট-বিগ্রহের সৌম্য-শান্ত-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে এতাবৎ সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পর ভারত-ভাগ্যে সেই পুণ্য-প্রসাদ লাভ হইবে। ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী—ভারতবর্ষের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী এবার ভারতবাসীর সম্মুখেই মহা-মুকুটে ভূষিত হইয়া ভারতবর্ষেই অভিষিক্ত হইবেন।

তাই বর্ত্তমান কাব্য গ্রন্থখানি বাংলা-ভাষার নূতন সৃষ্টি। ইহাতে ইংলণ্ড ও ভারতের অনেক অতীত গৌরবের কথা ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য্যের সহিত কাব্য-নৈপুণ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। যে প্রাসাদ গুণে বাঙ্গালা-ভাষার চির-সম্পত্তি, বর্ত্তমান অভিষেক কাব্যখানী সেই গুণে বিমণ্ডিত হইয়া আদরের সামগ্রী হই-য়াছে। কাব্যের ঝঙ্কারে—রাজ-মহিমা-কীর্ত্তনে—বহু ঐতিহাসিক-তত্ত্বে সকলে-রই চিত্ত-বিনোদন করিবে। বিশেষতঃ ইহা দিল্লী-দরবারের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইল। তাই অনেক আগেই অনেকে ইহার প্রযোজনীয়তা বুঝিতে সক্ষম

ইবেন। গ্রন্থকার ভারতের পূর্ব্ব-গৌরবের শ্মশান-শয্যা—যেখানে শত শত বীর ও সেনার অস্থি-কঙ্কালে নগরের প্রতি ধূলি-কণা অণু-পরমাণুতে কাতর-কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে—ভারতবর্ষের সেই যুগ-যুগান্তরের বেদনা-মধুর স্মৃতির সমাধি-ভূমিতে ইংলণ্ডের রাজা ও রাণী, ভারতের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রাজ-লক্ষ্মীর সুবর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইতেছেন—দৈন্য-পীড়িত সন্তানের মর্ম্মব্যথায় সহানুভূতি পরিব্যক্ত করিতে—ভারতবর্ষ যে পিতার পোষ্য-পুত্রের মত লৌকিক মায়ার রাজত্ব নহে, কেবল তাহাই দেখাইতে ও বুঝাইতে রাজা-রাণী আসিতেছেন—কবি কাব্যের ভাষায় এমন কলানৈপুণ্যে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহাতে হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে ভাবী আশা ও আনন্দের রেখা অঙ্কন করিয়া দেয়। সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব।

কবি দেশে কেবল নামতঃ পরিচিত নহেন। তাঁহার জ্যোতিষিক প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। সেই ঋষিদিগের সাধনার ন্যায় তিনি সাধন-মার্গে যতটুকু উন্নত হইয়াছেন—সেই অনুপ্রাণিত হৃদয়ে রাজ-মাহাত্ম্য গাহিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কতদূর সফল হইয়াছে বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকার বিচারাপেক্ষ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য। নিবেদন ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ,

প্রকাশক।

INDEX.

Canto I.

Canto II.

Canto III.

Canto IV.

Canto V.

Canto VI.

পঞ্চম জর্জ্জের সিংহাসনারোহণ।

(আনন্দ কাব্য।)

প্রথম সর্গ।

কবির স্বপ্ন।

একদিন নিদ্রাবেশে রয়েছি শয়নে।
সহসা নূপুর ধ্বনি পশিল শ্রবণে॥
দেখিলাম সম্মুখেতে নন্দন কানন।
নৃত্য করে দিব্য-রূপা দেবনারীগণ॥
উল্লাসে কুসুম ফোটে চৌদিকে ঘিরিয়া।
ভ্রমর ইঙ্গিতে ধায় আপনা ভুলিয়া॥
সঙ্গীতে সুধার কণ্ঠ মিশায়ে সকলে!
কণ্ঠে কণ্ঠে রাগ রঙ্গে নাচে তালে তালে॥
মধ্যে মধ্যমণিরূপে নারী একজন।
বসিয়া আছেন কিবা ভুবন মোহন॥
কি বলিব তাঁর রূপ ভাষায় না আসে।
অতুল সে রূপরাশি ত্রিদিব নিবাসে॥
শুভ্র জ্যোতিঃ শুভ্র হাসি শুভ্র কলেবর।
বয়সে ষোড়শী হবে অঙ্গে শুক্লাম্বর॥

লজ্জায় কুঞ্চিত-মুখ কুসুম সকল।
আভরণ রূপে তাঁরে করিছে উজ্জ্বল॥
কেহ গলে কেহ চুলে কেহবা চরণে।
লুটাইছে যেন কিবা সলজ্জ বদনে॥
আস্যের মধুর হাস্যে ঝলসিছে কেহ।
পড়িছে চরণপ্রান্তে ছাড়ি নিজ দেহ॥
গলে দোলে শুভ্রজ্যোতিঃ-মুকুতার মালা।
চারিদিক যেন তাহে হয়েছে উজলা॥
নবোদিত পূর্ণশশী লয়ে নিজ কর।
যেন চন্দ্রাতপ ধরে সে রূপের 'পর॥
নবদূর্ব্বাদল মুখে নিহার মাখিয়া।
সে চারু চরণপ্রান্তে রয়েছে সাজিয়া॥
কমল খুলিয়া বুক পেতেছে সে পায়ে।
সুধালয়ে ধুয়াইছে বিবসনা হয়ে॥
ডালে ডালে অলি ভরে দুলিছে কলিকা।
অঞ্জলি দিবার তরে ব্যস্ত সেফালিকা॥
বিহঙ্গ শুনাতে গীতি নিদ্রা নাহি যায়।
থাকি থাকি কুহুতানে কোকিল জাগায়॥
কদম্ব শিহরে শুনি কোকিলের ধ্বনি।
পালাইছে মৃগযুথ হেরি সে চাহনি॥
হেরিয়ে অধরখানি ফণী মণি লয়ে।
লুকাতে বিবরপথে যায় ভয়ে ভয়ে॥
দশনের জ্যোতিঃ হেরি এবে তারাকুল ভাবে
চাহিয়া ও মুখপানে রয়েছে নীরবে॥

করের মাধুর্য্য হেরি লতা বল্লীকুল।
ধূলায় লুটায় দুখে ধরি তরুমূল ॥
কটি হেরি কেশরীতে ধরিয়াছে জটা।
বিরাগে গুহায় শুয়ে বর্ণ ধরে কটা ॥
মস্তকে কুন্তলরাজি দুলিছে পবনে।
উড়ে যেন কৃষ্ণমেঘ চেয়ে শশীপানে ॥
ঢাকিতে বাসনা মুখ ঢাকা নাহি যায়।
বারেক উজ্জ্বলে যেন বারেক লুকায় ॥
সৌদামিনী বেড়ে আছে কটাক্ষের প্রান্তে।
আশা-মরীচিকা যেন ভুলাইছে ভ্রান্তে ॥
এইরূপ চারিদিকে রূপ-সরোবরে।
সন্তরিছে বামা-পদ্ম আনন্দ অন্তরে ॥
বীণার ঝঙ্কার উঠে শ্রীকরে থাকিয়া।
মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছা যায় যত দেব-হিয়া ॥
মূর্ত্তিমান রাগ আর রাগিণী সকল।
প্রকাশিছে হাব ভাব যেখানে যে বল ॥
দেখিয়ে অমরবৃন্দ ভাবে গদগদ।
ভাবিছেন কেন আজ এহেন আমোদ ॥
কেন বীণা-পাণি আজ আনন্দে অধীর।
স্বর্গের সৌন্দর্য্যে কেন দিক্ নহে স্থির ॥
সঙ্গিনীসকল তাঁর কেন উলঙ্গিনী!
রূপের তরঙ্গে ভাসে এলাইয়া বেণী ॥
অপ্সরী কিন্নরীগণ কেন আত্মহারা।
এলোকেশ ভ্রান্তবেশ কেন হাস্যেভরা ॥

জানি কি কোথায় আজ আনন্দ-মলয়।
জাগাইছে পরশিয়া ত্রিদিব হৃদয়॥
এই না বাজিল স্বর্গে দুন্দুভি সেদিন।
বাজিল তাহার সঙ্গে কত বেণু বীণ্॥
হইল স্বরগবাসী আনন্দে মগন।
কার আগমনে সবে প্রসন্ন বদন॥
ইন্দ্রধাম ইন্দ্রপুর মুহূর্ত্তের মাঝে।
নাচিয়া উঠিল ত্বরা জয়-ঢাক বেজে॥
দেখিলাম এল এক দেব-গতি সম।
পুষ্পরথ দেহলয়ে অতি অনুপম॥
প্রত্যক্ষ দেখিনু সেই আহামরি মরি।
মর্ত্তে কি এমন রূপ ছিল ভূমে পড়ি?
পাইয়া আমরা সেই দেহের বারতা।
হর্ষবশে আহ্বানিতে চলিলাম তথা॥
আমরা সে দেব-জ্যোতিঃ আলিঙ্গন করি
কৃতার্থ হইনু সবে আহা মরি মরি॥
এখনও সেরূপ হেথা আনন্দ-বাজারে।
বেড়াইছে নিত্যধামে পরম আদরে॥
জিজ্ঞাসিলে তাঁর কাছে পাইব কারণ।
নৃত্য গীত পুনঃ হেথা হয় কি কারণ॥
এই বলি দেববৃন্দ চলিলা তথায়।
যথা সেই দেব দেহ বসিয়া সভায়॥
জিজ্ঞাসিলা দেবগণ ওহে মহামতি।
আসিলাম তবস্থানে বলিতে ভারতী॥

তুমি পুণ্যবান অতি জান পুণ্যকথা।
বলিয়া ঘুচাও আজ আমাদের ব্যথা॥
কি হেতু হে দেব! আজ বীণার ঝঙ্কারে।
বীণাপাণি দেব ছাড়ি মর্ত্ত সুর ধরে॥
বামাদল সেইসুরে সেই তান মানে।
তাঁহাকে বেষ্টিয়া করে নৃত্য ফুল্লমনে॥
রাগ রঙ্গে অনিবার মধুরতা মাখা।
মর্ত্ত হাব ভাব যেন যায় তাহে দেখা॥
আনন্দ-সরসে সবে উন্মত্ত হইয়া।
সন্তরিছে যেন কোন প্রেম-কর নিয়া॥
কারো মুখে নাহি শুনি অন্য কোন বাণী।
কেবল মধুর হাস্য সঙ্গীতের ধ্বনি॥
শুনিয়া সে দেববাক্য সুগম্ভীর ভাবে।
ছাড়িয়ে সুদীর্ঘ শ্বাস কহিলেন সবে॥
"বৎসরেক হলো আজ আসিয়াছি হেথা।
না জানি না শুনি কিছু মর্ত্তের বারতা॥
দেবকায় দেবভাবে পূর্ণ দেহ মন।
অনিত্যের অনুরাগ নাহি সে মতন॥
স্বপনের মত সব অনুমান হয়।
কর্ম্মজন্য দেহ-বাস মানব বিষয়॥
ভাবিলে সে সব কথা মায়া আসে মনে।
কিন্তু সেই মায়া নাহি পরশে এখানে॥
আমি ইন্দ্র একদিন ছিলাম ধরায়।
ছিল মম ইন্দ্রপুর ইংলণ্ড তথায়॥

ধন জন বিদ্যা বুদ্ধি অসীম গৌরবে।
ছিল মম প্রশংসার রাজ্য সেই ভবে॥
পাত্র মিত্র পরিজন ছিল মনোমত।
নিত্য করিতাম আমি ভোগসুখ-ব্রত॥
কমলা আমার নিত্য ছিলেন সঙ্গিনী।
স্বর্গ ছেড়ে মম গৃহে থাকিতেন তিনি॥
মায়ার সহিত নিত্য ছিল তাঁর ভাব।
তুষিতেন নিত্য মোরে লয়ে নিজ ভাব॥
আমার পত্নীর তিনি প্রিয়তমা সখী।
ছিলেন একই আত্মা একদেহ মাখি॥
উভয়ে ধরিয়ে নিত্য উভয়ের কর।
ভ্রমিতেন যথাইচ্ছা ধরণী উপর॥
কত বহুমূল্য সজ্জা নিত্য নিত্য আনি।
সাজাতেন সেই দেহ ভাবিয়ে সঙ্গিনী॥
নিজ কহিনুর খুলি দিতেন সে শিরে।
একদিনো যান নাই কভু তাঁরে ছেড়ে॥
পুত্র-পৌত্র আমার সে প্রিয়তম যত।
তাঁর ক্রোড়ে নিত্য তারা হইত পালিত॥
যাহা ইচ্ছা তাহাদের দিতেন আনিয়া।
একদিনো কভু নাহি যেতেন ভুলিয়া॥
রত্ন অলঙ্কারে নিত্য সাজাতেন কায়।
দিতেন যথায় যেই রত্ন শোভা পায়॥
নানা রত্ন-মণি-মুক্তা ভারে ভারে এনে।
দিতেন তাদের হাতে কতই যতনে॥

ভারত তাঁহার ছিল রতনের খনি।
তথা হ'তে কত রত্ন আনিতেন তিনি॥
নিত্য তাঁর গতিবিধি ছিল সেইখানে।
তথা হ'তে তিনি মোরে তুষিতেন এনে॥
ছিল সেই চঞ্চলার চপলা সঙ্গিনী।
ইচ্ছামত লয়ে যেতো যথাইচ্ছা জানি॥
যেখানে যেতেন তিনি আমাকে ভুলিয়া।
কভু নাহি রহিতেন অন্তরে বসিয়া॥
তুচ্ছ ছিল জানি আমি এই স্বর্গধাম।
মধ্যে মধ্যে করিতেন এই ধাম নাম॥
বলিতেন মহামায়া যখন তোমার।
বিশ্রামের আবশ্যক হইবে আবার॥
মায়ার ছাড়িয়ে সঙ্গ আনিব এখানে।
দেবৈশ্বর্য্য দেখাইব পরম যতনে॥
সে ঐশ্বর্য্য সম নহে ভবের বিভব।
মোহেতে প্রলুব্ধ লোক চায় সেই সব॥
তোমার হইবে যবে মোহ অবসান।
পাইবে দেবের বলে সেই দিব্যজ্ঞান॥
তখনি সাজায়ে তোমা অনন্ত সম্পদে।
লইব অমরপুরে নিত্য সুখ দিতে॥
আর না আসিতে হবে মায়ার সহিত।
মায়াময় পৃথিবীতে ভুঞ্জিতে অহিত॥
ভোজবাজী সম সব হবে তব জ্ঞান।
পাইবে অমরালয়ে দেব-দিব্যজ্ঞান॥"

এই কথা ব'লে মাতা কমলা আমার।
দিয়াছিলা সিংহাসন ধরণীর সার॥
এবে সেই সিংহাসন আছে খালি প'ড়ে।
আসিয়াছি আমি এই অমর সংসারে॥
বৎসরেক হ'লো আজ জ্যেষ্ঠপুত্র মম।
লভিবেক সিংহাসন পুনঃ সেই মম॥
ভারতে হইবে তাঁর অভিষেক আসি।
বিপুল আনন্দে তাই ভাসে বিশ্ববাসী॥
আনন্দের সে তুফান এসেছে এখানে।
সে সুখ-মলয়বায়ু প্রবেশিছে প্রাণে॥
দেব-দিব্য-সরোবর তাই আন্দোলিত।
তাই বীণাপাণি দেখি হেন পুলকিত॥
তাই নাচে বিদ্যাধর বিদ্যাধরীগণ।
তাই নবসুরে সবে করিছে কীর্ত্তন॥
তাই বিবসনা সব অমর অমরী।
মূর্ত্তিমান রাগরঙ্গ রাগ সহচরী॥
মিশায়ে বীণার তানে গায় নব গীত।
নাহি জ্ঞান কোথা কেবা হয় হরষিত॥
ভারতী আমার প্রিয় ছিলেন ভারতে।
লক্ষ্মীর সহিত তাঁয় দেখেছিনু রথে॥
আমার রাজ্যেতে তাঁর ছিল যে সম্মান।
অদ্যাপি কোথাও তাঁর হয়নি সে মান॥
গৃহে গৃহে তিনি মম লক্ষ্মীর সহিত।
ছিলেন পরম যত্নে হয়ে আনন্দিত॥

সকলেই তাঁর পূজা করিত যতনে।
তাই তিনি বারমাস র'তেন সেখানে॥
কণ্ঠে কণ্ঠে লোকে তাঁরে কণ্ঠহার করি।
রাখিত তাঁহার মূর্ত্তি পরম আদরি॥
শ্বেত হাস শ্বেত বাসে ভূষিত ব্রিটন।
নৃত্যগীতে তাঁরে লয়ে থাকিত মগন॥
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মালা গাঁথিয়ে যতনে।
অর্চ্চিত তাঁহারে নিত্য কুসুম-চন্দনে॥
পিককণ্ঠ সম লয়ে সঙ্গীত-লহরী।
আহ্বানিত নিজকণ্ঠে তাঁরে সব নারী॥
ভুলিয়া তাদের শুভ্র বদন-কমল।
কভু না যেতেন ছাড়ি শ্বেতদ্বীপস্থল॥
শ্বেত শতদলে নিত্য ছিলেন আসীনা।
জানিনা এথায় পুনঃ সেই নারী কিনা?
ভাবে বুঝি সেই নারী হবেন এখানে।
শ্বেতভুজা শ্বেতরূপে দেব-নিকেতনে॥
শুনিয়া সে রাজসূয় সুখ-সমাচার।
আনন্দে অধীরা তাই করেন বিহার॥
মর্ত্তের লইয়া রাগ-রাগিণী নিচয়।
করিছেন নৃত্যামোদ সহ সখিচয়॥
যেতে সাধ বুঝি তাঁর পুনঃ মর্ত্ত্যধামে।
করিতে বরণ মোর পুত্র গুণধামে॥
ভারতে আসিবে মম তনয় রতন।
দিল্লীতে লবেন তিনি রাজসিংহাসন॥

ইন্দ্রপ্রস্থ হবে ইন্দ্র আলয় আবার।
কলিতে হবেন তিনি সম্রাট তাহার॥
আসিবেন সেইখানে যত রাজগণ।
দিবেন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ রাজসিংহাসন॥
রাজছত্র ধরি সবে হবেন কৃতার্থ।
যজ্ঞামোদে আমোদিত হবে সে মুহূর্ত্ত॥
দেখিতে পুত্রের মোর মূর্ত্তি সে অতুল।
আসিবেক পৃথিবীর নরনারী কুল॥
নৃত্যামোদে সেইখানে হবে সব মত্ত।
পাইবে পার্থিব বর যাহে যে উন্মত্ত॥
ভারতীর মনোবাঞ্ছা পূরিবে সেখানে।
ভারত হইবে সুখী পেয়ে এতদিনে॥
রাজ দর্শনের ফল লভিবে সকলে।
কৃতার্থ হইবে লোক সেই পুণ্যস্থলে॥
ক্ষণকাল বক্ষে ধরি তনয়-রতনে।
ভুলিবেন পূর্ব্বশোক মাতা সেইখানে॥
রাজায় প্রজায় হবে শুভ সম্মিলন।
চারিদিকে নিভে যাবে অশান্তি ভীষণ॥
রোগে শোকে জীর্ণ দেহ ভারতের প্রাণ।
জুড়াবে দুদিন তারে হেরি রাজস্থান॥
জগদীশ দিল্লীশ্বরে ঘোষিবে আবার।
স্বর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি হবে অনিবার॥
আমার পুণ্যেতে তাঁর হবে দিক্‌বিজয়।
রহিবে অনন্ত কীর্ত্তি সেই বিশ্বময়॥"

এই বলি নীরবিলা রাজ-রাজেশ্বর।
ধন্য ধন্য বলিলেন যতেক অমর ॥
"তুমি ওহে পুণ্যবান স্বর্গীয় রাজন!
হইবে তোমার পুত্র তোমারি মতন ॥
চল যাই আমরাও দেখিগে তাঁহারে।
সে মহান অভিষেক অবনী ভিতরে ॥
অদৃশ্য বিমানে থাকি দেখিব আমরা।
তুমিও দেখিবে সব লইয়া অমরা ॥
অসম্মান সেইখানে হবে না কখন।
পিতৃদেব অগ্রে তুষ্ট করে নরগণ ॥
পিতৃ-যজ্ঞ দেব-যজ্ঞ যেই নরকুলে!
কেহ না কুঠার দিতে পারে তার মূলে ॥
তোমার তনয় তব যজ্ঞ অধিকারী।
রাজসূয়-যজ্ঞেশ্বর বংশ-ধন্যকারী ॥
এস যাই পুষ্পবৃষ্টি করিব সকলে।
দেখিব ব্রিটনকুল কি করে ভূতলে ॥
নৃত্যগীতে মাতোয়ারা আছে সর্ব্বজন।
ভারতের ভাগ্যধরে করিয়ে বেষ্টন ॥
চারিদিকে রাজগণ রাজ-পরিচ্ছদে।
সুসজ্জিত রহে কিবা রতন সম্পদে ॥
প্রাতঃসূর্য্য-সম দেহ করে ঝলমল।
চাহিতে তাদের পানে চোখে আসে জল ॥
কেহ চন্দ্রবংশ কেহ সূর্য্যবংশধর।
একদিন ছিল তারা ধরার ঈশ্বর॥

সেই ব্রহ্মক্ষেত্রে ছিল তাদের আবাস।
সেইস্থানে রাজস্থান ছিল বারমাস॥
কত অগ্নি কত কাষ্ঠ পুড়েছে সেখানে।
কত সিংহাসন-রত্ন খসেছে গোপনে॥
কত পতনের শব্দ হয়েছে সেথায়।
কত ভূত-প্রেত সেই নেচেছে চিতায়॥
কত ধূমে আবরিত ছিল অন্ধকার।
কত যে উত্তাপ ছিল নিকটে তাহার॥
কত তারা চক্ষু মেলি ছিল তার পানে।
কত জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময় করিত সেখানে॥
কত উষ্ণশ্বাসে বয়ে যেতো তার দিক্।
কত আশা-মরীচিকা বেড়িত চৌদিক্॥
কত ঋষি-পদধূলি পড়িত সেখানে।
কত বীর চক্ষু মুদি পড়িত শয়নে॥
কত শৃগালের শব্দ শুনেছি আমরা।
কত গৃধ্র পিশাচের ছিল তথা সারা॥
কত গৌরবের ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল তথা।
কত বিশ্বকর্ম্মা তার ছিলেন বিধাতা॥
কত নর-শির কাটি কুরুক্ষেত্র রণে।
কত স্তূপ হয়েছিল সাধ্য কি যে গণে!
আজি মোরা যাব সেই অগ্নিময় স্থানে।
দেখিব তোমার সেই স্নেহের নন্দনে॥
সাম্রাজ্য লবেন তিনি সেই উষ্ণ স্থানে।
ঝলসিবে কোটি সূর্য্য পুনঃ সেইখানে॥

আশীর্ব্বাদ প্রাণ খুলি করিব আমরা।
যেন তাঁর সৌম্যদেহ না পরশে ধরা॥
উত্তপ্ত বাতাস হেন লাগে না সে গায়।
কোমল-কুসুমদলে শোভে যেন কায়॥”
এই বলি দেবগণ পিতৃগণে লয়ে।
বাহিরিলা দিব্যরথে সুসজ্জিত হয়ে॥
ভারত বিমানে যেতে করিলা সুস্থির।
চলিলা তাঁদের সহ লক্ষ দেব-বীর॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ যান নিজ রথে।
দেব-সৈন্য যত আছে যায় তাঁর সাথে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যান নিজ নিজ দলে।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা শচীসঙ্গে চলে॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ যান বার্ত্তা পেয়ে।
কুবের বরুণ যম যান স্ব ইচ্ছায়ে॥
রবিশশী পুলকিত নক্ষত্র সমাজ।
ভারত গগণে চলি যান সবে আজ॥
ইংলণ্ডীয় রাজকুলে যত পুণ্যশ্লোক।
নিজ নিজ স্থান হ'তে যান সব লোক॥
যান ভিক্টোরিয়া মাতা পুত্র সঙ্গে করি।
স্বর্গের দুন্দুভি বাজে যাত্রিগণে হেরি॥
দেখিতে উৎসুক সবে রাজসূয় ব্রত।
ভারতের আনন্দের ভারতী সম্মত॥
আসিলেন দেবগণ অদৃশ্য গগণে।
সম্রাটের রাজসূয় দেখিতে যতনে॥

দেখিলেন দিল্লী আর নহে সেই মত।
দ্বাপরে যেমতি দেখেছিলেন নিয়ত ॥
ভ্রম হলো পথ বুঝি ভাবে দেবগণ।
কোন্ পথে আসিলাম এত আয়োজন ॥
কেন করিলাম সবে বৃথা হলো সব।
হলো বৃথা পথভ্রম না দেখি উৎসব ॥
কোথা সে ভারতভুমি বুঝিতে না পারি।
ভারত দেখিয়ে ভুল হয় যেন ভারি ॥
কুয়াশায় আবরিত আছে সব ঠাঁই।
কলিতে ইহার বুঝি অবসান নাই ॥
স্থানে স্থানে ছিল কত পুণ্য-সরোবর।
দেবগণ ভ্রমিতেন তাহে নিরন্তর ॥
চারিদিকে পূত-ধারা নির্ম্মল সলিলে।
ফুটিত ঝরিত কত পদ্ম দলে দলে ॥
ঋষিগণ বিশ্বন্তরে দিতে পুষ্পাঞ্জলি।
যেতেন সরস তটে লয়ে কুশ থালি ॥
কমণ্ডলু পূর্ণ করি বেদ গাঁথা মুখে।
প্রাতঃসন্ধ্যা করি সবে আসিতেন সুখে ॥
তৃণ-মুখে মৃগযুথ করিত চর্ব্বণ।
আনন্দে পুছাতো মুখ ঋষিকন্যাগণ ॥
ময়ূর নাচিত কত যেখানে সেখানে।
নাচিত কুমারীগণ তাহাদের সনে ॥
ফলভরে অবনত ছিল শাখী-শাখা।
কত পুষ্পোদ্যান ছিল নাহি লেখা জোখা ॥

শস্য-হৃদে সাজিতেন বসুন্ধরা সতী।
সজল কোমল পত্র শ্যামল মূরতি॥
কৃষকের হাহাকার ছিলনা কোথায়।
ষড়ঋতু ষড়গুণে ছিল বসুধায়॥
বারমাস সুশীতল বহিত মলয়।
বসন্ত এদেশ ছেড়ে যেত না আলয়॥
বিহঙ্গ আপন মনে বেড়াইত গেয়ে।
নিষাদের ভয় কিন্তু ছিল না সে কায়ে॥
দিবানিশি ফুলে ফুলে ভ্রমর উড়িত।
কত ফুল সাজ ভ'রে মানব তুলিত॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য, রবে কাঁপিত ভবন।
নাচিতেন আনন্দেতে যত দেবগণ॥
নির্ঝরিণী ছিল কত পর্ব্বত গুহাতে।
নিঝুম পাষাণ প্রাণ তৃপ্ত হতো তাতে॥
গঙ্গার অমৃত বারি বহিত নিয়ত।
পাপ তাপ স্পর্শে তার মানব নাশিত॥
এই তো সে যমুনার আছে দিব্য-রেখা।
কৈ সেই নীলজল? যায় তো না দেখা॥
কৈ সেই নীলতনু যমুনার কূলে?
কোথা সেই বংশীধ্বনি কদম্বের মূলে?
মথুরা সে বৃন্দাবন চেনা নাহি যায়।
হস্তিনার অস্থি কোথা কেহ নাহি পায়॥
কোথা সে গোকুল-ধন্য গিরি-গোবর্দ্ধন।
কোথা সেই বদরিকা ব্যাসের ভবন॥

না হেরি সে বিরাটের বিপর্য্যয় পুরী।
সে হেন গোগৃহ নাম আর নাহি হেরি॥
কোথা সেই কুরুপতি কুরুর জাঙ্গাল।
কোথা সে অযোধ্যা মায়া প্রবল পাঞ্চাল
কুরুক্ষেত্র পড়ে আছে ভীষণ শ্মশান।
অস্থি-স্তূপে পরিপূর্ণ ছাইয়া বিমান॥
উদ্‌গারিছে ভীমধূম ভীমের তাড়নে।
ভীম নাই ভীম-গদা আছে সেইখানে॥
নাহিক অর্জ্জুন নাহি গাণ্ডীবের চিহ্ন।
নাহি ভীষ্মশরশয্যা স্থান আছে ভিন্ন॥
দুর্য্যোধন নাই সেই আছে ব্যাস-সর।
কর্ণ নাই আছে মাত্র পড়ি কর্ণ গড়॥
যুধিষ্ঠির নাই আছে ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম।
বাসুদেব নাই রথে আছে তাঁর নাম॥
নাহিক পঞ্চাল আছে পঞ্চনদ পড়ে।
নাহি ব্যাস বিশ্বামিত্র কমণ্ডলু করে॥
অশ্বত্থমা দ্রোণাচার্য্য নাহি সে দ্রুপদ।
নাহি বলভদ্র বীর যাদব সম্পদ॥
শিখণ্ডি সে ভীষ্মঘাতি নাহিক ভীষণ।
নাহি সে বিদুর ক্ষত্তা ধর্ম্ম-পরায়ণ॥
নাহিক সঞ্জয় বক্তা, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র।
নাহিক সে গজবাজী নাহিক সে রাষ্ট্র॥
নাহি ধৌম্য পুরোহিত কৃপাচার্য্য বীর।
নাহি সে গরুড়ধ্বজ, সৈন্যের শিবির॥

একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সমাধি।
আজি এই শূন্য-বক্ষে আছে নিরবধি॥
কুরুক্ষেত্র নাম এর ভীষণ শ্মশান।
দেখিলে চৌদিকে চেয়ে কাঁপে ভয়ে প্রাণ॥
ধূ ধূ করে চারি ধার মরুভূমি সম।
উত্তপ্ত বালুকা উড়ে উগারিছে ধূম॥
কার সাধ্য এই ভূমে করে আসি বাস।
কলির কঙ্কাল-রূপ বিকট নিবাস॥
পিশাচ পিশাচী নিত্য নৃত্য করে হেথা।
চিবায় ভীষণ অস্থি ফেলে যথা তথা॥
কালের করাল মুখ বিস্তৃত এখানে।
যুগে যুগে লোল জিহ্বা শোণিত সেবনে॥
কতবীর প'ড়ে আছে তরবারি-বক্ষে।
কতই বিকট হাস্য তাদের সম্মুখে॥
কত রোল কত ধ্বনি ভীষণ চীৎকার।
কত ক্ষয় বিভীষিকা ভীষণ আকার॥
দ্বাপরের হেন চিহ্ন না হতে বিলুপ্ত।
না হতে নির্ব্বাণ বহ্নি চিতায় উত্তপ্ত॥
কলির আসন কত পড়েছে ওখানে।
কার সাধ্য লক্ষ্য করে সেই সিংহাসনে॥
বসেছে খসেছে কত কহিনুর প'রে।
কে জানে কখন বসি কত গেছে উড়ে॥
আজি শূন্য পড়ে আছে ভূমি মাত্র সার।
ভারতের বক্ষ এই বিদিত সংসার॥

বিচিত্র এস্থান-ধূলি পুণ্য মা খা সব।
স্বর্গের অমূল্য চিহ্ন বীরের বিভব ॥
যে পারে এ ধূলি ক্ষেত্রে দিতে আলিঙ্গন
সফল জনম তার স্বার্থক জীবন ॥
একদিন মোগলেরা আকুল অন্তরে।
ঝাঁপ দিয়াছিল এই বালুকা সাগরে ॥
ঐ দেখ সসাগরা ধরণীর ক্রোড়ে।
সিংহাসন লয়ে তারা আছে স্তব্ধ প'ড়ে ॥
ভোগ সুখে ছিল তারা যাবত জীবন।
ভূত প্রেতে তাড়াইয়া করিত নর্ত্তন ॥
ধন রত্ন যশ বশে হইয়ে গর্ব্বিত।
ছিল দিন কত তারা দেবের বাঞ্ছিত ॥
সৌভাগ্য-তপন যেই গেল অস্তাচলে।
আবার শশ্মান বহ্নি জ্বলিল ভূতলে ॥
অমনি তাহারা তাহে পতঙ্গের মত।
পড়িতে লাগিল নৈশ-অম্বর খচিত ॥
চিহ্ন তার ঐ দেখ স্তম্ভ স্তরে স্তরে।
দাঁড়াইয়া আছে নিত্য দেখাইতে নরে ॥
দেখ দেখ ঐ দেখ কুতুব মিনার।
সাহাজান শেষকীর্ত্তি তাজ কি প্রকার ॥
আগ্রায় যমুনা তটে আছে অগ্রবর্ত্তী।
দেখাইতে অতীতের সুবিশাল মূর্ত্তি ॥
দেখ জাহাঙ্গিরে ঐ গিরি সমমঠ।
আকরের অনুপম কীর্ত্তি-ধ্বজ-পট ॥

কত বাদসাহ কত গড়িয়েছে দিল্লি।
ঐ দেখ পড়ে আছে তার গৃহ-বল্লী॥
কালের দশনে উহা হবে চুরমার।
আসি যদি আর কভু দেখিব আবার॥”
এই বলি দেবগণ আশ্বস্ত হইয়া।
রহিলেন সবে মিলে ভূতলে চাহিয়া॥
অস্তে গেল শশধর উদিল তপন।
ভাঙ্গিল অচিন্তনীয় কবির স্বপন॥
দেবনৃত্য দেবসজ্জা নাহি তথা দেখি।
স্বপ্ন অনুমান করি মেলিলেন আঁখি॥
আঁখি মেলি নিমন্ত্রণ পত্র করে পান।
দিল্লিতে দরবার হবে হয়েছে বিধান॥
সুস্বপ্ন ভাবিয়া মনে পুলকিত চিত।
রাজভক্তি ভাবে প্রাণ হলো আলোড়িত॥
করিলেন দিল্লি যেতে আয়োজন কবি।
পাত্র মিত্রে সঙ্গে লন কত সুখভাবি॥

বৈকুণ্ঠে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর কথোপকথন।

একদা বৈকুণ্ঠপুরে দেব নারায়ণ।
কহিলা লক্ষ্মীরে হেরি বিষন্ন বদন॥
“কহ প্রিয়ে! হেন ভাব কেন হেরি তব।
দিবানিশি ম্লান মুখে রয়েছ নীরব॥

সুধার অধরে নাহি হাসির লহরী।
থাকি থাকি দুই চক্ষে ঝরে অশ্রুবারি ॥
এলোকেশ ভ্রান্তবেশ কেন এ প্রকার?
নাহিক নিমেষ হেরি নয়নে তোমার ॥
বামগণ্ডে বামকর করিয়ে স্থাপন।
যেন কি বিষম ভাবে রয়েছ মগন ॥
অবশ্যই হবে কোন বিষাদের কথা।
বলিয়া আমায় প্রিয়ে নাশ মনব্যথা ॥”
কহিলা কমলা শুনি নারায়ণ বাণি।
কি হইবে হৃষিকেশ মম দুঃখ শুনি ॥
জান তুমি সকলি তো কি বলিব আর।
তুমি অন্তর্য্যামী প্রভু অন্তরে আমার ॥
ভারতের জন্য আমি সদা দুঃখে থাকি।
সেই প্রিয়সখী মম তুমি জান না কি?
কি বলিব আজ তার বড়ই দুর্দ্দশা।
দেখিলে বিদরে হিয়া না থাকে ভরসা ॥
রত্নগর্ভা সহচরী ভারত আমার।
হৃদয়ে তাঁহার কত রত্নের ভাণ্ডার ॥
গিয়াছে সে সব রত্ন কোথায় চলিয়া।
শূন্য হিয়া শূন্য প্রাণে আগুন বাঁধিয়া ॥
অন্নের ভিখারী তিনি আজ এ ভূতলে।
অন্ন বিনা শীর্ণদেহ কাঁদেন বিরলে ॥
শত ছিদ্র বস্ত্রে হয় লজ্জা নিবারণ।
শোকে দুঃখে অনিবার আকুলিত মন ॥

শ্মশানের কৃষ্ণ-দাগ কত আছে দেহে।
কত পতনের চিহ্ন আছে পড়ি তাহে॥
রোগের তাড়নে নিত্য মনে নাই সুখ।
চাহিলে তাহার পানে ফেটে যায় বুক॥
দুর্ভিক্ষের হাহাকারে সতত চঞ্চলা।
বিকট রোগের দৃশ্যে ভয়েতে বিহ্বলা॥
অধর্ম্মেতে অনিবার সন্তান তাঁহার।
পুড়িছে মরিছে কত নাহি সংখ্যা তার॥
রাজার তনয় হয়ে ভিক্ষা করি খায়।
আমার দুর্দ্দশা আর বুঝাব কি তায়॥
জাল জুয়াচুরি নিত্য অঙ্গ আভরণ।
নর হত্যা করে কত অর্থের কারণ॥
আহার বিহারে নাহি বিবেক শাসন।
মিথ্যায় জড়িত জিহ্বা কর্কশ এমন॥
গো-দুগ্ধের পরিবর্ত্তে গো মাংস বিকায়।
লক্ষ লক্ষ পাপী লিপ্ত সদা গোহত্যায়॥
অস্থিচর্ম্মে চারিধার আছে পরিপূর্ণ।
গোময় অভাবে নিত্য বসুধা বিশীর্ণ॥
নাহি গৃহে ঘৃত-ধূম হোম যাগ হ'তে।
বিষ-বাষ্প উদ্গারিছে সদা ধরণীতে॥
খাদ্যাখাদ্য কোন স্থানে নাহিক বিচার।
বিষম উচ্ছিষ্ট মলে পূর্ণ চারিধার॥
নাহিক আচার তন্ত্র ব্রত উপবাস।
স্বার্থপর নরনারী যে যার নিবাস॥

শিশ্নোদর পরায়ণ ধনবান কুল।
দান ধ্যান আতিথ্যের করেছে নির্ম্মূল ॥
ন্যায়ের বিকাশ সদা সকলের মনে।
অন্যায়েতে ন্যায় জ্ঞান তর্কের বচনে ॥
বর্ণশঙ্করেতে নিত্য পূর্ণ সব ঠাঁই।
ক্রমশঃ তামশ ভাব দেখিবারে পাই ॥
গিয়েছে বিবাহ বিধি আর্য্যের আর্য্যত্ব।
স্বেচ্ছাচার দেশাচারে সবাই উন্মত্ত ॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা নিত্য অঙ্গ আভরণ।
সত্যের নাহিক লেশ মোহে মত্ত মন ॥
নীচের দলনে আমি সদা থাকি ভীত।
নীচেই আমায় সেবে দেখি এই নীত ॥
কৃপণের গৃহে মম সদা ব্যস্ত মন।
করি আমি অনিবার ছিদ্র অন্বেষণ ॥
বসন ভূষণে মত্ত যতেক মানব।
আমায় ভুলিয়া করে অঙ্গের সৌষ্ঠব ॥
সতীর যতন নাই সতীত্ব রতনে।
ভারতের এ দুর্ম্মতি ছিলনা জীবনে ॥
পুরুষের কার্য্য নারী কভু না করিত।
নারী কবে স্বামী ছাড়ি পুরুষ সাজিত ॥
কবে ছিল পুত্রবতী বিধবার বিয়া।
জারজ কি পিতৃ-পিণ্ড দিত কভু গিয়া ?
দেশময় ব্যভিচার একি বিড়ম্বন।
শূদ্রের দ্বিজত্বলাভ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ ॥

পিতামাতা গুরুলোকে কেহ নাহি মানে।
সর্ব্বস্ব অর্পণ করে পত্নীর চরণে॥
বার বিলাসিনী গর্ভে আপনি জনমে।
বেশ্যাপুত্র নাম ধরে আপন করমে॥
সোমরস বলি সার মদ্য করে পান।
নরকের দ্বারে নিত্য রহে মতিমান॥
মল-মূত্র জ্ঞান নাই অপবিত্র দেহ।
শোণিত বসাতে নিত্য করে থাকে স্নেহ॥
আর্য্য-চিহ্ন উপবীত দ্বিজ ফেলে ছিঁড়ে।
চণ্ডাল যতন করি উপবীত ধরে॥
রাজ-ভক্তি রাজ-নীতি গিয়াছে উঠিয়া।
রাজদ্রোহে মত্ত যেন বালকের হিয়া॥
শিক্ষায় পড়েছে বাজ নীতি জ্ঞান নাই।
দীক্ষা-গুরু যত সব নাস্তিক গোঁসাই॥
দেশকাল পাত্র কেহ না বিচার করে।
অকালেতে হিংসাদ্বেষে ক্ষিপ্ত হয়ে মরে॥
কখন শুনিনি যাহা ভারত ভিতর।
সেই সব ঘটিতেছে বিস্তর বিস্তর॥
অশান্তিতে পূর্ণ সব মানব আবাস।
কিসে শান্তি হয় সবে ভাবিয়া হতাশ॥
ভারতের জন্ম আর মৃত্যুর বিকারে।
ভারতের জীর্ণ দেহ আরও যায় জড়ে॥
তাই আমি সচঞ্চলা শ্রী মধুসূদন!
বল তুমি কি করিব কি যুক্তি এখন॥

যদি তুমি চাও মোরে প্রসন্না দেখিতে।
যদি চাও মম আজ অশ্রু পুঁছাইতে॥
কর কিছু এ সময় ভারতের হিত।
চল যাই মর্ত্ত্যধামে আমার সহিত॥
এ সময়ে ধরাধামে যাওয়া প্রয়োজন।
নতুবা এমন দিন হবে না কখন॥
ভারতের তপ্তবক্ষ সান্ত্বনার তরে।
রাজ্যেশ্বর আসিবেন হস্তিনা-নগরে॥
তথায় লবেন তিনি রাজসিংহাসন।
ঐ দেখ কত তার হয় আয়োজন॥
দেখিতে তাঁহার মুখ ভারত আপনি।
আমায় সঙ্গিণী হেতু ভেবেছেন জানি॥
ভাবিয়া তাঁহার কথা ব্যাকুল অন্তর।
হইয়াছি আজ আমি বহুদিন পর॥
না গেলে তাঁহার পার্শ্বে শান্তি নাই মম।
তাই এ বিষাদ ভাব প্রকাশে মরম॥
থাকিতে না পারি আর দাও হে বিদায়।
যাই দুখিনীর পার্শ্বে তুষিগে তাঁহায়॥
দিনকত রহি গিয়া তাঁহার পার্শ্বেতে।
আমি নাহি গেলে তাঁকে লবে অলক্ষ্মীতে॥
আমি না করিলে গিয়া রাজ-আবাহন।
ভারতের সম্মান না রহিবে কখন॥
রাজভক্তি পরিচয় আমি নাহি দিলে।
রাজার আনন্দ কভু হবেনা সেকালে॥

আমি না সাজালে গিয়া সঙ্গিণীর দেহ।
কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিয়ে করিবেক স্নেহ॥
এক পাশে দাঁড়াইয়ে রহিবেন তিনি।
ভাসিবেন অশ্রু-নীরে যেন কাঙ্গালিনী॥
রাজ্য-অভিষেকে হবে দারুণ ব্যাঘাত।
ঘিরিবে চৌদিকে যত দানব উৎপাত॥
ভারত অমর-ভূমি জগত বিদিত।
অলক্ষ্মীর প্রাধান্যেতে হইবে লাঞ্ছিত॥
রাষ্ট্র হবে দেশে দেশে রাজ-অসম্মান।
রবে কিসে রত্নগর্ভা ভারতের মান॥
যে দেশে সাবিত্রী সীতা ছিল দময়ন্তী।
যে দেশের বামাদলে অরুন্ধতি কুন্তি॥
যে দেশে অযোধ্যা রাম কৃষ্ণের জনম।
যে দেশে দ্বারকা পুণ্যক্ষেত্র অনুপম॥
যে দেশে মথুরা মায়া বৃন্দাবন ধাম।
যে দেশের ভাগিরথি পুণ্যময় নাম॥
যে দেশে গৌতম বুদ্ধ কপিলের ছত্র।
যে দেশের ঋষি-শ্রেষ্ঠ ব্যাস বিশ্বামিত্র॥
যে দেশে নারদ শুক দার্শনিক রবি।
যে দেশে বাল্মিকি মুনি কালিদাস কবি॥
চন্দ্র-সূর্য্য বংশ যেই দেশেতে জনমে।
আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যনাম যে দেশ সম্ভ্রমে॥
আজ সেই দেবদেশে হবে রাজ্যোৎসব।
আসিবেন কত রাজা দেখিতে সে সব॥

তাঁহাদের সম্মুখেতে দুঃখিনীর বেশে।
কোন্ প্রাণে ভারতেরে পাঠাইব শেষে?
ভারত না হলে কেবা ধরি রাজকর।
বসাইবে সিংহাসনে করিয়ে আদর॥
ধানদুর্ব্বা দিয়ে সেই ভারত না হলে।
কে করিবে আশীর্ব্বাদ তাঁরে মন খুলে?
রাজার সম্মান কেবা জানে তাঁহা হতে।
দেবতা বলিয়া রাজে কে পূজে জগতে?
কে হেন বরণডালা সাজাইতে জানে।
কে হেন বরিতে পারে রাজ সিংহাসনে?"
এই বলি অশ্রুজল পুছিয়ে যতনে।
উঠিলা কমলা দেবী চাহি নারায়ণে॥
কহিলা বৈকুণ্ঠপতি, "যা কহিলা সত্য।
তুমি বিনা ত্রিভুবনে নাহি অন্য গত্য॥
যেখানে না যাও তুমি সেইখানে শূন্য।
তোমার না হলে দয়া নাহি মিলে অন্ন॥
তুমি আছ বলি আছে আমার বিভূতি।
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ তোমাতেই স্থিতি॥
তুমি যথা সেই স্বর্গ মঙ্গল আলয়।
যে ভজে তোমায় সেই রাজপদ লয়॥
যে গৃহে তোমার পূজা তুমি থাক তথা।
নীচ উচ্চ তব পার্শ্বে নাহি বিভিন্নতা॥
তুমি বসাইলে সেই বসে সিংহাসনে।
বিপুল ঐশ্বর্য্যে তায় সাজাও যতনে।

তোমার তুষ্টেতে তুষ্ট হয় সর্ব্বজন।
তোমার আশ্রয়ে হয় বিশ্বের পালন।
তুমি লজ্জা তুমি তুষ্টি তুমি যশ সার।
তুমি ক্ষুধা তুমি তৃষ্ণা দেহের আধার।
তুমি ধর্ম্মে কর্ম্মে বাঁধা নিয়ত সংসারে।
তোমারি নিয়তি নাম বলে সব নরে।
তুমি দেব নর গৃহে ভকত বৎসলা।
তুমি ধরণীর বক্ষে শস্য-সুশ্যামলা॥
ভারতের চিরসখী জানি আমি তুমি।
জানি আমি তোমার সে চির প্রিয়ভূমি॥
কিন্তু দুঃখ হয় বড় ভারতের তরে।
নিজ দোষে চিনিলনা ভারত তোমারে॥
তোমার পূজায় আর ভারত সেমত।
ব্যস্ত নাহি হয় আমি জানি বিধিমত॥
ব্যভিচার নাস্তিকতা কলির প্রাধান্যে।
ভারতের জ্ঞান ধর্ম্ম গিয়াছে অরণ্যে॥
নাহিক একতা নীতি ধর্ম্মপথে মন।
তস্কর দস্যুর কার্য্যে শিক্ষিত সুজন॥
নরহত্যা পশ্বাচার যথা তথা দেখি।
অন্যায় অকার্য্য হেতু মত্ত সব আঁখি॥
উন্মত্ত অধৈর্য্য সব নির্দ্দয় পাষাণ।
হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য মান অপমান॥
হিংসাদ্বেষে জ্বলে সদা সবার অন্তর।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই থাকে নিরন্তর॥

প্রলোভনে মত্ত সব রাজভক্তি হীন।
নাহি ভেদাভেদ কিছু প্রবীণ নবীন॥
সতীর সতীত্ব নাই কর্কশ সংসার।
বর্ণ শঙ্করের স্রোতে ভাসে বীর্য্য সার॥
তুমি যে অর্থের মূল কেহ নাহি জানে।
দুদিনে ভিখারী হয় তোমাকে না মেনে॥
ভারতের দোষ আমি কি দিব এখন।
কাল দোষে কর্ম্মদোষ ভুঞ্জে সে এখন॥
অবশ্যই হবে দুঃখ তোমার, কমলে।
একবার দয়াকরি ভারতে চাহিলে॥
ভোলনাই ভুলিবেনা জানি আমি তাহা।
ভারতের লক্ষ্মী তুমি জানি দুঃখসহা॥
যাও যাও যাও তবে বিলম্ব না কর।
আসিবেন লক্ষ্মীমন্ত ভারতে সত্বর॥
হয় নাহি কভু রাজ-শুভ-আগমন।
সেদেশের সেভূমিতে সেরূপ কখন॥
যাও তুমি সম্ভাষিয়া আন গিয়া ত্বরা।
বসাও দিল্লির ক্রোড়ে হাসাও এ ধরা॥
তোমার দর্শনে শান্ত হউন ভারত।
তোমার দর্শনে সবে হউন উন্নত॥
তব আবাহনে রাজা সহাস্য বদনে।
বসুন সহাস্য সেই রাজ সিংহাসনে॥
রাজসূয়-যজ্ঞ সাঙ্গ হোক্ শুভক্ষণে।
রাজা-প্রজা সুখ-শান্তি লভুক জীবনে॥

ভারতের পুণ্যক্ষেত্র হউক্ উর্ব্বরা।
হউন্ বসুধা নিত্য শ্যামলা সুন্দরা॥
বৃক্ষরাজি হোক ফল ভরে অবনত।
ফুটুক কমলোপরি কমল নিয়ত॥
বহিয়া মলয় বায়ু রাজার শ্রীঅঙ্গে।
সুশীতল ক'রে দিক ভারতের সঙ্গে॥
মধুময় রাজমূর্ত্তি দেখে যত অলি।
পড়ুক্ গুণ্ গুণ্ রবে পদপ্রান্তে গলি॥
ভারতের পক্ষী সব একত্র হইয়া।
গাউক ভারত গীত রাজায় চাহিয়া॥
ফুল-কুল নত হয়ে শিবের চরণে।
রাজার মঙ্গল সবে জানাক যতনে॥
ভারত গগণে উঠি চন্দ্রমা সুন্দর।
সুশীতল ক'রে দিক রাজ কলেবর॥
নবীন কিরণ মাখি তপন প্রখর।
দেখুক নবীন রাজে পরম সুন্দর॥
অন্ধকার রোগ শোক যাক্ সবে ভুলি।
গেয়ে ভারতের জয় জয় নাদ তুলি॥"
এই বলি নারায়ণ আহ্বানি গরুড়ে।
কহিলেন লয়ে যাও কমলা মায়েরে॥
পুষ্পরথে পুষ্পশয্যা করিয়ে বিস্তীর্ণ।
হও ত্বরা ধরামাঝে দিল্লি অবতীর্ণ॥
আজ্ঞাপেয়ে রথলয়ে আসিল সারথি।
চলিলা আনন্দে মাতা অতি দ্রুতগতি॥

সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যেতে যান দেবঋষি।
হরির আদেশে শেষে হয়ে মহা খুসি॥

নারদের অদৃশ্যে ইংলণ্ডে গমন।

হরির আদেশ লয়ে, নারদ সত্বর হয়ে,
পৃথিবীতে যান মহোল্লাসে।
দেখি নানা দেশভূমি, জলনিধি অতিক্রমি,
উপনীত ইংলণ্ডে হরষে।
ইংলণ্ড ভারত নয়, শেষে কে অসভ্য কয়,
অন্যবেশ পরি ভাবিমনে।
ফেলে দিয়ে নামাবলি, কৌপিন মালার থলি,
সাজিলেন কোট্ পেণ্টুলানে।
ছাড়ি বীণা যন্ত্রসার, যষ্টি করিলেন সার,
আঁটিলেন কমণ্ডলু ব্যাগে।
শুভ্র কেশ শুভ্র দাড়ি, বিনাইয়া শোভা করি,
চলিলেন রাজপথে আগে।
না জানেন এটিকেট্, কি ক'রে হইবে ভেট্,
কার সঙ্গে কোথায় কখন।
ইংলিসে দখল নাই, কোন্ ভাষা বলি তাই,
ভেবে হল বিষন্ন বদন।

হাত দিয়ে খেতে জানি, কমণ্ডুলে খাই পানি,
পায়ে দিই কাষ্ঠের খড়ম।
ইহা যদি দেখে লোকে বলিবে অসভ্য মোকে,
নাহি রবে সরম ভরম।
জানি আমি এই লোকে, গৌরব করিয়া থাকে,
বিদ্যা শিখি বিদ্যার কৃপায়।
বিদ্যা তো সে দুই নহে, যে বিদ্যা আমার দেহে,
ডাকি আমি তাঁহাকে হেথায়।
তিনি আসি মূর্ত্তিমতি, আমার হবেন গতি,
শিখাবেন কি করিতে হবে।
যেক'রে বলিব কথা, যাব রাজ দ্বারে হেথা,
সঙ্গে তিনি যাবেন নীরবে।
এইভাব মনে করি, ডাকিলেন ত্বরা করি'
ভারতীকে পূরাতে বাসনা।
দেবর্ষির সাড়া পেয়ে, আসিলেন ব্যস্ত হয়ে,
সেইখানে শ্বেত-সুশোভনা।
দেখাপেয়ে বীণাপানি, বলিলেন বীণাপানি,
একি, একি, দেবর্ষি এখানে।
বলহ কি মনে ক'রে, এসেছ কেমনে ক'রে,
মনে ক'রে দুখিনীর স্থানে।
আছতো আছতো ভাল, সবাই তো আছে ভাল,
পিতা মাতা আর দেবগণ।
স্বর্গের কুশল শুনি, সুশীতল করি প্রাণী,
বল বল ব্রহ্মার নন্দন।

কোথা তব বীণাযন্ত্র, হরিনাম প্রেম-তন্ত্র,
বীণাস্বরে নাই কেন গীত।
কেন সেই বীণা ছাড়ি, এসেছ হে বীণাধারী
এপুরীতে কেন আচম্বিত।
কাম্যভূমি এর নাম, বিশ্বমাঝে ভোগধাম,
ভোগ সুখে রত এর নর।
দিবানিশি কর্ম্মে মত্ত, নিয়ত স্বাধীন চিত্ত,
যেন ভ্রমে গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
নৃত্য গীতে মাতোয়ারা, যেন সবে আত্মহারা,
গৃহে গৃহে সৌন্দর্য্যের খনি।
কত রত্ন কত বেশে, কোন্ ভাবে থাকে ব'সে,
যথা যায় উজলে মেদিনী।
দুরন্ত জলধি বেষ্টি, ব্রহ্মা করেছেন সৃষ্টি,
নাম এর শ্বেতদ্বীপ বলে।
শ্বেত মুখে শ্বেত হাসি, যেন শ্বেত তারাশশী,
অগণন বেড়ায় ভূতলে।
কত দোলে ফুলমুখ, জুড়ায় প্রেমিক বুক,
কত ভ্রমরের দেয় প্রাণ।
কত পীক কুহু গায়, কতসিন্ধু উভে তায়,
ভেসে যায় কত পোড়া মান।
কত ডালে গীতধারা, নরনারী আত্মহারা,
উড়ে বসে বন উপবনে।
কত গিরি প্রাণ খুলি, নিঝর দিয়েছে ঢালি,
কত দেহ শীতল সেখানে।

দেখনা আমায়ে চেয়ে, শ্বেত সঙ্গে বিচরিয়ে,
শ্বেত বর্ণ হয়েছে উজ্জ্বল।
শ্বেতাঙ্গিণী সখিদলে, পুজে মোরে নানা ফুলে,
ছাড়িতে না পারি এইস্থল।
শুভ্র দেহে ব্রিটনিয়া, সাজায় আমায় নিয়া,
কত শোভা করে মনোমত।
ভুলিয়া অমর ভুমি, বহুদিন আছি আমি,
শিখিয়েছি কত ভোগ ব্রত।
ভাগ্যবলে হলো দেখা, পথিমধ্যে আজ একা,
তোমার সহিত দেব ঋষি।
এস ওহে শুভ্রকেশ, পর মনোমত বেশ,
যথা ইচ্ছা চল লয়ে পশি॥
আমার সহিত গেলে, আদরিবে সর্ব্বস্থলে,
রাজা সহ হইবে সাক্ষাৎ।
উইণ্ড্সর, বকিংহাম্, পার্লিমেণ্ট মহাধাম,
তব দেখা হইবে নির্ঘাৎ॥
ক্যাম্ব্রিজ অক্স্ফোর্ডে গিয়ে, বসিব তোমায় নিয়ে,
দেখো কত সেবক আমার।
তোমায় পাইলে তারা, হইবেক আত্মহারা,
দেখো কভু ছাড়িবে না আর॥
এস্কুইথ্, বেল্ফোর, ব্রহ্মলি ভক্ত মোর,
দেখো তোমা পায় যদি হাতে।
রেখে দেবে বারমাস, মন্ত্রী করি নিজপাশ,
আর নাহি পারিবে যাইতে॥

যদি শোনে দেবঋষি ! তুমি মন্ত্রী মহাযশী,
স্বর্গ হতে এসেছ এখানে।
লক্ষ ভোট্ উপহারে, ব্রিটনিয়া কত কোরে,
পার্লিমেণ্টে সিট্ দেবে এনে ॥
মহাসভা ব্রিটনের, তুমি যদি দেখ ফের,
দেবসভা তুচ্ছ মনে হবে।
হবে না নারদ মুণি, প্রস্থান অস্থান শুনি,
মোরে লয়ে এই স্থানে রবে ॥
শিখাব শিখেছি যাহা, তুমি সুখী হবে মহা,
ওল্ড্ ফুল বলিবে না কেহ।
খাবে নিরামিশ ভাত্, চামচ্ হইবে হাত,
রাজভোগে মজিবে ও দেহ ॥"
শুনিয়ে বাণীর বাণী, ভাবেন নারদ মুণি,
বেশ বেশ এতো বেশ কথা।
চল চল এবে চল, বিলম্ব আর না ভাল,
চল যথা আরও আছে কথা ॥
বৈকুণ্ঠ করিয়ে খালি, লক্ষ্মী গিয়েছেন চলি,
ভারতের দিল্লির দরবারে।
নারায়ণ চিন্তা করি, আমার করেতে ধরি,
পাঠালেন অগ্রে এই ধারে ॥
তুমি আছ এই খানে, বলিলেন তার স্থানে,
অগ্রে তুমি যাও বীণাধর।
তাহার মন্ত্রনা লয়ে, সকলে একত্র হয়ে,
ভারতের ভাল কিছু কর ॥

তাই আসিলাম হেথা, আমায় লইবে কোথা,
লয়ে যাও যাই সেই স্থানে।
দেখো যেন থাকি জাতে, নাহি খাই কারো হাতে,
রেঁধে দিও তুমি ভাল মনে॥
আহার বিশ্রাম করি, যাব সব বাড়ী বাড়ী,
কিন্তু যেন না নিও হোটেলে।
ভারতের কর্ণধার, মর্লি সহ একবার,
দেখা শুনা করাও বিরলে॥
শুনেছি ইংলণ্ডেশ্বর, যাবেন ভারত'পর,
সিংহাসন লবেন তথায়।
হয়েছে মন্ত্রনা সব, হবে নাকি মহোৎসব,
রাজসূয় আবার সেথায়॥
হয়ে ছিল কতবার, আছে নাকি মনে তাঁর,
সত্য ত্রেতা দ্বাপরে সেখানে।
কত দেব ঋষি কায়, গিয়াছিল সে সভায়,
গিয়াছিনু আমি নিমন্ত্রণে॥
আবার কলিতে নাকি, আমি লয়ে যাব ঢেঁকি,
বাড়াইব রাজার সম্মান।
তোরা দুই বোন যাবি, আমোদে প্রমত্ত হবি,
সে যে আজ ভীষণ শ্মশান॥
না নিভালে চিতানল, কেমনে যাইবি বল্,
বলিতে এসেছি সেই কথা।
বুঝাইব রাজ পক্ষে, কলি-রাজসূয় পক্ষে,
দিল্লি ছেড়ে ভাল কলিকাতা॥

রাজার সে রাজধানী, রাজলক্ষ্মী তথা জানি,
কালীঘট্টে আছেন বসিয়া।
আমরা সকলে মিলে, যাই যদি কুতুহলে,
ভূত প্রেতে রবে না চাহিয়া॥
খরদৃষ্টি তাহাদের, দেব দেহে আমাদের,
কভু নাহি হইবেক বিদ্ধ।
ভারতের মনস্কাম, পূর্ণকারী সেই স্থান,
অচিরেই যজ্ঞ হবে সিদ্ধ।"
শুনি বাণী কন হাসি, হয়েছিল তাই আসি,
কিন্তু সে মর্লি'র নহে মত।
দিল্লি পুরাতন স্থান, তাহে রাজসূয় মান,
হবে সর্ব্বোপরি সুসম্মত॥
ব্রিটনের দর্পভার, নহে পূর্ব্ব সমকার,
সম্রাটের সেই প্রিয় স্থান।
যেমতি আছিল পূর্ব্বে, এখনো সে পূর্ণ গর্ব্বে,
ধরাধামে হবে অবধান॥
মর্লি অতি বিচক্ষণ, হার্ডিনে ডাকিয়া কন,
যাও হয়ে রাজ প্রতিনিধি।
ভারতের ভাগ্যধ'রে, কর গিয়া ভাগ্যধরে,
সমারোহে রাজসূয় বিধি॥"
শুনিয়ে ব্রহ্মার সুত, হইলেন মহাপ্রীত,
বলিলেন চল বাণী যাই।
হেরি লর্ড হার্ডিনেরে, যাইব ভারতে ফিরে,
তথা গিয়া হরিগুণ গাই॥

নৃত্য গীত আমোদেতে, মত্ত হব তব সাথে,
পৃথিবীর দেখিব কি ভাব।
বহুদিন যাই নাই, আর সে ভারত নাই,
চক্র আছে চক্রীর অভাব।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় সর্গ।

লর্ড ক্রু ও লর্ড মর্লির মন্ত্রনা, লর্ড হর্ডিনের ভারত প্রতিনিধি হইবার প্রস্তাব।

কহিলেন লর্ড মর্লি লর্ড ক্রুয়ে ডেকে।
এস ক্রুর মহাশয় বসো এই দিকে॥
পরামর্শ আছে বহু তোমার সহিত।
ভাবিয়েছি মনে কত ভারতের হিত॥
সে সকল কার্য্যে যদি হয় পরিণত।
অবশ্য হইবে সুখী প্রজা বৃন্দ যত॥
সে দিন আসিয়াছিল বৃদ্ধ একজন।
বুঝিনু ভারতী বেশে তিনি মহাজন॥
পক্ক কেশ পক্ক বেশ কথাবার্ত্তা পক্ক।
আমার সহিত তাঁর হইয়াছে সখ্য॥
বুঝিলাম বাক্যবীর তিনি জ্ঞানবান।
বহুক্ষণ হলো তাঁর বক্তৃতা বিধান॥
নাম ধাম কিছু নাহি বলিলেন তিনি।
কেবল নারদ এই বলিলেন বাণী।
নারোজির সম তাঁর দেখিনু আকার।
তাইবা নারদ হবে ভাবিলাম সার॥

তাঁর সঙ্গে একজন শ্বেতাঙ্গিনী নারী।
মধ্যে মধ্যে তাঁরে নানা মজলিসে হেরি ॥
রাজগৃহে দেখি তাঁরে সতত বেড়াতে।
রাজপার্কে রাজোদ্যানে যান রাজ সাথে ॥
সভা পার্লিমেণ্ট যত বক্তৃতা আলয়।
অনেকেই সেই স্থলে তাঁরে সঙ্গে লয় ॥
অনুমানে বুঝিলাম তিনি অনুপমা।
রূপবতী গুণবতী বিদ্যাবতী বামা ॥
বুঝি কোন রাজকুলে জনম তাঁহার।
আসিলা সঙ্গিনী হয়ে মোদের রাজার ॥
কোথা হতে কোন ভাবে কিছু নাহি জানি।
আছেন এদেশে কিন্তু বহুদিন তিনি ॥
আজ তিনি সঙ্গে লয়ে সেই মহাব্রতে।
এসেছিলা মম গৃহে পরিচয় দিতে ॥
তাঁদের দুজনে করি সম্মানে আহ্বান।
হইয়াছে চরিতার্থ আমার এ প্রাণ ॥
বলিলা গুণের কথা কত সে রাজায়।
প্রকাশিলা কত মত প্রশংসা তাঁহায় ॥
তাঁহার বিয়োগে শান্তি নাহি কোন স্থলে।
ভারত বিমর্ষ অতি রাজ শোকানলে ॥
যথা তথা শুনি তাঁর অশান্তির কথা।
কেহ না নিবারে তাঁর হৃদয়ের ব্যথা ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভারতের গিয়াছে চলিয়া।
ব্যভিচার স্রোত নিত্য চলিছে বাহিয়া ॥

রাজায় প্রজায় নাই মনের মিলন।
ধর্ম্মঘট প্রতি স্থলে হয় সংঘটন।
শিক্ষা দীক্ষা বিপর্য্যয় হেরি সর্ব্বস্থানে।
কুফল ফলিছে তার প্রত্যক্ষ বিধানে ॥
হতেছে মানব দল নাস্তিকের গোঁড়া।
রাজভক্তি দেবভক্তি নাহি করে তারা ॥
কোমল মস্তিষ্কে পূর্ণ কর্কশ বাসনা।
গৃহে গৃহে করিতেছে অশান্তি যোজনা ॥
কখন যা নাহি ছিল ভারতের বুকে।
সেই কথা আজ শুনি সকলের মুখে ॥
এনার্কিষ্ট নাম ধাম কেহ না জানিত।
আজ সেই সব দস্যু ভারত ব্যপিত ॥
ধর্ম্মের শাসন নাই কর্ম্মদোষে সব।
সিংহের গৃহেতে হয় শৃগাল উদ্ভব ॥
লেখা পড়া শিক্ষা করি দস্যু বৃত্তি করে।
কে হেন বিষম শিক্ষা দেখেছে সংসারে।
বিকৃত মস্তিস্ক যত বালকের দল।
বিকৃত শিক্ষায় ব্যস্ত আছে অবিরল ॥
নেতার দুর্নীতি দোষে নীতির এ দোষ।
কি বলিব ভারতের বড় ভাগ্য দোষ ॥
কান্দে তাহাদের তরে জনক জননী।
নিরীহ যাহারা নিত্য কিছু নাহি জানি ॥
পুত্র কোলে ক'রে কান্দে সরলা অবলা।
ভাবে মনে হেন পাত্রে কেন দিনু মালা ॥

কোলে মরিনু পূর্ব্বে মাতৃগর্ভ হ'তে।
তবে তো এ সব কিছু হতো না দেখিতে ॥
কারা গৃহে যায় পতি সুশিক্ষিত হয়ে।
আহা মরি কার প্রাণে সহে এ দেখিয়ে ॥
সয়তান ঘুরিছে সব আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরি।
শাসনের ফেরে সবে পায় পড়ে বেড়ি ॥
এ সব অশান্তি কথা শুনি তাঁর মুখে।
বাস্তবিক ভাবি মোরা আছি কোন্ সুখে ॥
রাজা যদি নাহি চায় প্রজার মঙ্গল।
তাহলে কি হয় কভু রাজার কুশল ॥
কালদোষে কার্য্যদোষ শাস্ত্রের বচন।
রাজ দোষে রাজ্য নষ্ট জানে সর্ব্বজন ॥
অবশ্যই কোন দোষ হয়েছে ভারতে।
তাই এ অশান্তি স্রোত বহে আচম্বিতে ॥
অবশ্য ব্যবস্থা এর করিতে সত্বর।
পরামর্শ করা ভাল মহা সভাপর ॥
শুনিয়া মর্লির বাণী ক্রুর মহাশয়।
বলিলেন কর স্থির বিলম্ব না সয় ॥
রাজ্যেতে হইবে নব রাজ সিংহাসন।
পার্লিমেণ্টে নব মন্ত্রী লবেন আসন ॥
দুই দলে দলাদলি হইবে বিস্তর।
শেষ দল-পতি-জয় অপেক্ষার পর ॥
যদি থাকে আমাদের মন্ত্রী দলে স্থিতি।
অবশ্যই চেতে হবে ভারতের প্রতি ॥

ভারতের সাময়িক নীতি সমুদায়।
বিচারের আবশ্যক হবে সে সময়॥
যদি কিছু যুক্তি হয় বিপর্য্যয় ভরে।
অবশ্য করিব তাহা প্রকার অন্তরে॥
ভারতের রাজভক্তি থাকে যদি ভাল।
প্রত্যক্ষ দেখালে রাজে বোঝা যাবে ভাল॥
সেই হেতু চিন্তা করি দিল্লি দরবারে।
পাঠাইব আমাদের রাজ রাজেশ্বরে॥
যাহা কভু হয় নাই হইবে তখন।
অশান্তি রবে না আর পেয়ে সে দর্শন॥
আমরা যা এসময় না পারি করিতে।
করিবেন রাজা তাহা নিজ ইচ্ছা মতে॥
মনোমত বর তিনি দিবেন সবারে।
অভাব কোথাও কিন্তু রহিবে না পরে॥
সকলের মনে শান্তি দিবেন নৃপতি।
ভারতে আনন্দময় শুনিব ভারতী॥
অভাব আর অভিযোগ কিছু নাহি রবে।
জয় রাজ্যেশ্বর জয় সকলে ঘোষিবে॥
পুণ্য যদি থাকে সদা রাজ দরশনে।
অবশ্যই পুণ্যতীর্থ হবে সবস্থানে।
সভা সমিতিতে কিছু হবে না সবার।
হবে প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে রাজার॥
শিষ্ট দুষ্ট সমভাবে হবে হরষিত।
স্বার্থক হইবে তবে দিল্লি মহাব্রত॥"

এই বলি নীরবিলা ক্রুর মহাশয়।
বলিলেন মর্লি "ইহা অযৌক্তিক নয়॥
তবে আমি পূর্ব্ব বিধি না পারি লঙ্ঘিতে।
হইবে এসব কার্য্য নববিধি মতে॥
নব রাজা হইবেন নব রাজ্যে স্থিতি।
নবমন্ত্রী সভা হবে তাঁহার সংহতি॥
আমার হয়েছে পঞ্চ বৎসর অতীত।
আর এই কার্য্যে থাকা না হয় বিহিত॥
আসিবেন অতি শীঘ্র মিণ্টো মহাশয়।
তাঁর পদে যাইবেন হার্ডিন নিশ্চয়॥
কিচনার না রবেন সেনাপতি আর।
সকলি নূতন হবে দেখেছি এবার॥
মম ইচ্ছা তুমি ষ্টেট সেক্রেটারী হয়ে।
যাও রাজ্যেশ্বর সহ এহেন সময়ে॥
রাজসহ রাজমন্ত্রী যাওয়া আবশ্যক।
মন্ত্রীহীন রাজসভা হয় না সম্যক্॥
মহামতি হার্ডিন যাউন অগ্রেতে।
করুন এসব কথা প্রচার ভারতে॥
ভারতের লোক শুনি রাজ আগমন।
হউক সকলে আজ প্রসন্ন বদন॥"
শুনি লর্ড ক্রুর শ্রেষ্ঠ অক্রূরের মত।
মথুরায় কৃষ্ণ নিতে হলেন সম্মত॥
আসিলেন লাট হয়ে লর্ড হার্ডিন।
সঙ্গে পাত্র মিত্র সহ দেখিয়ে সুদিন॥

আবার ভারতে বুঝি ফিরিল সময়।
উঠিল সৌভাগ্য-ভানু যেন শোভাময়॥

লর্ড হার্ডিনের ভারত যাত্রা।

"হাতিপর হাওদা কি ঘোরাপর জিন্.
জল্দি যাও জল্দি যাও ওয়ারেন্ হেষ্টিং।"

বলিলেন লর্ড ক্রুর অতি হৃষ্টমতি।
লর্ড হার্ডিনেরে ডাকি বিশেষ যুকতি॥
"আসিবেন লর্ড মিণ্টো অতীব সত্বর।
যাও তুমি মহামতি হইয়ে তৎপর॥
ইণ্ডিয়ায় তব নাম হয়েছে প্রচার।
রাজ-প্রতিনিধি তুমি হয়েছ তাহার॥
আমি ষ্টেট সেক্রেটারী তুমি ভাইস্রয়।
দুই দিকে হবে আজ দুয়ের আলয়॥
তুমি হবে ভাগ্যধর ভারতে প্রধান।
আমি রব এই স্থানে তব কর্ম্ম স্থান॥
তোমাতে আমাতে হবে প্রাণের মিলন।
উভয়ের কার্য্য হবে উভয় কারণ॥
বয়সে প্রয়াশে সম মিলিবে সকল।
তুমি হবে কল-কাঁটি আমি হব কল॥
তুমি মূর্ত্তি মধ্যে আমি হব প্রাণ।
তুমি হবে মহাচক্ষু আমি হব কাণ॥

তুমি হবে চক্রী আমি হব চক্রধর।
তুমি হবে পূর্ণচন্দ্র আমি সুধাকর॥
আধার আধেয় মধ্যে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ।
তোমার তুষ্টিতে তথা আমি হব তুষ্ট॥
ভারতের শান্তিসুখ তোমা হইতে হবে।
রাজ প্রতিনিধি হয়ে রাজ-দণ্ড লবে॥
শিষ্টে তুমি দুষ্ট জনে করিবে দমন।
দেশ কাল পাত্র হেরি যেখানে যেমন॥
করিবে সকল কাজ যশের সহিত।
তোমার সুযশে মোরা হব হরষিত॥
পাঁচ বৎসরের পর আবার এদেশে।
আসিবে সুখ্যাতি লয়ে মনের উল্লাসে॥
দেখি পুনঃ তব ঐ সুস্থ দেহ মন।
আমরা হইব সুখী মনের মতন॥
পাত্র মিত্র লয়ে তুমি যাও সুধীবর।
লও লেডি হার্ডিনকে প্রসন্ন অন্তর॥
ভাগ্যবান ভাগ্যবতী না হলে জগতে।
হেন পদ কভু নাহি মেলে সে ভারতে॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তুচ্ছ সে পদের কাছে।
যে পেয়েছে একবার সেই শুনে নাচে॥
কি ছার রাজত্ব হেথা কি ভোগ এখানে।
মহাভোগ পায় সেই যে যায় সেখানে॥
ভুবন বিদিত সেই ভোগের আলয়।
প্রকৃতির প্রিয় ভূমি লোকে সদা কয়॥

পরশিলে জলবায়ু তার কদাচিত।
স্বদেশে ফিরিতে প্রাণ চায় কি ক্বচিৎ॥
তোমার পূর্ব্বেতে যাঁরা ছিলেন তথায়।
ছাড়িতে সেস্থান কত ঠেকেছে মায়ায়॥
মায়াময় সেই স্থান কে না তাহা জানে?
ধন মান যশে পূর্ণ আছে সেই স্থানে॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃটনীয়া মহাত্মা সকল।
গিয়াছিলা যারা আজ শতবর্ষ হল॥
ইতিহাসে তাহাদের মহিমা প্রচার।
আজিও ধরণী মাঝে রয়েছে বিস্তার।
কে না জানে সে ভারতে তব পিতামহে?
কে না জানে শিখ্ যুদ্ধে বীরত্ব সে দেহে?
হেষ্টিং হইতে লর্ড কার্জ্জন অবধি।
জান তুমি ভারতের যত প্রতিনিধি॥
জান তুমি সকলের মহাকার্য্য যত।
জান তুমি তাঁহাদের মহত্ব নিয়ত॥
আজ সেই স্থানে তুমি করহ গমন।
উড়াইয়া জয়ধ্বজা বৃটন নন্দন।
যাবেন পঞ্চম জর্জ্জ ভারতে এবার।
কর গিয়া এই কথা ভারতে প্রচার॥
উচ্চরাজ মঞ্চ বাঁধি ইন্দ্রপ্রস্থ 'পরে।
সিংহাসনে উঠিবেন বল সব নরে॥
শুনিয়া ঘোষণা তব হেরি ও মূরতি।
হইবে ভারতবাসী পুলকিত অতি॥

ক্রুরের মুখেতে শুনি অক্রূর বচন।
ভারতে আসিতে তাঁর হৈল দিনক্ষণ ॥
শুভযোগে শুভভাগে আসি এষ্টেসনে।
উপনীত হৈলা দোঁহে হরষিত মনে ॥

(লাট দম্পতি পূজনে)

ডায়মণ্ড হার্ডিন আসি হাসি মুখে।
বসিলেন মাতৃসহ পরম পুলকে ॥
লক্ষ লক্ষ বন্ধু বেষ্টি হার্ডিন মহান্।
সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে ছিলা বিষণ্ণ পরাণ ॥
তাঁহার বিদায়ে হেরি বিরহ যন্ত্রণা।
বহিল সে সব চক্ষে কত অশ্রুকণা।
অশ্রুতে পুছায়ে অশ্রু দিলেন বিদায়।
বিদায় হতে না হতে ট্রেণ ছেড়ে যায় ॥
মন ছিল হার্ডিনের কোথায় তখন।
ট্রেণ কি বুঝিতে পারে উদ্ভ্রান্ত জীবন।
যখন ঘুচিল ভ্রান্তি থামাইল ট্রেণ।
অমনি মহাত্মা গিয়া ট্রেণ ধরিলেন ॥
দুই দিক হতে পুনঃ হলো গুড্‌বাই।
চলিল আপন মনে ট্রেণ নিজ ঠাঁই ॥
দেশ পরে দেশ গেল নদী পরে নদী।
মাঠ পরে মাঠ গেল লয়ে লাট নিধি ॥
সমুদ্রের পারে এসে পৌছাইল রথ।
নামিলেন লেডিসহ লর্ড মহারথ ॥

অনন্ত সমুদ্র বক্ষে উঠিলা দুজনে।
বিপুল অর্ণব যানে আনন্দিত মনে॥
মহানৃত্য করে পোত পেয়েছুই প্রাণ।
নেচে নেচে যায় শুনি জলধির গান॥
জানিনা সে জল নিধি কত দিন পরে।
আনিবে ভারত বক্ষে (সেই) তার ভাগ্যধরে॥
ভারত আকুল তটে অনন্তে চাহিয়া।
আছেন দাঁড়ায়ে তাঁরে দেখিব বলিয়া॥

লর্ড মিণ্টোর স্বদেশ গমন।

"যাও" কথা ওহে লর্ড! ভারত না জানে।
এস তুমি লাট বেশে আবার এখানে॥
তোমার বচন সুধা ভুলিব না মোরা।
তোমার প্রশান্ত দৃশ্য রবে প্রাণ যোড়া॥
তোমার দয়ার সিন্ধু না শুকাবে কভু।
তোমার শাসন বহ্নি রবে নিভু নিভু!
কালের পশ্চাতে কাল ধাইবে দৌড়িয়া।
তোমার ও স্মৃতি চিহ্ন না দিবে ভাঙ্গিয়া।
তোমার ও শান্তি মাখা বদন কমলে।
অশান্ত ভারত শিশু তাকাবে না ছলে।
ভয় নাই এস পুনঃ পাত্র মিত্র সহ।
অভয় ভারত সবে তোমার বিরহ॥
এত দিন ছিলে তুমি কত সাবধানে।
আমাদের ভুলে এবে রবে কোন প্রাণে?

রাজভক্ত প্রজা মোরা জেনেছ তো তুমি।
তবে কেন চলে যাও এতদিন ভ্রমি ?
কেন চাও বার বার বিদায় বিশ্রাম ?
এ দেশে কি আর তব হয় না আরাম ?
কেন বাজাইতে বল বিসর্জ্জন বাদ্য ?
জাননা হে বিসর্জ্জন এদেশে অসাধ্য ?
দুদিন করিয়ে পূজা প্রতিমা রতনে।
জান তো ভারত কাঁদে তার বিসর্জ্জনে ?
তোমায় করিয়ে আজ পূজা পঞ্চবর্ষ।
বলকি বিদায়ে নই আমরা বিমর্ষ ?
দিয়েছ মর্লির দত্ত রিফর্ম সম্পদ।
দিয়েছ এদেশী লোকে কত উচ্চ পদ ॥
ধীর স্থির কর্ম্ম-ক্ষেত্রে না হয়ে অধীর।
কত বিধি গড়ে গেলে শাসন নীতির ॥
বুঝিলে তো প্রাণ খুলে ভারত কি চায়।
বুঝিলে তো ছোট বড় যে আছে যথায় ॥
করিলে তো বল্ নাচ সভা মজ্‌লিস্।
বুঝিলে তো তাহা হতে কত হিতাহিত ॥
বেড়ালে তো বহু স্থানে ভারত ব্যাপিয়া।
ভারত-সন্তানে কত দেখিলে চাহিয়া ॥
অশান্তি আসিল কত টেনে ফেলে দিলে।
নূতন অশান্তি কত এল তব কালে ॥
তোমার বিবেক-বলে সব শান্তি হলো।
তাহার হইল ভাল যে জন বুঝিল ॥

চিনিলে হে রাজগণে ভারত গৌরব।
পেলে তো সে সব অঙ্গে ভক্তির সৌরভ?
নিজাম মাইসোর সেই সিন্ধিয়া, হোল্‌কার।
কাশ্মীর, ভূপাল, বরদার গুইকোঁয়ার॥
জয়পুর, রামপুর, রাণাউদয়পুরে।
পাতিয়ালা, কর্পূরথালা, নাভা ত্রিবাঙ্কোরে
যোধপুর, বিকাণির, বলরামপুর।
ঝান্না, পান্না, জুনাগড় আরও কত দূর॥
দেখিয়া তাদের কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য সকল।
রাজভক্তি রাজশ্রদ্ধা বুঝিলে সকল॥
নয়ন সফল কিহে হয়নি তোমার?
যথা গেলে তথা পেলে উত্তম ব্যভার॥
ঘরে ফিরে গেলে কি তা মনে রহিবে না।
একদিনও সেই কথা স্বপ্নে দেখিবে না?
ঐ দেখ স্থানে স্থানে তব তরে কত।
হতেছে বিদায়-ভোজ বিষাদের ব্রত॥
নাহি অবসর বঙ্গে দ্বারবঙ্গ আজ!
ঐ দেখ ছুটিছেন—বর্দ্ধমান-রাজ॥
ঐ দেখ মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার।
বিদ্যুতের মত যান দিতে উপহার॥
ঐ দেখ ভারতের নানা স্থান হতে।
বিদায়োপহার সব আসিতেছে দিতে॥
বারেক দাঁড়াও প্রভো! শোন মম কথা।
জানাইও রাজ্যেশ্বরে আমাদের ব্যথা॥

গিয়াছেন এডোয়ার্ড তোমারি সময়।
না হতে তোমার কাল তাঁরে কালে লয়॥
তাঁর শোক না ভুলিতে গেলে আজ তুমি।
তোমার বিরহ দুঃখ রবে সর্ব্বগামী॥
আসিবেন হার্ডিন তোমার স্থানেতে।
জানিনা কি হইবেক তাঁর সময়েতে॥
যাওয়া আ'সা এই জানি কালের বিকার।
যে যায় চলিয়া সে তো নাহি আসে আর?
হেষ্টিং, বেণ্টিং, তথা ক্যানিং ডফ্রিন।
লিটন, রিপণ আর কুর্জ্জন হার্ডিন॥
গিয়াছেন এল্‌গিন্, নর্থব্রুক, মেও।
তুমিও হে ভাগ্যধর সেই মত যেও॥
পিন্‌হে, ব্রুক্, ডানলফ্‌স্মিথমহাশয়।
তব পারিষদ যত গুণের আলয়॥
তাঁহারাও সঙ্গে তব করিবে গমন।
রাম-হীন অযোধ্যায় রহে কার মন?
রুবি ইলিয়ট্ আর এলিন্ ইলিয়ট্।
যাবেন তোমার সহ দুইখানি পট॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী ছিলেন এদেশে।
তাঁদের বিদায় দিতে কত কান্না আসে॥
কি বলিব এইরূপ ভারতের ভাগ্য।
আবাহন বিসর্জ্জন বিদায় বৈরাগ্য॥
জাগে সকলের মনে, শান্তি নাহি পায়।
ভারতের দিন নিত্য এইরূপই যায়॥
অতএব কি বলিব রেখো সব মনে।
দেখা দিও যাই যদি করোনেসন্‌ক্ষণে॥

তৃতীয় সর্গ।

লর্ড হার্ডিনের বোম্বাই আগমন ও ভারতমাতা কর্ত্তৃক সাদরে আহ্বান।

আসিলেন লাটবর, সঙ্গে কত অনুচর,
বোম্বাইয়ের এপেলো বন্দরে।
অগণ্য পতাকা ধরি, লোক যায় সারি সারি,
মহানন্দে অভ্যর্থনা তরে॥
হিন্দু, পার্শি, মুসলমান, নানা জাতি এক স্থান,
একপ্রাণ দেখি এক ঠাঁই।
মটর গাড়িতে ধুম, লেগে গেলো মহাধুম,
ভাবে সবে দেখা যদি পাই॥
লক্ষপতি ক্রোড়পতি, যান সব মহাগতি,
সমাদরে হার্ডিনে আনিতে।
সহরের মুন্সিপাল, সঙ্গে লয়ে সভ্যপাল,
যান অভিনন্দন করিতে॥
চৌদিকে পুলিস বেড়ি, যেন কি রতনে ঘেরি,
দাঁড়াইল হ'য়ে সুসজ্জিত।
কত অশ্বারোহী ধায়, যেন যমদূত প্রায়,
দেখে সব দর্শক কম্পিত॥

কেহ ভূমে কেহ যানে, কেহ চায় পথপানে,
কেহ গাছে দেয়াল উপর।
কেহ ছাদোপরি বসে, দু'হাতে দূরবীন কসে
দেখিবারে আকুল অন্তর ॥
জাহাজ লাগিল ঘাটে, লাট বসিলেন পাটে,
সমুদ্রের থামিল নর্ত্তন।
লোক সমুদ্রের 'পরে, আসিলেন লাট বরে,
মহানন্দে ভাসে সর্ব্বজন ॥
কেহ স্ফীত করি বুক, দেখিতে লাটের মুখ,
তাড়াতাড়ি যান সিন্ধুকুলে।
কেহ দূরে অপেক্ষিয়া, রহে পুষ্পগুচ্ছ নিয়া,
বাঞ্ছা মনে দিবে লাট এলে ॥
উল্লাসে ভারতমাতা, ধীরে ধীরে যান তথা,
লয়ে মনোমত উপহার।
সঙ্গে তার পুত্র যত, করি শির অবনত,
যায় সবে সম্মুখে তাঁহার ॥
হেরি লাট দম্পতীরে, আনন্দ নাহিক ধরে,
সম্বোধিলা অশেষ বিশেষ।
শুনি লাট মহাশয়, হরষিত অতিশয়,
কহিতে লাগিলা এই শেষ ॥
"শোন দেশবাসী যত, পালিতে শাসন ব্রত,
আসিলাম আমি এ ভারতে।
মহান্ কর্ত্তব্য যবে, সম্পন্ন করিব তবে,
প্রশংসিত হইব পশ্চাতে ॥

অগ্রে বলি বহু ভাষা, নাহি পূরে শেষে আশা,
ভবিষ্যৎ চির-অন্ধকার।
জানি আমি এ ভারতে, নানা জাতি নানা মতে,
সবাকার মন রাখা ভার॥
এডোয়ার্ড মহামান্য, জগতে ছিলেন ধন্য,
এবে তিনি নাই এ জগতে।
তাঁর পুত্র ভাগ্যধর, হয়েছেন ইংলণ্ডেশ্বর,
আসিলাম আমি তাঁর মতে।
লয়েছেন রাজ্য ভার, আগামী বছরে তাঁর,
রাজসূয় হইবে ভারতে।
স্বয়ং আসিয়া তিনি, যাবেন সকলে চিনি
এই তাঁর বাসনা মনেতে॥
আসিয়া ইংলণ্ডেশ্বর, হইবেন দিল্লীশ্বর,
দিল্লীশ্বর ছিলা পূর্ব্বে যথা।
রাজা প্রজা এক ঠাঁই, মিলন অবশ্য চাই,
হইয়াছে এই সব কথা॥"
শুনিয়া ভারত-রাণী, বদনে না সরে বাণী,
চক্ষে বহে আনন্দের ধারা।
বলেন এও কি হবে, হেন শুভদিন ভবে,
বিধি মোরে দিবে বুক ভরা॥
পাব রাজ-দরশন, ভাসাব জীবন মন,
তাঁরে দেখি আশার সরসে।
বহুব্যাপী শোকানল, হবে এবে সুশীতল,
এতদিন পরে এ বয়সে॥

শুনে থাকি লোকমুখে, সেই কথা কই মুখে,
বুক ফাটে না দেখি তাঁহায়।
একবার পেলে প্রাণে, দেখাইব সেই স্থানে,
কত শেল বিঁধে আছে তায়॥
দর্শনে যেরূপ হয়, শ্রবণে কি তাই হয়?
দয়ামায়া নয়নের কাছে।
যার ধন সেই চিনে, কে জানে সে আর বিনে,
প্রাণে প্রাণে প্রাণ গাঁথা আছে।"
শুনি লর্ড শান্তমতি, কহিলা ভারত প্রতি,
"প্রীতিভাব বলিনু তোমায়।
যাও সাধ্বি! যাই আমি, জানিবে সকল তুমি,
যথাকালে সাক্ষাতে আমার।"
এই বলি মিষ্ট-ভাষে, লেডি হার্ডিঙ্গের পাশে,
আসি বসিলেন দিব্য রথে।
সঙ্গে ডুব্‌লে মহাশয়, মক্‌স্‌ওয়েল্‌স্‌ সদাশয়,
বসিলেন ওকেনেলি সাথে।
গেলা দ্রুত রথ লয়ে, সকলে রহিল চেয়ে,
বোম্বাইয়ের লাটের ভবন।
খসিল পতাকা পাতা, ছুটিল লোকের মাথা,
জলস্রোতে তাল যে মতন॥

লর্ড হার্ডিনের কলিকাতা উপস্থিত, বৃটিশ রাজপ্রসাদ ও রাজ্যৈশ্বর্য্য বর্ণন।

-•:•:•-

আসিলেন নব লাট কলিকাতা ধামে।
আনন্দিত বঙ্গদেশ তাঁর সেই নামে।
বড় বড় ঘরে সব পতাকা উড়ায়।
সৈন্যগণ শ্রেণী-বদ্ধ সম্মান জানায়॥
পুলিস ঘোড়ায় চ'ড়ে ঘোরে অনিবার।
কেল্লায় নির্ঘোষে তোপ তিনসাত বার॥
দলে দলে লোক চলে দেখিবার তরে।
ঝনৃত ঝনৃত ঝন্ ব্যাণ্ড বাদ্যকরে॥
বড় বড় মাথা সব লাটের উঠানে।
আছেন দাঁড়ায়ে সবে চকিত নয়নে॥
কখন আসিবে লাট স্পর্শিয়ে শ্রীকর।
জীবন জুড়াবে এই ভাবে নিরন্তর॥
কি তাঁহার হাব ভাব মূরতি সুন্দর।
কি তাঁহার কথাবার্ত্তা মধুর অন্তর॥
শুনিবে দেখিবে সবে এই চিন্তা মনে।
চক্ষু কর্ণ এক ঠাঁই ধৈর্য্য নাহি মানে॥
সাজে যেন হাস্যমুখে লাটের প্রাসাদ।
সাজে বৃক্ষ লতা গুল্ম পরম আহ্লাদ॥

ফুলে ফুলে এক সঙ্গে সুখতুলে আছে।
লতার গায়েতে লতা ঢলিয়া পড়েছে॥
পাখী সব খোলা প্রাণে গাইছে ললিত।
শুনাইছে যেন সবে আগমনী গীত॥
আনন্দ ধরেনা আজ লাটের দোয়ারে।
কোটি চক্ষু চেয়ে আছে যেন কার তরে॥
উড়িল প্রাসাদ শিরে বিপুল নিশান।
অমনি আসিল লাট দম্পতির যান॥
সঙ্গে পারিষদ সব এল অন্য যানে।
অমনি সেক্‌হাণ্ড্‌ ধুম লাগিল উঠানে॥
প্রাসাদে উঠিয়া লাট চলিলা সত্বর।
সঙ্গে সঙ্গে যান তাঁর যত অনুচর॥
সমাদরে সকলেই বসিলেন তথা।
ঘুচিল সে মহাশ্রান্ত পথিকের ব্যথা॥
একে একে সকলেই হৈলা পরিচিত।
যার যেই গৃহে গেলা হয়ে আনন্দিত॥
শান্তিময় চারিদিক দেখিয়ে দুজন।
কত হরষিত হৈলা না যায় বর্ণন॥
ইন্দ্রালয় সম এই লাটের ভবন।
যে যায় দেবত্ব সেই পায় সেই ক্ষণ॥
মূর্ত্তিমতি মহাদেবী প্রকৃতি আসিয়া।
করেন বেষ্টন তাঁরে কত সুখ দিয়া॥
শোক দুঃখ এখানে না রহে একদিন।
নিয়ত আনন্দ ভাব নিয়ত নবীন॥

নিয়ত পূর্ণিমা রাত্রি শরতের শশী।
লাটের বাড়ীতে থাকে চারিদিকে পশি ॥
নিয়ত কোকিল গায় বসন্তে লইয়া।
নিয়ত মলয় বায়ু যায় পরশিয়া ॥
নিয়ত ভ্রমর করে গুন্ গুন্ রব।
দিন রাত ফোটাফুল বিলায় সৌরভ!
দিবানিশি লতাবল্লী বাড়াইয়া কর।
কোমল বেষ্টন করে যত তরুবর ॥
চৌদিকে অশোকে ঘেরা শোক নাহি আসে।
বাহিরের রোগ জ্বালা কভুনা পরশে ॥
সিংহদ্বারে সিংহ যেন জীবন্ত বুঝায়।
কার সাধ্য লঙ্ঘি দ্বার অভ্যন্তরে যায়?
বিনা রসে দুর্ব্বাদল পরে শ্যাম শোভা।
বিনা ফুলে ফল ধরে অতি মনোলোভা ॥
সৌদামিনী প্রতি দ্বারে রূপের প্রভায়।
অবিরাম পরিচর্য্যা করিছে সবায় ॥
স্বর্গ হতে ধরি তারে রেখেছে এখানে।
দাসী ক'রে বৃটনীয়া বেঁধেছে চরণে ॥
বিহঙ্গ বসিয়ে থাকে অভয় ডালেতে।
মনোমত গীত গায় লাটের ইঙ্গিতে ॥
চারি দ্বার চারিদিকে রয়েছে উন্মুক্ত।
যমদূত থাকে তথা অসি করি মুক্ত ॥
সাধ্য কি প্রবেশে তার মধ্যে একজন।
মনুষ্য দূরের কথা কম্পেন পবন ॥

হুকুমে মানবগণ সদা আসে যায়।
হুকুমের বশীভূত আছে যে যথায়॥
নাচ মজ্লিসে নিত্য রঙ্গ এইখানে।
বড় বড় গাড়ি তথা যায় নিমন্ত্রণে॥
নৃত্য গীতে অনুপম সাজে ইন্দ্রপুরী।
যেজন করেছে ভাগ্য সেই নাচে ঘুরি।
সেই যায় সেই খায় অন্যে নাহি পায়।
চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয় স্বর্গীয় প্রথায়॥
লাটের দর্শন জেনো দেবতা দর্শন।
স্পর্শনে তাঁহায় হয় সফল জীবন॥
ভারত গৌরব তিনি রাজ প্রতিনিধি।
যে জন গৌরব চায় মানে তাঁর বিধি॥
তিনি মাত্র বিধি কর্ত্তা বিধাতা ভারতে।
তাঁর রাজসভা পূর্ণ বিধি-গৌরবেতে॥
বহু ভাগ্যবান্ হয় এ সভার সভ্য।
নাহি হয় দুর্ভাগ্যের রাজ কৃপা লভ্য॥
বিচার শাসন হেথা নিত্য মুর্ত্তিমান।
বিবেকের বলে লাট তাহাদের চান॥
শিষ্টের বাসনা পূরে নিত্য এইখানে।
দুষ্টের পাইলে সাড়া যমদূতে টানে॥
বিদ্যা আর বিজ্ঞানের বিকাশ এখানে।
এখানে না চেনে যারে, চেনে কোন্ খানে?
আজ এই খানে পূর্ণ আনন্দ উৎসব।
আজ এই গৃহে পূর্ণ রাজার বিভব॥

আজ হতে বিধিমতে প্রহরী বসিবে।
আজ হতে রাজ-চিহ্ন-পতাকা উড়িবে॥
এত দিন শূন্য ছিল নাহি ছিল কেহ।
আজ মহাপ্রাণ লয়ে সুস্থ হলো দেহ॥
লক্ষ্মী আর সরস্বতী এলেন ছুটিয়া।
দুই দিকে দুই বোন্ রবেন বসিয়া॥
দুই দিকে দাঁড়াইয়ে দুই চোপ্দার।
রহিবে নিশান করে নিস্পন্দ এবার॥
গাড়ি মোটরেতে পূর্ণ লাটের প্রাঙ্গন।
হইবেক আজ হতে যখন যেমন॥
আসিবেন কোথা হতে কত রাজোয়ারা।
গর্জ্জিবে কামান কত পেয়ে তাঁর সাড়া॥
কাওয়াত কুচের কিছু রবেনা অভাব।
বৈঠক বসিবে কত যার যেই ভাব॥
ব্রিটিসের থ্রোনরুম্ অপূর্ব্ব দর্শন।
না ঝলকে মনিমুক্তা তাহে অগণন॥
কেবল শক্তির দৃশ্য লোহিত বেশেতে।
দাঁড়াইয়া আছে নিত্য ভারতে জানাতে॥
গায়ে গায়ে শক্তি চিহ্ন লিখিত সবার।
গেটে গেটে সিংহরূপে বিরাজে আবার॥
সকউন্‌সিল্ লাট যবে বসেন দরবারে।
সভ্য-বীরগণ তাঁর চারিদিকে ঘিরে॥
বিচার তর্কের ছোটে ফোয়ারা তখন।
ভারতের হয় তথা অদৃষ্ট লেখন॥

এইরূপে রাজকার্য্য বিধি বন্দোবস্ত।
ভাগে ভাগে মন্ত্রী তন্ত্র আছে সব ন্যস্ত ॥
বলিলে সে সব কথা পুঁথী বেড়ে যায়।
ব্রিটিশ গৌরব-হ্রদ বিস্তৃত ধরায় ॥

যুবতী-বেশে "কলিকাতার" লাট-সন্নিধানে উপস্থিত ও রাজা পঞ্চম জর্জ্জের করোনেসন্ প্রস্তাব।

সোণার নূপুর পায়, রুণুঝুণু বোল্ তায়,
পরিধানে বেনারসী শাড়ি।
অলক্ত রঞ্জিত পদ, কিবা রক্ত কোকনদ,
রাঙ্গা গণ্ডে যেন কি মাধুরী ॥
স্বদেশী বলয় করে, মরি কিবা শোভা করে,
মস্তকেতে স্বদেশী চিরুণী।
স্বদেশী কর্ণের দুল, দুলিছে করি আকুল,
পৃষ্ঠ বেয়ে মস্তকের বেণী ॥
হাসিতে চাঁদের রেখা, অধরে তাম্বুল মাখা,
বিম্ব ভেবে পিক যায় ধেয়ে।
কপালে সিন্দুর ফোটা, ভ্রু-ভঙ্গীর কিবা ছটা,
বুঝে উঠা যায় না ভাবিয়ে ॥

কেশে কুন্তলীন বাস, বাসে কুসুম নির্য্যাস,
বাতাসের আগে আগে ধায়।
বুকেতে কাঁচলি আঁটা, সুড়ঙ্গ তরঙ্গ ঘটা,
কত চিহ্ন আছে মরি তায়॥
শুভ্র সৌধ-মুক্তাহার, আরো কত অলঙ্কার,
শোভে বক্ষে না যায় গণন।
ভাগিরথী করে ধরে, কুলু কুলু গান ক'রে,
লয়ে যায় লাটের ভবন॥
শিরে লয়ে উপহার, নানা রত্ন উপচার,
উঠে গেলা লাটের বৈঠকে।
দেখিয়ে সে রূপরাশি, হার্ডিন পরম খুসি,
বসিতে আসন দিলা তাঁকে॥
করি দুই যোড় হস্ত, বলিলা "না হও ব্যস্ত,
নাম মোর হয় কলিকাতা।
তোমারি সেবিকা আমি, তুমি মম অন্তর্য্যামী,
আশা করি কও দুটী কথা॥
কথার ভিখারী আমি, ব্যথার ব্যথিত তুমি,
মহাভাগ ভারতের বল।
মম বক্ষে তব স্থান, আসিয়েছ সেই স্থান,
দেখে করি জনম সফল॥
লও এই উপহার, দুখিনীর ভক্তি-হার,
শোভাকর ও বিশাল বক্ষ।
আনিয়েছি শিরে বয়ে, দুইজনে যাব দিয়ে,
আশা করি ও কৃপা-কটাক্ষ॥"
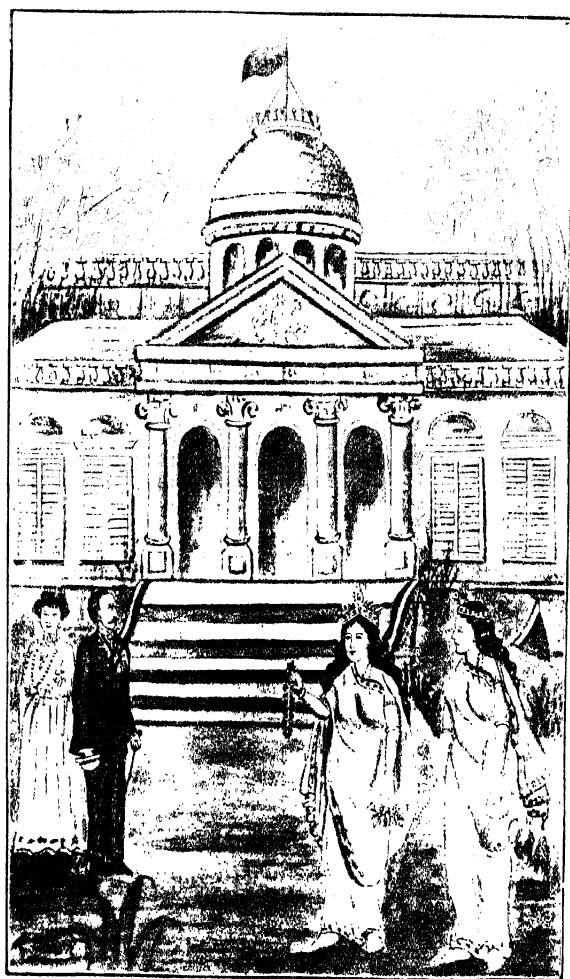
শুনি মৃদু বিণাধ্বনি, উত্তরিলা লাটমণি,
সৌধ-হাসি কলিকাতা প্রতি।
"তুমিও গো ভাগ্যবতী, হেরি তব ও মুরতি,
হইয়াছি আমি হৃষ্ট অতি॥
কহ কহ সুসম্বাদ, তোমার কুশল বাদ,
শুনিবারে ব্যস্ত মম মন।
তোমারি আশ্রয়ে আমি, এসেছি তা জান তুমি,
পঞ্চবর্ষ রহিব এখন॥
হেরিলে তোমার ভাল, আমার হইবে ভাল,
রাজ্যেশ্বর বলিবেন ভাল।
ব্রিটন্ নন্দন যত, প্রশংসিবে মোরে কত,
তব ভালে আমার এ ভাল॥
শুনি কলিকাতা ধনি, কহেন বিনয়ে বাণী,
"কি কহিব মোর ভাল কথা।
তুমিতো দুদিন পরে, যাইবে শিমূলার ঘরে,
মোর হবে সপত্নীত্ব ব্যথা॥
শ্যামল বসনপরি, সাজিয়া সিমলা নারী,
বসে আছে হিমালয় শৃঙ্গে।
সেই বিলাসিনী ক্ষেত্র, যবে হেরিবে ও নেত্র,
তখন মজিবে তার সঙ্গে॥
শুষ্কহিয়া পড়ে রবে, আমায় না জিজ্ঞাসিবে,
সৌধ-হাসি হইবে মলিন,
তৃন গুল্ম অভিমানে, জনমিবে এ বয়নে,
হবে সব সৌন্দর্য্য বিলীন॥

কোকিল পাপিয়া যত, রহিবে মূকের মত,
ফুলকুল শুকাবে এখানে।
দেখি সব রুদ্ধ দ্বার, বহিবেক অশ্রুধার,
ভাসাইবে আমার এ প্রাণে॥
দুর্ব্বা গজাইবে গৃহে, কাক চিল বসি দেহে,
করিবেক বিকট চীৎকার।
আবার যাবৎ তুমি, দেখিবেনা এই ভূমি,
আমি রব শুয়ে অনিবার॥
পরিবনা রাজ-সজ্জা, যাবে মোর অস্থি মজ্জা,
মুন্সিপাল দূতের তাড়নে।
একেতে অবলা আমি, ভূঁইফোড় হয়ে ভ্রমি,
নালা চলে আমার জীবনে॥
তাতে গ্যাস, সৌদামিনী, নাড়িভুঁড়ি লয় ছিনি,
ফাঁপা হয়ে কাঁপি অনিবার।
প্লাবনে ডুবিয়া যাই, তাড়ে তাড়ে বাধা পাই,
লৌহ-হৃদে চলে ট্রামকার॥
আমার মতন কোথা, পাষাণী রয়েছে হেথা,
নিত্য মোরে দলিছে পাষাণে।
যখন আসি সংক্রামক, সক্রমে সে ভয়ানক,
কাঁদি বসি নিয়ত শ্মশানে॥
অত্যাচার অবিচার, আরো কত ব্যবহার,
সহ্য করি এর পর কত।
উন্মত্ত বালক-দলে, আমায় পাগল বলে,
বম্ ছুঁড়ে করে কি বিব্রত॥

তুমিও হে মুলাধার, দেখা শুনা হওয়া ভার,
তব সঙ্গে ইচ্ছা হয় যেতে।
কিন্তু কি কপাল দোষে, লও না আমায় শেষে,
দুঃখ করি কত যে মনেতে॥
শূন্যগৃহে বসে থাকি, দিবানিশি ঝরে আঁখি,
কারো কাছে সান্ত্বনা না পাই।
ছোট বড় সব যান, নিদাঘে যায় এ প্রাণ,
সে যাতনা কাহাকে জানাই॥
সৌদামিনী, ভাগিরথী, লয়ে দুই সখী সাথী,
ঘুরি সদা পাগলিনী প্রায়।
কভু ইডেন উদ্যানে, কভু যাই ময়দানে,
কভু ক্লাবে হোটেল খানায়॥"
শুনি লর্ড মহামতি, কহিলেন "তুমি সতী,
ভক্তি মতি অতীব সুন্দরী।
মম প্রতি অনুগ্রহ, জানি আমি তব স্নেহ,
আমি কি তা ভুলিবারে পারি ?
যেখানে সেখানে থাকি, তব কথা মনে রাখি,
হেরি তোমা তড়িতের চক্ষে।
নিয়ত সংবাদ লই, অন্য কথা নাহি কই,
তব কার্য্য করি শৈল-বক্ষে॥
ক্ষান্ত হও বিলাসিনী ! দুঃখ না করিও ধনি !
দুঃখ যাবে এইবার তব।
আসিবেন রাজ্যেশ্বর, তোমার ধরিয়ে কর,
বলিবেন কত কথা সব॥

পাইবে অসীম সুখ, দূরে যাবে মন দুঃখ,
চন্দ্রমুখ আরো উজলিবে।
দু দিনে ও মনপ্রাণ, জুড়াইবে তাঁর স্থান,
মনোমত বাসনা পুরিবে ॥
ভাবিও না চন্দ্রাননে! দিল্লী হ'তে এইখানে,
সৌধ হাসি দেখিতে তোমার।
অগ্রেই বাসনা হ'বে, জেনেছি আমরা সবে,
সাজ সজ্জা কর এইবার ॥
না হইতে শীত অন্ত, ধর বসন্তের বৃন্ত,
গলে পর কুসুমের মালা।
তাড়াতাড়ি গঙ্গানেয়ে, আলক্ত পর ওপায়ে,
শিরে দাও মুকুট উজলা ॥
কর্ণে কর্ণফুল দাও, ফুল পেড়ে সাটি নাও,
পর যত স্বদেশী ভূষণ।
সাজায়ে বরণডালা, রাখ সতী এইবেলা,
ধান দুর্ব্বা কর আয়োজন ॥
হাবড়ার পোলে এসে, দেখ দুই বেলা বোসে,
গান কর সখী সনে মিশি।
যেওনা নিমতলা পানে, চিতাধূম দরশনে,
নিভে যাক্ ছাই ভস্ম রাশি ॥
রাজার মঙ্গল তরে, পূর্ণকুম্ভ রাখ 'ধরে,
গেটে গেটে মাঙ্গল্য মাখিয়া।
'যাও কালী ঘাটে সুখে, লয়ে বিল্বপত্র বুকে,
তোষ মায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ॥"

শুনিয়ে লাটের কথা, নাশিল মনের ব্যথা,
আনন্দিতা কলিকাতা ধনি।
বলিলা "যদি এ হয়, কেন তবে মহাশয়!
দিল্লী কিসে আমা হতে ধনী?
ভূত প্রেত কত তথা, খেয়েছে লোকের মাথা,
লোকে বলে অপয়া সে স্থান।
অগ্রে তিনি তথা গিয়া, কাঁদাবেন মম হিয়া,
কি করিয়ে রাখিব এ প্রাণ॥
বুঝেছি সেখানে তাঁর, হবে রাজ দরবার,
সিংহাসনে বসিবেন তিনি।
এ মন্ত্রণা নহে ভাল, তাঁর ভালে আমি ভাল,
আমি তাঁর নিজ রাজধানী॥
আমাকে বঞ্চিয়া তাঁর, অন্যস্থানে দরবার,
করা কি বিহিত হয় কভু?
বুঝেছেন বিপরীত, বুঝাইব বিপরীত
অনুচিত তিনি মম প্রভু॥
বিশাল প্রান্তর তথা, মরুভূমি যথা তথা,
কুরুক্ষেত্র ভীষণ সেস্থান।
অস্থিস্তূপ দ্বাপরের, এখনও রয়েছে ঢের,
মোগলের পতন নেশান॥
ভয়েতে সেস্থান 'পর, কেহ নাহি বাঁধে ঘর,
ঘাস দুর্ব্বা গজায় না তথা।
পশুপক্ষী নাহি উড়ে, কেবল শৃগাল চরে,
আহ্বানিলে ভুতে বলে কথা॥

শুন মতিমান ধীর ! মোর কথা রাখ স্থির,
মম বক্ষে কর দরবার।
বিপদ আপদে সব, আমি লই তাঁর সব,
কুশাঙ্কুর বিঁধিবে না তাঁর ॥”
শুনি লাট মহামান্য, কহিলেন “ধন্য ধন্য,
রাজভক্ত কলিকাতা তুমি।
তুমি যে যুবতী নারী, সঙ্কীর্ণা তোমায় হেরি,
লক্ষ্যহীন তব বক্ষ-ভূমি ॥
কোটী কোটী লোক ভার, আসিবেক সঙ্গে তাঁর,
কোথা দিবে আসন সুন্দরী ?
এই হেতু তবস্থানে, স্থান নাহি হবে জেনে,
কুরুক্ষেত্রে গড়িবেন পুরী ॥
হয়েছে মন্ত্রণা তার, মম প্রতি সেই ভার,
রাজ্যেশ্বর করেছেন অর্পণ।
শীঘ্র আমি সেইস্থানে, যাব সভাসদ্ সনে,
তোমায় করিব নিমন্ত্রণ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বড়লাট কর্ত্তৃক দিল্লীদরবারের উদ্‌যোগ সভা, এবং তাহার ভাবীকার্য্যাদির সূচনা ও ব্যক্তিগত নিয়োগ।

বড়লাট মহামন ভাবি মনে মনে।
করিলেন সভা এক দরবার কারণে॥
হিউট, পোর্টার, আর বাট্‌লার মহান।
কারালাইল গড়ড্‌ন্, ড্রিঙ্ক্ মতিমন॥
উইল্‌সন্ মেক্‌মোহন্, ব্রাউন্, গেব্রেল।
ডুবলে, লরেন্স, বেলি, উড্ মেক্সওয়েল॥
কত কব বড় বড় সাহেবের কথা।
আরও কত আসিলেন বড় বড় মাথা॥
সকলে মিলিয়া রাজপ্রাসাদ ভিতরে।
করিলেন কতযুক্তি দরবারের তরে॥
যুক্তি অনুসারে কার্য্য হইল সুস্থির।
যে বীরেরে যেই কার্য্য লইলা সেবীর॥
লাটের আদেশে লাট হিউট্ প্রধান।
দরবার অধ্যক্ষ হয়ে করিলা প্রয়ান॥
বড় বড় বিশ্বকর্ম্মা গেলা তার সাথে।
বড় বড় শিল্পীগণ চলিল সাক্ষাতে।

চিত্রকর কারিকর না রহিল বাকী।
যার যেই পদ সেই লইলা নিরখি॥
কিলবরন্ লইলেন তড়িতের ভার।
বসাবেন যথা তথা স্তম্ভ আর তাড়॥
কেল্‌নার লইলেন আতিথ্য সভার।
করিবেন খাদ্য আর পানীয় বিস্তার॥
হার্ট কুক্ লইলেন অশ্ব অশ্বশালা।
জনকিং' পরে পলো মটরের পালা॥
টেলিফোন্ লইলেন টেলিফোঁ কোম্পানী।
পোষ্ট টেলিগ্রাফ নিলা আপনি কোম্পানী॥
অস্লার লইলা ঝাড় স্ফটিকের ভার।
বেভন্ লইলা ব্যাণ্ড শুনাতে বাহার॥
এণ্ড্রইউল্ লইলেন খাদ্যের কন্ট্রাক্ট।
লেজারস্ ফারনিচার জানালা কবাট॥
লইলা বারণকোং ইট কাটা যত।
পুষ্পসজ্জা লইলেন এস্, পি মনোমত॥
জেসেফ্, মার্সেল্ নিলা লোহার ইঞ্জিন॥
তাঁবুর লইলা ভার মিল্ এল্‌গিন।
হেমিলটন লইলেন রতন সম্ভার।
যেখানে যা আবশ্যক হইবে রাজার॥
জলের শোধন কার্য্য নিলা ম্যাক্‌বেথ্।
ঘাসের কন্ট্রাক্ট নিলা কমিসরিয়েট্॥
এরাটুন্ নিলা যত স্মারবেলের ভার।
সাওয়াল্ নিলা গৃহসজ্জার বাহার॥

হোয়াইট্‌ওয়ে নিলা ভার পরিচ্ছদ দিতে।
পাইলা অর্ডার পার্শি ব্রাউন সাজাতে ॥
লইলা মুখার্জ্জি কেপি পিক্‌চারের ভার।
বাগ্‌চির সুগন্ধি তথা গেল ভাঁড় ভাঁড় ॥
আতস বাজির ভার নিলা রবিনসন।
হোটেল করিতে গেলা গ্রাণ্ড উইলসন ॥
বর্ণিওসেফার্ড গেলা ফটো তুলিবারে।
তার সঙ্গে হপসিং যান ধীরে ধীরে ॥
বায়স্কোপ থিয়েটার লইয়া মেডান।
যাইবারে অনুমতি পাইলা সে স্থান ॥
মহারাষ্ট্রা সহ শ্রেষ্ঠ বোসের সার্কাস্।
করেন যাইতে তথা বাসনা প্রকাশ ॥
রামমূর্ত্তি ভীমমূর্ত্তি যমমূর্ত্তি রূপে।
দেখাতে যতন তথা নবাগত ভূপে ॥
যার যেই অভিলাষ করিয়া পূরণ।
ভাবিলেন হবে যাহা সভাসজ্জাগণ ॥
রাজসিংহাসন হবে রতন-মণ্ডিত।
উচ্চমঞ্চে সর্ব্বোপরি হবে প্রতিষ্ঠিত ॥
সুবর্ণের সিংহ রবে দুই পার্শ্বে তার।
তার পার্শ্বে সভাসদ বসিবেন তাঁর ॥
কারো নীল, কারো শুভ্র, কারো বা লোহিত।
নানাবর্ণ বস্ত্রে হবে আসন মণ্ডিত ॥
গোলাকার চতুর্দ্দিকে আসন সকল।
শোভা পাবে চারি দিকে যার যেই স্থল ॥

বিচিত্র পান্ডাল রবে মস্তক উপরে।
কত শিল্পী কত ক'রে নির্ম্মানিবে তারে॥
চতুর্দ্দিকে হবে তার তোরণ নির্ম্মাণ।
বিচিত্র তাহার সজ্জা হবে দৃশ্যমান॥
সম্মুখে সৈন্যের শ্রেণী সাজিবে সুন্দর।
নক্ষত্র বিমানে যথা পূর্ণ শশধর॥
ভূতলে অতুল দৃশ্য হবে দৃশ্যমান।
উড়িবে তাহার পরে বিজয়-নিশান॥
বাদ্য আমোদের স্থান হইবে সম্যক।
নরনারীগণ স্থান হইবে পৃথক॥
স্তম্ভোপরি স্তম্ভ আর ধ্বজোপরি ধ্বজ।
শোভিবে সে গৃহোপরি যেন কপিধ্বজ॥
বিচিত্র কুসুমতরু বিচিত্র ফোয়ারা।
থাকিবে তথায় সদা বিশ্ব মাতোয়ারা॥
বাতায়ন পথে কত রবে কারুকার্য্য।
কত স্ফটিকের বর্ণে হইবে সৌন্দর্য্য॥
বেদীর নিকট সব রাজোয়ারাগণ।
বসিবেন পরিপাটী লইয়া আসন॥
চারি দিকে হবে কোটি চামর সৃজন।
করিবেন ঘুরি ঘুরি তড়িত ব্যজন॥
দিবারাত্রি অনুভব কিছু না থাকিবে।
তাড়িতের শুভ্র আলো চৌদিকে জ্বলিবে
তড়িতে চলিবে ট্রাম চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
যথা ইচ্ছা তাহে উঠি যাবে নরনারী॥

বহুস্থান ব্যাপী সব শিবির বসিবে।
যার যথা বাসস্থান মনোনীত হবে ॥
নিজ নিজ রাজৈশ্বর্য্যে সাজাবে শিবির।
কত কারু কার্য্য তাহে হইবে সুস্থির ॥
রাজ্যেশ্বর আপনি রবেন যেইখানে।
ইন্দ্রপ্রস্থ বলি তাহা হইবেক মনে ॥
ইন্দ্রধনু সম তার হইবেক সজ্জা।
দেবইন্দ্র ধনুসহ পাইবেন লজ্জা ॥
ময়ুর কার্ত্তিকে ছাড়ি নাচিবে সেখানে।
শক্তিধর রহিবেন শক্তি লয়ে কোনে ॥
আর সব নর্ত্তকীরা আসিবে নাচিতে।
যাদের যেমন নৃত্য দেখাইবে তাতে ॥
কাশি কাঞ্চি কাশ্মীর অযোধ্যার নারী।
আসিবে রূপের ডালা কত শত পরী ॥
বাঙ্গালার সাটী পরা ষোড়শী রূপসী।
স্বভাবের নৃত্যভাবে দেখাইবে আসি ॥
মুক্তকেশ মুক্তবেশ মুক্তমুখ সুধা।
শুনায়ে করিবে তৃপ্ত রাজ্যেশ্বর ক্ষুধা ॥
মিনার্ভা ক্লাসিক ষ্টার আসিবে তথায়।
বসিবে বাসর করি লইয়ে সবায় ॥
তাদের দর্শনে গানে ভুবন মাতিবে।
বাঙ্গালী কাঙ্গালী কিসে বুঝিয়া দেখিবে ॥
সেইখানে বাঙ্গালা ভাষা ইচ্ছা হবে শিখি।
কতজন কত কথা নোটে লবে লিখি।

ধন্য ধন্য কলিকাতা বলিবেক সবে।
কলির সে রাজধানী উপযুক্ত ভবে ॥
যাইতে বারেক রাজইচ্ছা হবে তথা।
দিল্লি হ'তে বাঙ্গালা যেতে হইবেক কথা ॥

দিল্লী রাজসূয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ কর্ত্তৃক রাজোপহার প্রদান ইচ্ছা।

মহাত্মা হিউট্ ডাকি বলিলা ব্রাউনে।
প্রস্তুত হউন্ সবে কার্য্য অনুষ্ঠানে ॥
দরবার সময় মাত্র আছে দিন কত।
এরি মধ্যে সুসম্পন্ন হবে কার্য্য যত ॥
আসিবেন রাজতীর্থ সদলে এখানে।
যাবেন এখান হ'তে পুনঃ অন্যস্থানে ॥
বহুদিন ভারতে না রহিবেন তিনি।
এইস্থানে এসে স্থির হবে সব জানি ॥
অগ্রে সিংহাসন হবে প্রস্তুত তাঁহার।
লয়েছেন কাশীরাজ অগ্রে সেই ভার ॥
কাশ্মীর দিবেন তাঁর বিচিত্র আসন।
ভুপাল দিবেন তাঁবু বিচিত্র তোরণ ॥
সিন্ধিয়া দিবেন ছত্র দণ্ড দুই ধারে।
জয়পুর দেবে শ্বেত প্রস্তর সেঘরে ॥
মাইশোর দিবেন তাঁর পাপোস বিছানা।
ত্রিবাঙ্কোর স্বর্ণখাট দিবেন তিন খানা ॥

বসায়ে তোরণ দ্বারে সুবর্ণ কামান।
দেখাবেন গুইকোয়ার রাজায় সম্মান॥
নিজাম রতন হার পরায়ে গলায়।
চাহিবেন নিতে তাঁর ফলক নামায়॥
যোধপুর তরবার দিবেন চরণে।
সাজাবেন উদয়পুর মুকুটভূষণে॥
দিবেন ভরতপুর সাঝি ভরা ফুল।
করিবেন রাজপূজা জগতে অতুল॥
ঢোলপুর ঢুলু ঢুলু নয়নে আসিয়া।
দিবেন মুক্তার মালা কণ্ঠে আবরিয়া॥
ইন্দোর দিবেন এক রতনের যষ্টি।
বিকানির করিবেন শিরে পুষ্পবৃষ্টি॥
রেওয়া লয়ে রত্নভাণ্ড স্থাপিবেন পাশে।
বেনারস মুড়িবেন বেনারসি বাসে॥
দিবেন সুবর্ণ থালা কপূর্রথালা আসি।
নাভা নবরত্ন ছত্র ধরিবেন বসি॥
পাতিয়ালা পাতিবেন বিপুল মসূলন্দ।
ফরিদ্‌কোট্‌ রত্নকোটে সাজাবেন স্কন্ধ॥
জুনাগড় রত্নময় দিবেন গড়াগড়ি।
রবেন রামপুর পিকদানি হস্তে করি॥
বলরামপুর করে লয়ে স্বর্ণবাটা।
দিবেন আতর পান সুগন্ধির ঘটা॥
দিবেন সিকিম শ্বেত চামর আনিয়া।
ভুটান ভুলায়ে যাবে মৃগনাভি দিয়া॥

ঝালোয়ার আলোয়ার দুপাশে দুজন।
রত্নঝার রত্ন আলো দিবেন কেমন॥
নেপাল দেবেন হস্তীদন্ত উপহার।
দিবেন দালাই লামা ধূপদীপ সার॥
কুচ্‌বিহার দিবে করে হীরকঅঙ্গুরী।
ত্রিপুরা দেবেন ব্যাঘ্র চর্ম্ম মনোহারী॥
ভিজিয়ানাগ্রাম দেবে সিন্দুর আর শঙ্খ।
টঙ্কের নবাব দিবে রজত পালঙ্ক॥
সিয়ামের রাজা দেবে শ্বেত হস্তী যোড়া।
মণিপুর দেবে পলো খেলিবার ঘোড়া॥
দিবেন চারকেরি চারু রতন চৌপায়া।
কোচিন্‌ দেবেন কোচ্‌ চন্দনেতে ছাওয়া॥
সাম্‌থার থালা ভরি দিবেন এলাচি।
দিবেন ভাওয়ালপুর বলয় দুগাছি॥
লোহেরু দিবেন তীক্ষ্ণ ধনু আর শর।
শ্রীমুর দিবেন মুক্তাশ্রীফলসুন্দর॥
মহারাজ বুন্দি দিয়ে যাবেন বোতাম।
জয়ছলমির জুতা ভেটি কিনিবেন নাম॥
কেরুলী দিবেন এক কণকের কণ্ঠা।
মহারাও কোটা দিবে স্বর্ণের ঘণ্টা॥
দিবেন সাপুররাজ সুগন্ধি কর্পূর।
দিবেন সিরহি রাও সুবর্ণ ময়ূর॥
দিবেন আমির শ্রেষ্ঠ নানাজাতি ফল।
দিবেন খিলাতপতি অপূর্ব্ব কম্বল॥

অপূর্ব্ব চিরুণী ত্রাস সুবর্ণে বাঁধিয়া।
দিবেন বান্দার রাজ রাজকরে নিয়া॥
বিচিত্র রুমালে রাখি সুগন্ধি মধুর।
দিবেন শ্রীকরে ভবনগরী ঠাকুর॥
কাম্বের নবাব দুটী কুকুর আনিয়া।
দিবেন শৃঙ্খল সহ রাজকরে নিয়া॥
ভরের নবাব আনি স্বর্ণঝারী ভরি।
দিবেন নির্ঝরবারি রাজ তৃপ্তি করি॥
মুক্তাভস্মে সাজি পান গণ্ডলের রাণী।
দিবেন রাজ্ঞীর করে মহামূল্য জানি॥
সিংহের শাবক আনি কচ্ছের নবাব।
করিবেন রাজপূজা এই মনে ভাব॥
ইদারের ইচ্ছা দিতে স্বর্ণ ইন্দীবর।
দিবেন খয়েরপুর শ্বেত অশ্বতর॥
জাঞ্জিবার জেনে শুনে যোগাবেন গাড়ি।
উঠাবেন রাজ্যেশ্বরে তাহে হাত ধরি॥
মহারাজ কোলাপুর শিকারের তরে।
দিবেন শিক্ষিত এক হস্তী শিশু ধরে॥
বহুমূল্য মোটর আনি মরভির ঠাকুর।
বসাবেন রাজ্যেশ্বরে কহিয়ে ঠাকুর॥
পোরবন্দ দিবে রত্ন সিগার পাইপ্।
ইচ্ছা পালিতানা দিতে সুবর্ণ নাইফ্॥
আসি উজ্জয়িনী হতে সোণার কলম।
শোভা পাবে রাজকরে অতি অনুপম॥

বাঙ্গালা দিবেন ধান দুর্ব্বা আর সারী।
রাখিবেন কলিকাতা পূর্ণ কুম্ভধরি ॥
ঘারবঙ্গ দাঁড়াইয়া রবেন দ্বারেতে।
খণ্ডবঙ্গ যোড়করে রবে সম্মুখেতে ॥
উভয়ে করিবে পূজা অশ্রুজল দিয়া।
দেখিবেন রাজা অবগুণ্ঠন তুলিয়া ॥
অভয় পাইবে বঙ্গ সম্রাটের কাছে।
কহিবে সকল কথা যার যাহা আছে ॥
আনন্দে উছলি উঠি ভারত সাগর।
দুইকূলে নররাজে করিবে আদর ॥
গাইবে আনন্দ-গীত ভারতের পাখী।
মজিবে মজাবে সবে রাজসূয় দেখি ॥
শুনিয়ে বঙ্গের বৃদ্ধ সৌরিন্দ্র মোহন।
গাবেন শ্রীরাগে সেই গীত পুরাতন ॥
"জয়ব্রিটনিয়া জয়" মিশিবে আকাশে।
পুলকে পূরিবে অঙ্গ গাবে দেশে দেশে ॥

রাজা পঞ্চম জর্জ্জের ভারতে শুভাগমন।

এস শীতঋতুরাজ! শুভ্রকলেবর।
তুষার ভূষণ অঙ্গে অতীব সুন্দর ॥
এতদিন এসেছিলে দরিদ্র ভারতে।
ছিলনা তো একদিনো হাসি ও মুখেতে ॥

তোমার ও শুক্তরূপ ভীষণ মূরতি।
দেখিয়া হইত ভীত বালক যুবতী॥
কাঁপিত দরিদ্র যত তব দরশনে।
নাশিতে দুর্জ্জয়ে দন্তে দুর্ব্বল জীবনে॥
আজ কেন সেই দেহে নাহি দন্ত তব।
দরিদ্র না কাঁপে দেখি ও মুখ ভৈরব॥
কোথা রেখে এলে আজ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।
বল বল মুখে কেন মধুর আলাপ॥
কার কথা বল মুখে কারে লয়ে শিরে।
আসিতেছ ধীরে আজ সাজিয়ে তুষারে॥
বুঝেছি এবার তুমি ছিলেনা এদেশে।
গিয়াছিলা শ্বেতদ্বীপ সুদূর প্রবাসে॥
দেখিতে সে ইংলণ্ডের রাজসূয় ব্রত।
হিমালয় হতে হয়েছিলে নিমন্ত্রিত॥
তাই আজ রাজ্যেশ্বরে লইয়ে মস্তকে।
আসিতেছ নিজ দেশে পরম পুলকে॥
তোমার মস্তকে হেরি পুরুষ রতন।
ভেবেছিনু ত্রেতাযুগ এল বুঝি পুনঃ॥
দয়াময় রামরূপ অভয় বিলাতে।
আসিলেন বুঝি ভক্ত হনুর স্কন্ধেতে॥
কিন্তু ভাবি কলিকাতা হইল সংশয়।
নাহি সে অযোধ্যাপুরী ভবে এ সময়॥
অযোধ্যা বিহনে রাম সীতার মুরতি।
কোথায় বসাবে তায় নাহিক যুকতি॥

যদি বল রাম সীতা বসিবে দিল্লিতে।
তাই জেনে আনিয়েছি আমি এ ভারতে॥
তাহলে বসাও সুখে ওহে ঋতুরাজ!
আমরা দেখিয়া লই সিংহাসনে আজ॥
সিংহাসনে উপস্থিত ঐ দেখ চেয়ে।
কত কোটি লোক আছে চারি দিকে ছেয়ে
কেহ কভু দেখে নাই সিংহাসনে রাজে।
আজ শুভ দিন ভবে দেখিবে সে সাজে॥
কিন্তু ওহে ঋতুপতি! ভীষণ শ্মশানে।
জেনে শুনে কেন তুমি বসাইলে এনে॥
দ্বাপর হইতে হেথা কত রাম গেল।
কত যুধিষ্ঠির আসি রাজত্ব করিল॥
কুরুক্ষেত্রে কত বীর পড়িল এখানে।
কত সম্রাটের দেহ আছে কোণে কোণে॥
এখনো জাগায় তাহা পিশাচ পিশাচী।
শৃগাল আঁরতি দেয় তার কাছে নাচি॥
ভীষণ তাদের স্বরে কাঁপে এ পরাণ।
জেনে শুনে কেন তবে আনিলে এ স্থান॥
দেখনাকি চারি দিকে অন্ধকারে ঘেরা।
ডাকিলে নিকটে কেহ নাহি দেয় সারা॥
প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনি করে অনিবার।
অনন্ত শূণ্যের ক্রোড়ে না হেরি আকার॥
নাহি জ্বলে এক দিনো প্রদীপ এ স্থানে।
বিমল চাঁদের আলো বিদগ্ধ এখানে॥

খাদ্যোৎ না যায় উড়ি গাছের পাতায়।
শুষ্কবৃক্ষ কাষ্ঠসার দেখে ভয় পায়॥
চারিদিকে তৃণহীন মরু ধূ ধূ করে।
পথিকে ভুলাতে আশামরীচিকা ঘোরে॥
কেন ওহে ঋতুরাজ! চিনিলে না তুমি।
বৃদ্ধ এবে মতিভ্রম হইল কি ভ্রমি?
ছিল কলিকাতা ভাল ধনে জনে সুখী।
ব্রিটনের রাজধানী ভারতের লক্ষ্মী॥
ছিল তো শিম্‌লাশৈল তোমার আলয়।
বৃটনের মনোমত আনন্দ নিলয়॥
বসালে রাজায় তথা ক্ষতি কি হইত।
কেনা কোন্ দেশ হতে সেখানে আসিত?
ফেলিত কি দীর্ঘশ্বাস ভারত যেখানে।
পূর্ব্ব কথা বিস্মরিয়া যাইত সে মনে॥
প্রকৃতি নূতন বেশে নাচিত তথায়।
তারাগণ নভঃ ত্যজি আসিত ধরায়॥
এখন সে তারাগণ নাচায় নামিতে।
ঐ দেখ কত ধারা নয়ন তারাতে॥
পুছাইতে একে একে রাজ্যেশ্বর যদি।
করেন যতন হেথা বসি নিরবধি॥
তা হলে কি এত শীঘ্র স্বস্থানে তাঁহার।
প্রস্থান সম্ভব হয় সহিত তোমার?
যা হোক্ তাঁহার ইচ্ছা হউক্ পূরণ।
ইচ্ছাময় রাজা তিনি ভারতজীবন॥

বসাই আমরা তাঁরে রাজসিংহাসনে।
সাজাই মঙ্গলঘট পরম যতনে॥
তুমি এসো ওহে শীত! হিমগিরি সনে।
শুভ্র জটা শুভ্র চূড়া বাঁধিয়ে যতনে॥
আসুন সাগর উর্ম্মি নীল কলেবর।
গভীর গর্জ্জনে হেথা দেখিতে সুন্দর॥
দিল্লীশ্বরে আসি তিনি দিন্ কোলাকুলি।
নীল বক্ষে শুভ্র বক্ষ মিশুক উথলি॥
ধুয়ে নিন্ গঙ্গা আসি সঙ্গে যমুনার।
পাপ তাপ ভস্মরাশি বৈকুণ্ঠে আবার॥
দেখুন আপন পুত্রে শুভ্র কলেবর।
ভীষ্মসম মহাতেজা নব দিল্লীশ্বর॥
আসুন ভারতে তীর্থ পরিচিত নাম।
যে যথায় পুণ্যময় আছেন সুধাম॥
আসি হেথা বায়ুবেগে উড়াইয়া ধূলি।
দেখে যান দিল্লীশ্বরে পুণ্য-চক্ষু মেলি॥
জয় জয় নাদে আজ পূরুক ভারত।
রাজভক্তি ভারতের জানুক্ জগত॥
শত্রুর হউক্ ত্রাস ভারত নেহারি।
ঝরুক্ মিত্রের চক্ষে আনন্দের বারি॥

দিল্লীদরবারের শিবির-কর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মা-দিগের কর্ম্মক্ষেত্রে সম্মিলন।

১

রাজার শিবির হবে শিবির প্রধান।
অভ্রভেদী চূড়া তার হইবে নিম্মাণ॥
বিচিত্র আসন তথা পড়িবেক কত।
স্থানে স্থানে বহুমূল্য রতনখচিত॥
ধরায় অমরালয় ইন্দ্রের ভবন।
দেখিয়া হইবে ভ্রম ভুলিবে নয়ন॥
স্মলৃউড্ মহাশয় আপনি এখানে।
সাজ সরঞ্জম ভার নিলেন যতনে॥

২

বিচিত্র তোরণদ্বার ফল ফুলে কত।
সুসজ্জিত চারিধার কৌশলে নির্ম্মিত॥
দ্বারে দ্বারী কৃষ্ণবর্ণ মুণ্ডিত মস্তক।
ললাটে সুদীর্ঘ ফোঁটা বচনে চটক॥
পড়িল মান্দ্রাজি ক্যাম্প ভুবন মোহন।
নায়ক হলেন তার ন্যাপ্ বিচক্ষণ॥

৩

পূর্ণকুম্ভ দ্বারদেশে কদলীর সার।
ক্যাম্পের ভিতরে রহে ধান দুর্ব্বা ভার॥

লইয়া বরণডালা চট্টরাজ পায়ে।
আছেন দাঁড়ায়ে এক নামাবলী গায়ে ॥

৪

ছবি কি মানুষ ভাল বোঝা নাহি যায়।
শান্ত শিষ্ট রাজভক্ত বুঝিনু ভাষায় ॥
কুশাসন পাতা কত ম্যাটিন সুন্দর।
মছলন্দ তাকিয়া আছে তাহার উপর ॥
ভাবিনু বঙ্গের ক্যাম্প এই বুঝি হবে।
চেনা এলান্‌সনে দেখি এইখানে যবে ॥

৫

মুক্ত দ্বার মুক্ত পথ কত গাছে ঘেরা।
কত লতা পাতা দিয়া হইয়াছে বেড়া ॥
কত পুরাতন ধনে হয়েছে সজ্জিত।
কাশী বৃন্দাবন হতে কত কি আনীত ॥
ক্যাম্পের গঠন কিবা বিচিত্র দর্শন।
অর্দ্ধভাগ তাজ অর্দ্ধ মন্দির মতন ॥
দেখিয়া আগ্‌রা কিম্বা কাশী আসে মনে।
রয়েছেন মহামতি গ্যাস্‌কেল এখানে ॥

৬

মধ্যভারতের ক্যাম্প মধ্যক্ষেত্রে জাগে।
সুবিশাল সিংহদ্বার আছে পুরভাগে ॥
সজ্জিত আসন সজ্জা তার অভ্যন্তরে।
পাহারা দিতেছে নিত্য মহারাষ্ট্রি নরে ॥

৭

পুরুষ কি নারী কিছু বুঝিতে না পারি।
কেশ-বেশে সমভাব কাছা দেয় নারী॥
বসে আছে এক পার্শ্বে যেন কি বাসনা।
নায়ক দেখিনু তথা ক্রাম্প মহামনা॥

৮

বিচিত্র বিচিত্র কত বোম্বাইর ক্যাম্প।
ঝলসিছে তাহে কত বৈদ্যুতিক ল্যাম্প।
নিশির শশীর শোভা কোথা তথা লাগে।
দেখিলে ভাসায় প্রাণ নব অনুরাগে॥
পারশি আরশি কত ঝুলাইয়ে তথা।
দেখিছে সগর্ব্বে চেয়ে আপনার মাথা॥
বসেছে বণিক বেশে দ্বারী একজন।
চাহিয়া কাঁটার পানে করিছে ওজন॥
যার যাহা আবশ্যক দিতেছে মাপিয়া।
দেখিছেন প্রসু তথা বারথুন চাহিয়া॥

৯

ঢাকাই মছ্‌লিনে ঢাকা অতীব সুন্দর।
মুক্তবেণী যুক্তকর মুখ-শশধর॥
রয়েছে কি যেন ভেবে একদৃষ্টে চেয়ে।
কি যেন চাহিছে কোথা কাহাকে দেখিয়ে॥
দেখিলাম ছিমহিয়া রমণী একটী।
রয়েছে দাঁড়ায়ে তথা ক্যাম্পে পরিপাটী॥
ছুটিছে ফোয়ারা কত ধুইতে সেস্থল।
দেখিয়া বালক কত হতেছে পাগল॥

সুবাতাস দিতে ব্যস্ত মলয় আপনি।
এসেছেন ক্যাম্পে লয়ে সুগন্ধির খনি ॥
দেখিলাম ব্যস্ত তথা কোল্ মহাশয়।
আছেন দাঁড়ায়ে একা প্রশান্ত হৃদয় ॥

১০

পঞ্চদিকে পঞ্চধ্বজ স্তম্ভ যোড়া যোড়া।
চারিধারে সাল আর দোসালার বেড়া ॥
মধ্য উচ্চ যেন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ।
অস্ত্র শস্ত্রে সুশোভিত শিবির শ্রীঅঙ্গ ॥
আজানুলম্বিত দেহ বিশাল মস্তক।
দ্বার দেশে আছে দ্বারী যেন কালান্তক ॥
দেখিয়া পাঞ্জাবী বলি ভ্রম হলো তায়।
চাপদাড়ি সার মাত্র বুঝিনু কথায় ॥
ক্রুষ্টার মেজর বেলি দেখিনু দুজনে।
দাঁড়ায়ে মহান নেতৃ আছেন সেখানে ॥

১১

বেলুচিস্থানের ক্যাম্প তার পর দেখি।
দ্বারে দ্বারে কোলাকুলি যেন কি ভেল্‌কি
ঝরিছে প্রস্তরে আঁটা কৃত্রিম ঝরনা।
বাজাইছে নহবতে কাবুলি বাজনা ॥
লইয়া মেওয়ার ভাণ্ড মেওয়া মহাজন।
বিতরিছে হৃষ্ট মনে পোষ্টাই কেমন ॥
ঝোলা জামা খোলা পদ বিচ্‌মল্লা মুখে।
লইয়া সুতীক্ষ্ণ ছুরি বেড়াইছে সুখে ॥

জেম্‌স্‌ মহাশয় তথা আছেন প্রধান।
বেজায় অতিথি তাঁর যত পালওয়ান॥

১২

তৎপর কাশ্মীর ক্যাম্প অতি মনোহর।
প্রত্যক্ষ বসন্ত যেন দিল্লীর উপর॥
সুগন্ধি কুসুমে ঘেরা চারিধার তার।
রেশমী পশমী কত কারু চমৎকার॥
দেখিলে স্পর্শিতে তাহা না হয় সাহস।
ভূতলে অতুল ভাবে ভুলায় মানস॥
দেখিলাম মহারাজ আসিবেন বলে।
রয়েছেন লুথিনির দাঁড়ায়ে সেস্থলে॥

১৩

মহিশূর ক্যাম্প কথা কি বলিব হায়।
মহিষাশূরের কীর্ত্তি হার মানে তায়॥
কত রত্ন মুকুতায় খচিত সেস্থল।
কত সাজ সজ্জা তাহে করে ঝলমল॥
রাজার অপেক্ষা করি ইভান্স গর্ডন্‌।
রয়েছেন পথ পানে চেয়ে অনুক্ষণ॥

১৪

পুলিশের ক্যাম্প কর্ত্তা দিল্লীর পুলিশ।
অস্ত্রে শস্ত্রে সাজাইয়া আছেন মজ্‌লিস্‌॥
পাগড়ীর বাহার কত লালে লাল সব।
রুল আর হ্যাণ্ডকাপ যতেক বিভব॥

কি কব মানুষ কথা যমে ভয় পায়।
কার সাধ্য সেই ক্যাম্পে বারেক তাকায়॥

১৫

তার পর যত সব সীমান্ত প্রদেশ।
তাদের হেরিলে ক্যাম্প নাহি হয় শেষ॥
হেনিশি মহান্ সেই ক্যাম্পের অধ্যক্ষ।
দেখিলে সেস্থান নাহি হয় অন্য লক্ষ্য॥
কেবল পাহাড়ী ভীম দুই চারিজন।
রয়েছে দাঁড়ায়ে এই হয় দরশন॥

১৬

তার পর রাজস্থান শিবির সৌন্দর্য্য।
ধরায় পড়েছে যেন কত শত সূর্য্য॥
রতনের আলো তায় প্রতি ক্যাম্পে জ্বলে!
দিবা নিশি সমভাব নাহি নিভে জলে॥
কণকের স্তম্ভ কত যায় গড়াগড়ি।
ইচ্ছা হয় এইস্থান নাহি যেন ছাড়ি॥
আসিবেন তথা কত গজ বাজী চড়ে।
কে করে সন্ধান তার শিবিরে শিবিরে॥
এসেছে সমন-সজ্জা পর্ব্বত সমান।
আসিবেন রাজা কত মহা মহা প্রাণ॥
তাঁদের ভাবিয়া তথা সণ্ডার্স বার্কলি।
জাগিয়া আছেন নিত্য লইয়া আরদালী॥

১৭

বরদার ক্যাম্প তথা বর্ণন না যায়।
দেখিলাম তার সাজে ভুবন ভুলায়॥
চারি দিকে স্বর্ণ তোপে রহিয়াছে ঘেরা।
ভোজপুরী পালওয়ান দিতেছে পাহারা॥
রাজার বিলম্ব নাই আসিতে এখন।
শিবির হয়েছে তাঁর স্বদেশী মতন॥
মণিরাম রূপসিং দুই ভৃত্য তাঁর।
ক্যাম্পের অধ্যক্ষ হতে পেয়েছে অর্ডার॥

১৮

তার পর হাইদ্রাবাদ সপ্তক্রোরপতি।
কলভিনে ক্যাম্পের হেতু দিলা অনুমতি॥
চলিলা অপ্ সর জঙ্গ তাঁহার সহিত।
দিল্লীর দোয়ারে গিয়া হৈলা উপনীত॥
উড়াইয়া দিলা তথা বিচিত্র নিশান।
বাঁধিলা অপূর্ব্ব ক্যাম্প্ হেমাদ্রি সমান॥
দেখিলে সজ্জিত সেই শিবির তথায়।
ইচ্ছা হয় নাহি যেতে ফলকনামায়॥

১৯

ভিজিটার ক্যাম্প্ হলো স্ক্রেচির অধীন।
প্রেস্ ক্যাম্প সি, বি, বেলি লইলা প্রবীন॥
নিলা ভার কেডিট্ করপস্ অধিপতি তার।
রাজপুত্রদের তরে ক্যাম্প করিবার॥

২০

ভাইস্‌রয় ক্যাম্প হলো ক্যাম্পের প্রধান।
উড়াইয়া দিলা তাহে অযুত নিশান॥
শোভার ভাণ্ডার সেই শিবির সেখানে।
লক্ষ লক্ষ নেত্র আছে চেয়ে তার পানে॥
আপনি প্রকৃতি দেবী মুকুট লইয়া।
ভেটিবেন সম্রাটেরে এই ক্যাম্প্ দিয়া॥
ক্যাপ্‌টেন্ সি, এলেম্‌সন্ অধ্যক্ষ ইহার।
বসিয়া আছেন আঁটি এর সিংহদ্বার॥

২১.

হ্যাণ্ডারসন্ মেক্সওয়েল পোষ্ট টেলিগ্রাফে।
লেপ্টেনেণ্ট লিংএ দিলা টুপক্যাম্প্ সোঁপে॥
ওইম্ আপনি নিলা রেলওয়ে ভার।
পিট্‌কিথ্‌লি ইলেক্‌ট্রিক্ করিলা বিস্তার॥
আর আর বিশ্বকর্ম্মা এম্পি থিয়েটারে।
জুটিতে লাগিলা কত যন্ত্র তন্ত্র করে॥
কেহ যায় কেহ ধায় নাহি অবকাশ।
সকলেরই মনে আছে নাম অভিলাষ॥
না আসিতে শীত ঋতু কার্য্য চাই শেষ।
দিল্লীকে পরাতে হবে রাজসূয় বেশ॥
নাচিবে জগৎ দেখি দিল্লীর উৎসব।
দ্যুলোক ভূলোক হবে পুলকিত সব॥

পঞ্চম সর্গ।

দিল্লী রাজসূয়ে বিশ্বের বিপুল অতিথি সৎকার, দিক্‌দেশীয় রাজন্যগণের আগমন ও দরবার সূচনা।

মহারাজ-তীর্থ আজ দিল্লীর বক্ষেতে।
আসিলেন কত রাজা এ তীর্থ করিতে॥
মহাযোগে মহাকাল ভাবি মনে মনে।
করেন এ তীর্থ স্নান কত আশা প্রাণে॥
দরিদ্রের আশা শুধু দেব দরশন।
দূরে থেকে দুর্ব্বলের ভক্তিযুক্ত মন॥
স্পর্শন আশায় নব রাজ-সুধাকর।
রয়েছেন ব্যস্ত হয়ে যত বড় নর॥
কখন আহ্বান হবে মঞ্চের ভিতরে।
সিংহাসন পার্শ্বে গিয়ে দুই হাত যুড়ে॥
দাঁড়াবেন ধীরে ধীরে ভাগ্যধরগণ।
এই কথা দিবানিশি মুখে আসি কন॥
ছত্র ধ'রে কে দাঁড়াবে নিকটে রাজার।
বার বার নিরীক্ষণ হবে ভাগ্যে তাঁর॥

কে করিবে পার্শ্বে গিয়া চামর ব্যজন।
সেই বায়ু সুশীতল করিবে জীবন॥
কে ধরিবে রত্নঝারী কে ধোয়াবে পদ।
কার ভাগ্যে হবে সেই পাদুকা বরদ॥
কে লবে আতরদান আর আশাছটা।
কে লবে সুবর্ণ পাংখা তাম্বুলের বাটা॥
কে লবে রতন পাত্রে লবঙ্গ এলাচি।
কে লবে বরণডালা ধান দুর্ব্বা কচি॥
কে পরাবে রাজহস্তে রাজগলে মালা।
কে দাঁড়াবে সম্মুখেতে ধরি পুষ্প থালা॥
রুমাল আর রত্ন যষ্টি কে দিবে সে ক'রে।
কার হেন ভাগ্য দিবে পান-পাত্র ধ'রে॥
কে পরাবে রাজবেশ নব রাজ্যেশ্বরে।
অমূল্য অঙ্গুরী লয়ে কে পরাবে ক'রে॥
কার হেন দিব্যচক্ষু হবে সে সময়।
হাসি মুখ নিরখিয়া হবে রসময়॥
এই সব মনে করি কত রাজাগণ।
নিজ নিজ আসনেতে বসিলা কেমন॥
চন্দ্রের মণ্ডলে যথা নক্ষত্র সমাজ।
ইন্দ্রালয় ইন্দ্রসভা যেমতি বিরাজ॥
সেইরূপ রাজ্যেশ্বরে লয়ে রাজগণ।
সিংহাসনে চারিধারে করেন বেষ্টন॥
তৎকালীন মনোভাব বর্ণিতে অসাধ্য।
আপনি ভারতী তথা ভাবেন দুর্ব্বোধ্য॥

রাজামোদে মত্ত মন উঠে জয়ধ্বনি।
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবযোনি॥
দূরে থেকে অশ্রুজল বহি যায় বুকে।
রাজভক্ত প্রজা কিছু নাহি দেখে চোখে॥
না পারে উল্লাসে কিছু বলিবারে কথা।
কেবল আনন্দ রবে ভেসে যায় তথা॥
নাহি যায় শুনা কিছু রাজ-সম্বোধন।
কেবল গভীর নাদে বধির শ্রবণ॥
ভারতের রাজলক্ষ্মী প্রফুল্ল বদনে।
এসে বসিলেন পার্শ্বে দেখিনু নয়নে॥
কমল-ভূষণ তাঁর কমল-বরণ।
হৃদয়ে কমল-হার অতি সুদর্শন॥
কমলের পরিচ্ছদ সুকোমল কায়ে।
আছে ফুটি পদ্ম কত সে রাজীব পায়ে॥
মৃদু মৃদু হাসি খেলে অধর-কমলে।
ভ্রমে অলি সুধা লোভে যায় সেই স্থলে॥
সঙ্গে নিরূপমা এক রমণী রতন।
বিদ্যুতের আভা অঙ্গে মলিন বসন॥
অবগুণ্ঠনেতে ঢাকি অশ্রুমুখখানি।
আসি কমলার সঙ্গে বসিলা আপনি॥
বলিলেন রাজ্যেশ্বরে শোন ভাগ্যধর।
রাজলক্ষ্মী আমি তব ভারত ভিতর॥
তব হিতব্রত আমি ভাবি সদা মনে।
আশীর্ব্বাদ করিবারে এসেছি এখানে॥

আমার সহিত এই বিখ্যাত ঘরণী।
এসেছেন তব কাছে ভারত দুঃখিনী॥
দেখিতে ও চাঁদ-মুখ বাসনা তাঁহার।
রাণী সহ, হৃদি-সিংহাসনে আপনার॥
বলিবেন দুটো কথা যাও যদি ভুলে।
বাঁধিয়া দিবেন তাই দুয়ের অঞ্চলে॥
এনেছেন দিতে কত দরিদ্রের ধন।
উভয়ে আপনা ভেবে করিয়ে যতন॥
লও যদি দেন তিনি আঁচল খুলিয়া।
হুলুধ্বনি দিই আমি মঙ্গল ভাবিয়া॥
বলিলেন রাজ্যেশ্বর বিনয় বচনে।
রাজলক্ষ্মী সারাৎসারা আপনি ভুবনে॥
আপনার দয়াবলে রাজ্যেশ্বর আমি।
এসেছেন দয়া ক'রে তাই পূর্ণকামী॥
ভারতের সিংহাসন তাই করি আশ।
নতুবা কোথায় আমি থাকি বারমাস॥
জানি আমি দয়াবতী তব সঙ্গিনীরে।
তিনি যে জাগেন নিত্য আমার অন্তরে॥
তাঁহার মলিন বেশ দেখিতে না পারি।
কেন তিনি সদা বল উদাসিনী নারী॥
বাসনা জানিতে মম বল দয়াময়ী।
করিব বিহিত যাহা প্রতিশ্রুত হই॥
আমার কর্ত্তব্য নিত্য প্রজার তোষণ।
করিব সে সব যাহে তিনি তুষ্ট হন॥

তাঁহারি এ রাজসূয় আমি তাঁরি তরে।
এসেছি এ সুদুস্তর সাগরের পারে॥
পুণ্যবতী ভিক্‌টোরিয়া পিতামহী মম।
করিতেন পুণ্যভূমি ভারতের নাম॥
তাঁহার অভাবে মম পিতৃ সন্নিধানে।
শুনেছি ভারত কথা আছে সব মনে॥
বহুদিন যায় আমি তাঁরি পুত্ররূপে।
এসেছিনু এ ভারতে অতিথি স্বরূপে॥
সে আতিথ্য এ জীবনে ভুলিব না দেবি!
রেখেছি হৃদয়ে আঁকি ভারতের ছবি॥
তোমার করুণা আর ভারতের মুখ।
জুড়াইবে আমাদের এই দুই বুক॥
হোক্ শ্বেতদ্বীপ তথা দূর দূরন্তর।
ভারতে আমার চক্ষু রবে নিরন্তর॥
মুহূর্ত্তে তড়িতে লই ভারত-সম্বাদ।
হেরিলে বিষণ্ণ হই ভারত বিষাদ॥
শোকে দুঃখে ক্ষীণ জ্যোতিঃ তাঁহার এখন।
বিষাদে মলিন মুখ কথা নাহি কন॥
বিধাতা প্রসন্ন হলে না রহিবে শোক।
দেখিবে আমার কার্য্য যত পুণ্যশ্লোক॥
দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ভীত কেন তিনি?
রোগ শোকে নিত্য তাঁর আমি অনুগামী॥
শাসন ব্যসনে নিত্য দিতে সুমন্ত্রণা।
করেছি ব্যবস্থা কত আছে তব জানা॥

কচি কচি শিশু তাঁর কুশিক্ষার দোষে।
হইয়ে বিহ্বলমতি মোরে নিত্য দোষে॥
আমি কি করেছি বল দোষের কারণ।
যাহা চাই তাই দেই যখন যেমন॥
কিন্তু তবু তাহাদের বাসনা না পুরে।
অশান্তির স্কন্ধে উঠি শান্তি নষ্ট করে॥
তুমি ভাগ্যবতী তাই আমি ভাগ্যবান।
তোমার সৌভাগ্য চাহি বিধাতার স্থান॥
তোমার স্বদেশ যথা আমারি স্বদেশ।
তোমার তৃপ্তিতে মম তৃপ্তি সবিশেষ॥
এই বলি নীরবিলা সম্রাট্ মহান্।
কহিলা ভারত রাজসূয় বিদ্যমান্॥
"আশীর্ব্বাদ করি নৃপ! দীর্ঘজীবী হও।
আমার হৃদয় মাঝে পরিপূর্ণ রও॥
তোমার মূরতি আমি ধরিয়ে যতনে।
বিশ্ববিজয়িনী হই এ মর ভবনে॥
স্বর্ণাক্ষরে তব নাম লিখি এই দেহে।
জানাই তোমার কীর্ত্তি প্রতি গৃহে গৃহে॥
অমর অক্ষয় নাম হউক্ তোমার।
বাজুক্ দুন্দুভি স্বর্গপুরে অনিবার।"
শুনি ভারতের উক্তি যজ্ঞ-কর্ত্তাগণ।
জয় ভারতের জয় করিলা কীর্ত্তন।
নাচিল অমর বৃন্দ অদৃশ্য বিমানে।
গাহিল গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেব সন্নিধানে॥

রাজসূয় অভিনন্দন, রাজগণের ও অপর সকলের শিবির পরিচয় এবং সর্ব্বসাধারণের আনন্দ।

দাঁড়াইয়ে রাজমন্ত্রী সিংহাসন পাশে।
নিবেদিলা নৃপবরে সুমধুর ভাষে॥
এই তব নবরাজ্য তুমি রাজ্যেশ্বর।
তোমার নিকটে আজ বিশ্ব চরাচর॥
তব নিমন্ত্রণে আজ যত রাজগণ।
হয়েছেন প্রত্যাগত এ দিল্লী-ভবন॥
অনুষ্ঠেয় কার্য্য যত হইয়াছে সব।
বিধিমত সাঙ্গ হলো যতেক উৎসব॥
অভ্যর্থনা কার্য্যাদির নাহি কিছু ক্রুটি।
ক্যাম্পে ক্যাম্পে আয়োজন অতি পরিপাটী॥
হইয়াছে যথাস্থানে যথামত কার্য্য।
কর্ত্তার কর্ত্তব্য হতে সবে কৃতকার্য্য॥
ডিম্বাকারে চারিদিকে পড়েছে শিবির।
শিবিরের মধ্যস্থানে স্থান নৃপতির॥
উত্তরে পঞ্জাব ক্যাম্প্ পশ্চিমে বোম্বাই।
দক্ষিণে মান্দ্রাজ ক্যাম্প্ নেশানে বুঝাই॥
পূর্ব্বেতে আসাম আর রহে বঙ্গদেশ।
উত্তর পশ্চিম স্থানে নাগপুর শেষ॥

ব্রহ্মদেশ রহে বামে সজ্জিত সুন্দর।
দক্ষিণে তাহার সেনাপতির আসর॥
দ্বারদেশে মাননীয় রাজসভ্যগণ।
করেছেন নিজ নিজ শিবির স্থাপন॥
তারপর যেই যেই প্রদেশ বিভাগে।
শিবির পড়েছে কত শত শত ভাগে॥
প্রদেশ বিভাগ ক্রমে প্রদেশের নেতা।
রাজা জমীদার এসে বসেছেন সেথা॥
তাঁহাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী।
উড়ায়ে নিশান ধ্বজ করেছেন বাড়ী॥
প্রশস্ত প্রান্তর পথে যোজন ব্যাপিয়া।
পড়েছে শিবির কত বিভাগে সাজিয়া॥
লক্ষ লক্ষ গজবাজী লক্ষস্থান ছেয়ে।
রহিয়াছে সারি সারি লক্ষ লোক লয়ে॥
কত বিশ্বকর্ম্মা কত ধন্বন্তরী স্থান।
নিজ নিজ অভিমত করেছে নির্ম্মাণ॥
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন যত রাজগণ।
করেছেন নানাস্থানে শিবির স্থাপন॥
নিজ ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ তাঁদের শিবিরে।
দেখিলে ফুরায় নাহি এ জীবন ভ'রে॥
নিশানে নেশানা করি সংখ্যা নাহি আসে।
না ভ্রমিলে তার পার্শ্বে ভ্রম নাহি নাশে॥
সকলেই নিজ নিজ কুল-গর্ব্ব ধ'রে।
এসেছেন রাজ্যেশ্বর দেখাবার তরে॥

অদূরে পড়েছে ঐ নেপালের তাম্বু।
লক্ষ লক্ষ লোক লয়ে এসেছেন জম্বু ॥
আমীর ওম্‌রাও সহ করিয়া সহর।
বসেছেন একপ্রান্তে যেন একেশ্বর ॥
নিজাম্ ডেকান হতে সপ্ত ক্রোরপতি।
এসেছেন কত কোটী লইয়া সংহতি ॥
বরদা বরদ বেশে লয়ে পাত্র মিত্র।
আনন্দ ভবন রূপে বেঁধেছেন ছত্র ॥
মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর মহা বলবান।
ধ্বজ পতাকায় শোভা করেছেন স্থান ॥
সহস্র শিবিরে ঘিরি ইন্দোর ভূপাল।
এসেছেন রাজসূয়ে লয়ে সৈন্য পাল ॥
সিন্ধিয়া ছাঁদিয়া শত যোজন মেদিনী।
এসেছেন দরবারে দেখিতে নৃমণি ॥
জয়পুর যোধপুর বিকানীর আদি।
রাজস্থান রাজপুত যত রাজ পতি ॥
বসেছেন রাজসূয়ে কত স্থান লয়ে।
কে তার সন্ধান লয় প্রতি ক্যাম্পে গিয়ে ॥
পাতিয়ালা ফরিদকোট্ নাভা মহাশয়।
করেছেন সুনির্ম্মাণ সুন্দর আলয় ॥
প্রবেশিলে একবার তাঁদের শিবিরে।
ভ্রম হয় কোন্ পথে আসিব বাহিরে ॥
কপূর্থালার ক্যাম্প্ যেন থাল-চক্র।
ব্যাপিয়া যোজন পথ আছে যেন বক্র ॥

জুনাগড়, নর্সিংগড়, রেওয়া ঝান্না পান্না।
পুরেছেন রঙ্গে নিজ নিজ ঘরকন্না॥
ভুটান্, সিকিম্ ব্যাঘ্র হরিণের ছালে।
দিয়েছেন তাঁবু মুড়ে যতদূর চলে॥
রামপুর ভাওয়ালপুর বলরামপুর।
করেছেন সুনির্ম্মাণ যেন ইন্দ্রপুর॥
ভিজিয়ানা, টঙ্ক আর কুচবিহার পতি।
ঘিরেছেন তাঁবু যথা হিমাদ্রি মূরতি॥
কোচিন, শ্রীমুর আর সাম্থারের রাজা।
তুলেছেন নিজ নিজ ক্যাম্পে জয়ধ্বজা॥
বুন্দি, কোটা, বেনারস, কেরুলি, সাপুর।
এনেছেন সজ্জা কত শিবিরে প্রচুর॥
কাম্বেজাঞ্জিবার আর কোলাপুর পতি।
বসেছেন ক্যাম্পে যথা আরঞ্জিব-নাতি॥
এইরূপ নানাক্যাম্প নানাদিক বেষ্টি।
রহিয়াছে একমাত্র দণ্ডধরে তুষ্টি॥
যার যেই কার্য্য সেই করিছে মহান্।
আনন্দে উৎভাসে বিশ্ব দেখি সেই স্থান॥
টেলিগ্রাম, টেলিফোন্ হইয়াছে নীত।
ক্যাম্পে ক্যাম্পে কথাবার্ত্তা চলিছে নিয়ত॥
প্রতি গৃহে সৌদামিনী নিজরূপ লয়ে।
নাশিছেন অন্ধকার যামিনী জাগিয়ে॥
দিবসে প্রকাশি ফ্যানে আপনার বল।
করিছেন সকলের দেহ সুশীতল॥

চলিছে মোটর, রেল চৌদিকে বেড়িয়া।
যার যথা ইচ্ছা তাহে যেতেছে বসিয়া॥
বসেছে দোকান কত পথে সারি সারি।
খাদ্যাগারে খাদ্য করে ডাকিছে সুন্দরী॥
ফুলে ফলে প্রতিগৃহ সেজেছে সুন্দর।
দেখিতে দরবার গৃহ ব্যস্ত সব নর॥
নানাজাতি লোক পরে নানা পরিচ্ছদ।
ছুটিছে চৌদিক বেড়ি যেন কি আমোদ॥
করিতে মানবগণ বিমান বিহার।
কোথাও হয়েছে এরোপানের বিস্তার॥
ক্যাম্পে ক্যাম্পে সাজ সজ্জা যার যে মতন।
হইয়াছে সুসজ্জিত ভুবন মোহন॥
যখন সজ্জিত হয়ে যান নৃপকুল।
দেব কি দানব ব'লে হয় মনে ভুল॥
নির্দ্দিষ্ট হয়েছে স্থান পলো খেলিবার।
নির্দ্দিষ্ট হয়েছে দিন বাজি পুড়িবার॥
নির্দ্দিষ্ট হয়েছে রাজ-মঙ্গলের তরে।
প্রার্থনার দিন চর্চ্চ, মস্‌জিদে, মন্দিরে॥
রাজদরবার কাল আছে নিরূপিত।
আসিয়াছে সিংহাসন তাহে সুসজ্জিত॥
তরবার্ উন্মুক্ত করি সিপাহীর দল।
নিস্পন্দ দাঁড়ায়ে আছে কত মহাবল॥
সাজিয়াছে সৈন্যব্যূহ কামান লইয়া।
দেখাতে কৃত্রিমযুদ্ধ আছে দাঁড়াইয়া॥

এসেছেন মহা মহা নিমন্ত্রিত গণ।
লয়েছেন নিজ নিজ সম্মান-আসন ॥
বসেছে দর্শক শ্রেণী যেন কি ভাবিয়া।
কি শোভা দেখিবে আজ নিস্পন্দ হইয়া ॥
রাম কিম্বা যুধিষ্ঠিরে দেখিবে এখানে।
দ্বাপরে সে ইন্দ্রপ্রস্থ শুনেছি শ্রবণে ॥
সেই কি আবার এলো স্বপনের মত।
স্থান তো সেই গো এই ভুবন বিদিত ॥
সেই তো বংশের চূড়া বংশধরগণ।
এসেছেন এইখানে সেইমত মন ॥
সেইমত লয়ে সব ঐশ্বর্য্য অতুল।
সেইমত কেশ বেশ দেশ-অনুকূল ॥
সেই মত প্রসেসন্ হাতী সারি সারি।
রত্ন অলঙ্কার সজ্জা লয়ে নর নারী ॥
দেখাবেন নিজ নিজ পুরাতন ধন।
এই স্থানে একবার মনের মতন ॥
হইবে গার্ডেনপার্টি আধুনিক মত।
হইবেক খেলা ধূলা আছে ভাল যত ॥
দুদিনের জন্য এই আনন্দ বাজার।
বসেছে রাজার সহ বাজার প্রজার ॥
নৃত্য গীতে মাতোয়ারা রাত্রিজাগরণে।
ভুলিবে সকল দুঃখ রাজসম্মিলনে ॥
খেলাত খেতাব আর জাইগিরের আশে।
সমস্ত ভারতব্যাপী নিদ্রা নাহি আসে ॥

সংবাদ-পুরাশ স্তম্ভে কত কত লেখা।
কত ছবি পরকাশে নাহি লেখা জোখা॥
লইয়া মানবদল উন্মাদের মত।
পড়িছে লিখিছে কত যার যেই মত॥
অজস্র অর্থের স্রোত বহিছে দুধারে।
যেজনের ভাগ্য আছে সেই লয় ধরে॥
উদর পুরিয়ে অন্ন পায় দুস্থ জন।
শীতার্থ কৃতার্থ পেয়ে শীতের বসন॥
কারাগারে কয়েদির চরিত্র বুঝিয়া।
মুক্তি দেন মুক্তিকর্ত্তা হাসিয়া হাসিয়া॥
আন্দামান্ হ'তে আসে যত বন্দীমান।
রাজার দয়ায় উঠে জাগিয়া শ্মশান॥
কাটা ছেঁড়া জোড়া লাগে কত কত স্থানে।
উঠিয়া প্রণমে তারা রাজার চরণে॥
দরিদ্রের আনন্দের নাহি আর সীমা।
শিক্ষিতেরা করে উচ্চ পদের গরিমা॥
কৃপণ আনন্দে ভাসে মাঠ দেখি আসি।
বলে এইবার গৃহে পাব শস্যরাশি॥
স্বর্গ হ'তে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেখি হেন রাজসূয় ভারত ভিতরে॥
আনন্দের ঢেউ লাগে কলেজ স্কুলে।
এইবার পাশ হবে কেতাব না খুলে॥
তীর্থ তীর্থ ঘুরিবারে যাত্রি দলে দলে।
ভাবে মনে পাশ পাব রাজতীর্থ স্থলে॥

কালীঘাটে যোড়াপাঁটা কাটে পুরোহিত।
হবেন এইখানে ভাবি রাজা উপনীত॥
দিল্লীর হইলে রাজসূয় অবসান।
ভাবে মনে যাবে কেহ রাজ-সন্নিধান॥
বলিবেক সবে সুখ দুঃখের কাহিনী।
হয়ে হেন রাজ-প্রজা ভাগ্যধর জানি॥
এইরূপ দেশময় দরবার ঘোষণা।
দেখিনু বুঝিনু আমি অপূর্ব্ব কল্পনা॥
শুনিয়া আনন্দ অতি ভারত সম্রাট।
লাট-মুখে এ ভারতী এ হেন বিরাট॥
বলিলেন ধীরে ধীরে,—"ভাগ্যবান আমি।
আমার ভাগ্যেতে এবে ভাগ্যধর তুমি॥
ভারত আমার অতি প্রিয়তম স্থান।
ভারতের প্রাণে বাঁধা আমার এ প্রাণ॥
একবার দেখে গিয়া ভুলিনাই আমি।
আবার এসেছি পুনঃ হ'য়ে তার স্বামী॥
নাহি জানি কতবার আসিব আবার।
এই শান্তমুর্ত্তিদেশ ভুলিব কি আর?
শান্তির সন্তান আমি শান্তিপুরে থাকি।
ভারতের শান্তি সুখ আমি সদা দেখি॥
কাঁদিলে ভারত কাঁদে আমার হৃদয়।
সত্য সত্য হে হার্ডিন্! মিথ্যা কিছু নয়॥
সেই ভাবি এনু হেথা তব উপদেশে।
সিংহাসনে উঠিলাম দিল্লীর উল্লাসে॥

আমায় পাইয়া হরষিত সর্ব্বজন।
হয় নাই কভু যাহা হইল এখন॥
ভারতের ইতিহাসে এই নবব্রত।
হইবেক স্বর্ণাক্ষরে সুস্পষ্ট লিখিত॥

অভিষেকান্তে ভোজন ও সম্রাটের সুস্বপ্ন দর্শন।

অস্তে গেলা বিভাবসু লোহিতবরণ।
চতুর্থ দিনের কার্য্য হলো সমাপন॥
সকলেই নিজ নিজ শিবিরে আসিয়া।
ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে পশি আছেন শুইয়া॥
বিসর্জ্জন-বাদ্য আজ বাজিছে দিল্লীতে—
ধিনিক্ ধিনিক্ ধাও বলিতে বলিতে॥
সৈন্যগণ সাজসজ্জা করি পরিহার।
বসিছে শুইছে কেহ আনন্দে অপার॥
রাজগণ পরস্পর সাক্ষাতের তরে।
পরস্পর শিবিরেতে যান প্রেম ভরে॥
কেহ দেন কোলাকুলি কেহ মর্দ্দে কর।
কেহ বা প্রণাম করে কেহ দেয় গড়॥
ভোজন করায় পরস্পর পরস্পরে।
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এ দেয় উহারে॥
পোলাও মিষ্টান্ন কত রাজভোগ সার।
রাজগণ তৃপ্ত হ'য়ে করেন আহার॥

হোটেলে হোটেলে যত সাহেবের দল।
আহার বিহারে মত্ত-আনন্দে বিহ্বল॥
নৃত্যগীতে পরিপূর্ণ যতেক শিবির।
প্রমত্ত-মদিরা পানে আনন্দে অধীর॥
"জয় জর্জ্জ দিল্লীশ্বর" বলি ব্যাণ্ড বাজে।
তা শুনে প্রাঙ্গনে আসি কত মুর্ত্তি নাচে॥
রাজার শিবিরে আজ কত নিমন্ত্রিত।
হয়েছেন ভোজ হেতু সবে একত্রিত॥
নৃপতির স্বাস্থ্য পান করিবে সকলে।
করিবে বক্তৃতা সবে সেই ভোজস্থলে॥
"জয় জর্জ্জ দিল্লীশ্বর" গাবে হার্ম্মোনিয়া।
নাচিবে সাহেব বিবি ঘুরিয়া ঘুরিয়া॥
সে বৈঠক দেখিবারে দেবগণ যত।
স্বর্গ হ'তে হইবেন মর্ত্ত্যে সমাগত॥
আসিবেন নারদাদি ঋষিগণ দক্ষ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি আর যক্ষ রক্ষ॥
অপ্সর অপ্সরী আসি নাচিবে তথায়।
কেহ না দেখিবে আর বুঝিবে কথায়॥
আসিবেন ভিক্টোরিয়া অতি পুণ্যবতী।
লয়ে এডোয়ার্ডে শ্রেষ্ঠ শান্তির মূরতি॥
দেখিবেন রাজ্যেশ্বর একাকী কেবল।
নিদ্রাবেশে স্বপ্নযোগে লয়ে দেব বল॥
দেখিবেন লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডে পরিপূর্ণ।
মাঙ্গল্য মধুর আদি কত বিধ চূর্ণ॥

দেখিবেন কত লোক করিছে আহার।
দাও খাও এই কথা বলি বার বার॥
দেখিবেন দরিদ্রের নাহি দুঃখ আর।
ভারত অমর ভূমি হয়েছে এবার॥
রমণী পুরুষ সব সুখেতে মগন।
চৌদিকে কুসুমশয্যা ভুবন মোহন॥
চন্দ্র সূর্য্য আলো করে সিংহাসন পাশে।
রহে দেবগণ তথা জ্যোতির্ম্ময় বেশে॥
ধরায় নক্ষত্রকুল এসেছে নামিয়া।
যেন ঝলমল বক্ষ এ সবে চাহিয়া॥
সুসৌরভে সকলের প্রাণ মাতোয়ারা।
নাচে গায় কত গীত কত বিম্বাধরা॥
ভ্রমরের গুঞ্জরণ বীণার ঝঙ্কার।
মুর্ত্তিমান ঋতুরাজ বসন্ত আবার॥
সঙ্গে লয়ে এসেছেন পিক কণ্ঠধরি।
এক এক তানে বাণ দিতেছেন ছাড়ি॥
তাঁহার বাণেতে কত পড়েছে বিহঙ্গ।
উড়িতে না পারে আছে পক্ষ যেন ভঙ্গ॥
দেখিবেন কত শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা গণে।
কেহ না বলিবে কথা যাবে দেখে শুনে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ ভেবে সবে আসিবে হেথায়।
না পেয়ে কেশবে দেখা যাইবে ত্বরায়॥
কলি ভাবি কল্পনায় রবে অন্তরালে।
কেবল রাজার সঙ্গে স্বপ্নে যাবে ব'লে॥

নিদ্রা ভঙ্গে রাজা উঠি দেখিবেন সব।
দেব গন্ধবহে কিন্তু শিবির নিরব॥
মাঙ্গল্য রয়েছে কত আশীর্ব্বাদ পড়ি।
কে দিল কোথায় গেল লোক নাহি হেরি॥
বিস্ময় হইবে তাঁর মনে অতঃপর।
বলিবেন পারিষদ বর্গে রাজ্যেশ্বর॥
"শুন পারিষদবর্গ! এ বড় আশ্চর্য্য।"
কহিলেন রাজ্যেশ্বর বিমল মাধুর্য্য॥
"স্বপনে দেখেছি আমি যত দেবগণে।
কত যে স্বর্গীয় বস্তু এসেছে এখানে॥
কতফুল, ফুলহারে সজ্জিত শরীর।
কত সুধা লয়ে তায় ভ্রমর অধীর॥
কত পিক ডালে ডালে গাইয়া বেড়ায়।
কতনৃত্যে কত নারী আপনা হারায়॥
শীতল বাতাস সহ কত বাস ছুটে।
সে বাসে সুহাসি মাখা কত হিয়া লুটে॥
দেখিলাম কত নৃত্য শুভ্র কলেবর।
বীণা বাজাইয়া নাচে সহ বিদ্যাধর॥
দেখিলাম সরোবরে কমলিনী মেলা।
দলে দলে মুক্তবক্ষে করিতেছে খেলা॥
বসন ভুষণ নাই আনন্দে অবশ।
যেন কি মদিরা পানে হয়েছে সরস॥
সঙ্গীতের ঢেউ উঠে আকাশ সমান।
সে তরঙ্গে রঙ্গে ভাসি খসিছে বিমান॥

দেখিলাম পিতৃসহ মম পিতামহী।
রয়েছেন সেইস্থানে মোর পানে চাহি॥
পরিধানে তাঁহাদের বিচিত্র বসন।
শুভ্র পুষ্পমাল্য গলে অতি সুশোভন॥
নাহি সে মলিন গণ্ড, বিদ্যুৎ প্রভায়।
ঝলসিছে চারিদিক হাসির ধারায়॥
আমাকে দেখিয়ে তাঁরা বড় আনন্দিত।
হইলেন দুইজনে বিস্ময়ে মণ্ডিত॥"
কহিলেন "প্রাণাধিক তনয় রতন।
আসিয়াছি দেখিবারে তব সিংহাসন॥
ভারতের মণি তুমি রাজ রাজেশ্বর।
তব রাজসূয় আজ ভারত ভিতর॥
পৃথিবী ব্যাকুল বৎস! তোমায় দেখিতে।
আমরাও আসিয়াছি নেমে স্বর্গ হতে॥
বিমান হইতে আরও কত দেবগণ।
এসেছেন দেখ ঐ বিচিত্র বরণ॥
দেবগীতে দিল্লী আজ হয়েছে মোহিত।
ঐ দেখ দেবাঙ্গনা নৃত্য করে কত॥
তোমা বিনা শক্তিধর নাহিক এখানে।
কেহ না দেখিতে পায় এ দৃশ্য নয়নে॥
পুণ্যবলে দিব্যচক্ষু পাইয়াছ তুমি।
তাই পরশিলে আসি এই পুণ্যভূমি॥
ভারত পুণ্যের দেশ পুণ্যময় স্থান।
স্থানে স্থানে পুণ্যতীর্থ রয়েছে প্রধান॥

যক্ষ রক্ষ দেবগণ বিহরে তথায়।
দৈববল বিনা কেহ দেখিতে না পায়॥
এদেশের রাজা যাঁরা হন ভাগ্যবলে।
দেবগণ সমকক্ষ তাঁরা এ ভূতলে॥
শাসন পালন সব দেবতার মত।
তাঁহাদের রাজ্যে হয় দেব প্রজা যত॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছল চাতুরী এদেশে।
নাহি সয় মানবের কভু হীন বেশে॥
সত্যধর্ম্ম ন্যায় সদা বিদ্যুতের মত।
ছোটে প্রাণে প্রাণে সব প্রাণীর সহিত॥
স্বেচ্ছাচার অবিচার এ দেশে না সয়।
এদেশের মাটি সদা উর্ব্বরতা ময়॥
সুশীতল বায়ু হেথা না হয় কর্কশ।
পরশিলে অত্যাচার হয় পরবশ॥
অনাচার অবিবেকে বিষ উঠে খেয়ে।
এদেশের জলে নিত্য দেখিও ভাবিয়ে॥
বিধির নির্ম্মিত এই দেশ মহাসার।
অন্নপূর্ণা কাশীধামে আছেন ইহার॥
গয়াতে আছেন মোক্ষ প্রেতাত্মার তরে।
ভক্তি শ্রদ্ধা দিলে তথা পিতৃকুলতরে॥
বৃন্দাবনে নবদ্বীপে প্রেমের গোঁসাই।
রহেন এদেশে প্রেমরূপে সর্ব্ব ঠাঁই॥
আজ তুমি সেই স্থানে নিলে সিংহাসন।
কুরুক্ষেত্র নাম এর পুণ্যের ভবন॥

দুষ্টের দমন হেথা শিষ্টের পালন।
একদিন হ'য়েছিল অতীব ভীষণ॥
মহাযুদ্ধ এইখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম লয়ে।
কত মহাবীর ছিল এইখানে শুয়ে॥
ভাবিলে সে অধর্ম্মের পরাজয় হেথা।
আজিও রোমাঞ্চ হয় এ দেহ সর্ব্বথা॥
বৎস তুমি! আজ হেথা অতি সন্তর্পণে।
উঠিয়াছ আমাদের পিতৃ-সিংহাসনে॥
গর্ব্ব যেন একবিন্দু না থাকে তোমার।
কত গর্ব্ব এই স্থানে গেছে ছারখার॥
ঐ দেখ ভস্মস্তুপ এধারে ও ওধারে।
ঐ দেখ প্রেতলোক কত আছে প'ড়ে॥
অতি গর্ব্বে পড়ে আছে এখনো তাহারা।
যায় নাই স্বর্গধামে নিজদোষে তারা॥
বৎস তুমি সযতনে লও এর মাটি।
রেখো ও স্নেহের ডোরে বেঁধে পরিপাটী।
ভুলনা দেশেতে গিয়া এদেশের কথা।
চাহিও শুনিলে কভু ভারতের ব্যথা॥
বলে যাও পুণ্যবতী জাহ্নবীরে ছুঁয়ে।
কভু না থাকিব মাতঃ! তোমাকে ভুলিয়ে॥
তোমার পবিত্র বারি করি আমি পান।
পাইয়েছি নবরাজ্যে এই নব প্রাণ॥
ধরিত্রী যাবৎ মোরে রাখিবেন ধ'রে।
ভুলিব না তোমায় মা যাই পণ ক'রে॥

কহ কুরুক্ষেত্রে হেথা অনাদি-আকাশে।
ভুঞ্জিতে এ রাজলক্ষ্মী অনুপম বেশে॥
ভাগ্যে যদি পাইয়াছ ভারতের ক্ষেত্র।
কর প্রাণাধিক! এরে আরও পবিত্র॥
ত্রিভুবনে তব নাম হউক প্রচার।
আশীর্ব্বাদ করি মোরা যাও নিজাগার॥
এই বলি পিতৃগণ দেবগণ সঙ্গে।
চলে গেলা নিজ স্থানে স্বপ্নের প্রসঙ্গে॥
জাগরণে দেখি সব সম্মুখে আমার।
শুভচিহ্ন শুভভাব অবারিত দ্বার॥
বলিয়া দেহার্দ্ধে মম হইলাম সুখী।
বলিলেন রাণী "শুভ সকলি তো দেখি॥
আমিও দেখেছি নাথ! শুভ স্বপ্ন কত।
নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হলো তব পুণ্যব্রত॥
ভারতের ইতিহাসে ভারত ভুমিতে।
আমরাই এনু সর্ব্ব প্রথম এ ব্রতে॥
ঈশ্বর মোদের ইচ্ছা করুণ সফল।
সুখী হোক্ প্রজাপুঞ্জ আমাদের বল॥
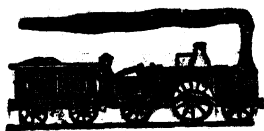
ষষ্ঠ সর্গ।

দিল্লী হইতে সম্রাটের প্রস্থানোদ্যোগ, দিল্লীর বিলাপ, সম্রাট কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জকে অভয়দান, দেবর্ষি নারদের বীণা স্কন্ধে রাজ সন্নিধানে আবির্ভাব, নারদ কর্ত্তৃক নানাবিধ জ্ঞান উপদেশ।

কাঁদে দিল্লী অশ্রু ফেলি আকুল পরাণে।
অন্ধকার হবে বলি আবার জীবনে॥
দুদিনের তরে এসে কেনহে রাজন্।
ভুলাইয়ে গেলে মোরে করিয়ে এমন॥
ছিলাম নিদ্রায় ভাল অরণ্যে শুইয়া।
কেন তুমি অন্ধকারে গেলা জাগাইয়া॥
ছিল ভাল অমানিশি বিজন কানন।
ছিল ভাল শৃগালাদি করিত স্পর্শন॥
মৃতদেহ ভেবে মোরে ব্যাঘ্র ঘ্রাণ নিত।
ছিল ভাল থেকে থেকে পেচক ডাকিত॥
ছিল ভাল জোনাকীর আলো মোর ভালে।
কেন ও চপলা জ্বেলে আমায় নাচালে?
বৃক্ষপত্রে দেহ মোর ছিল সুশোভন।
বনফুলে বনধূপে হর্ষ ছিল মন॥

শিশিরে ভাসিত অঙ্গ ধূলি ধূসরিত।
কাকের কর্কশ রবে ছিনু হরষিত॥
শিবিরে আমায় কেন ভাবি মৃত প্রাণ।
আনিয়ে শুইয়ে দিয়ে করিলে প্রস্থান?
ছিল ঝিল্লিরব ভাল দুঃখিনী দিল্লীর।
কেন বাদ্য ভাণ্ডে কৈলে শ্রবণ বধির?
ছিল তরুগণ ভাল নীরবে দাঁড়ায়ে।
কেন ভীম সৈন্যশ্রেণী আনিলে তাড়ায়ে?
কম্পিত করিল মোরে দেখায়ে সে বেশ।
দ্বাপরের কথা মনে ক'রে দিল শেষ!
আবার উড়িল দেখি আমার পরাণ।
তাহাদের করে দেখি বিজয় নিশান!
বল বল দিল্লীশ্বর! থাকিতে তোমার।
হেন কলিকাতা পুরী ভোগের আধার॥
কেন এ দুর্ভাগ্য স্থানে আসিলে রাজন!
এ শ্মশানে চিতাভূমে কেন হলো মন?
অস্থিভস্ম ঠেলে কেন বাঁধিলে শিবির?
ধূলি ঝেড়ে কি কারণে তুলিলে প্রাচীর?
ভূত প্রেতে তাড়াইয়ে রামরূপ লয়ে।
কেন এ কলিতে তবে এলে এ হৃদয়ে?
পাতিলে কামান কেন শ্মশানে আবার?
কে শুনিবে ফেরুপাল বিনে শব্দ তার?
নির্ভয়ে ব্যাধেরা নিত্য আমার এখানে।
ফিরিত ঘুরিত নিত্য শ্বাপদ সন্ধানে॥

বাজাইত বেণু কভু শুনিতাম আমি।
পাখিরা আসিত তার কাছে তাহা শুনি॥
তুমি কেন মনভুলে পরি রাজ বেশ।
আসিলে সেখানে একা ছাড়ি নিজ দেশ?
তাড়ায়ে ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্র, বাহুবলে আজ।
আমায় সাজালে আহা এ মোহন সাজ!
কাটিলে কুঠার দিয়া তৃণ গুল্ম লতা।
যাহাদের সঙ্গে আমি বলিতাম কথা॥
নাচিত ময়ূর কত আমার মাথায়।
দিব্য পরিচ্ছদ পরি বিধি-দত্ত কায়॥
তুমি সে সবার শোভা উড়াইয়া দিয়ে।
আনিলে রাজন্যগণে বাছিয়ে বাছিয়ে॥
তাঁহারা তোমার প্রীতি বর্দ্ধনের তরে।
নাচিছে গাইছে কত উৎসব-সময়ে॥
গিয়াছে কুরঙ্গ যুথ তাঁদের দর্শনে।
আসিলে একাকী তুমি দেখিতে এখানে॥
কি কব তাদের সম পাই আমি ভয়।
আমি অভাগিনী আজ বিলাও অভয়॥
জাগিলে, জাগালে ভাল ভুলনা আমারে।
যাবেতো ছাড়িয়ে মোরে দুদিনের পরে॥
কি কব তোমার কথা মনে রবে ভাল।
বনে থাকি বনবাস মোর চিরকাল॥
কলিকাতা ভাগ্যবতী সুন্দরী তোমার।
প্রিয়তমা প্রিয়স্থান বিদিতা সংসার॥

বৃদ্ধা আমি শ্রদ্ধা ভিন্ন নাহি জানি কিছু।
ভুলাতে নারিনু বটে না ডাকিব পিছু ॥”
এই বলি দিল্লী দিল্লীশ্বরে বিধিমত।
এলেন বিদায় দিতে সে দিনের মত ॥
তাঁহার বিদায়ে হলো সকলে বিদায়।
অশ্ব, গজ, রথ আদি যার যথা যায় ॥
ষ্টেশনে উঠিল মহা লোক-কোলাহল।
গর্জ্জিল বৃটিশ মান্য-তোপ মহাবল ॥
স্পেসাল্ ট্রেণেতে করি চলিলা সকলে।
পাইলা স্পেসাল্ কত রাজকৃপা বলে।
কেহ জি, সি, এস, আই, ইণ্ডিয়ার ষ্টার।
কেহবা কে, সি, আই, ই, মহারাজা সার ॥
কেহবা নূতন আরো পাইলেন কত।
যার যেই ভাগ্যে যাহা ছিল মনোমত ॥
ষ্টেসনেতে স্তূপাকার পর্ব্বত সমান।
আসিল সামগ্রীচয় যার যে প্রধান ॥
সারি সারি পদব্রজে যায় সৈন্য শ্রেণী।
কলি-বীর-পদভরে কাঁপিল মেদিনী ॥
অশ্বে টানে মহারথ কামানের গাড়ী।
বাষ্পীয় রথেতে সব রাজা যান চড়ি ॥
উঠিল শিবির যত প্রবাসীর বাস।
উড়িল শকুন কাক পেয়ে মহাত্রাস ॥
চলিল সাগর পারে রাজ সিংহাসন।
দিল্লী ক্রোড়ে লয়ে কাঁদে ভারত জীবন ॥

অশ্রুজলে ধীরে ধীরে ভাসান দিল্লীরে।
বলেন "থাক মা তুমি সেই বনে ফিরে॥
আমি যাই কলিকাতা রাজা যান যথা।
রাজার সহিত মম আছে বহু কথা॥"
এই বলি রাজ্যেশ্বর সহিত ভারত।
নারদে লইয়ে যেতে করিলেন মত॥
আসিলেন বীণাধর নারদ সেখানে।
বীণা বাজাইয়া ধীরে রাজ সন্নিধানে॥
বৃদ্ধ নারদের রূপ হেরি রাজ্যেশ্বর।
কহিলেন ভাইসুরয়ে "একি হেরি নর॥
দিব্য দেহ দিব্য কান্তি রাজার সমান।
পক্বকেশ হেন বেশ শ্মশ্রু লম্বমান॥
গৃহী নহে ভাবে উদাসীন বোধ হয়।
অকস্মাৎ মম পার্শ্বে যেন চন্দ্রোদয়॥
দেখেছি সে বৃদ্ধ সাধ্য নারোজির রূপ।
ভারতের নরমণি মঙ্গল স্বরূপ॥
এ যে রূপ মহাঋষি দেখেছি চিত্রেতে।
আসিলা আমায় বুঝি কি যেন বলিতে॥"
শুনি রাজ্যেশ্বর কথা হার্ডিন মহান্।
বলিলেন "সত্য বটে তব ও সন্ধান॥"
অমনি দাঁড়ায়ে দোঁহে করি নমস্কার।
বসিতে আসন দিলা অতি চমৎকার॥
স্বাগত কুশল সব জিজ্ঞাসিলা দোঁহে।
পরিচয় দিয়া মুনি নিজভাব কহে॥

"আমি মুনি পককেশ ভারত সন্তান।
দেবর্ষি আমার নাম স্বর্গে মম স্থান॥
ধরাতে অমর আমি দিব্য কলেবর।
সাধনাই কার্য্য মম জানে সব নর॥
আমার দর্শন হয় তপস্যার বলে।
যথা হরিনাম আমি থাকি সেইস্থলে॥
ভারত এ পুণ্য স্থান হরি নাম মাখা।
যথা তথা ঘুরি আমি দেই কারে দেখা॥
তুমি ভারতের আজ মহা দণ্ডধর।
মহাপুণ্য না থাকিলে কভু কি তা পার?
সেই পুণ্যবলে আমি তব নেত্র পথে।
হইলাম উপস্থিত নাম শুনাইতে॥
যেধর্ম্ম সেধর্ম্ম ভজ একই ঈশ্বর।
একই ব্রহ্মাণ্ডপতি রন চরাচর॥
কেহ কৃষ্ণ বলে মুখে কেহ খৃষ্ট কয়।
কেহবা রসুল, বুদ্ধ, ব্রহ্ম নাম লয়॥
দেশ ভেদে আছে যত সম্প্রদায় ভেদ।
সম্প্রদায় ভেদে সদা হয় জাতিভেদ॥
জাতিভেদে নামভেদ আছে সর্ব্বঠাঁই।
নাম ভেদ এক ভিন্ন দুয়ে কভু নাই॥
আচারে পৃথক হও বিচারে সমান।
এক ব্রহ্ম বিশ্ব-খোলে জগতের প্রাণ॥
আকার প্রকারে হয় কার্য্য অনুমান।
কার্য্যে হয় ব্যক্তিগত জীবের প্রমাণ॥

সেই জীব যায় স্বর্গ নরকের দ্বারে।
সেই জীব হয় দেব নর এ সংসারে ॥
কর্ম্মবশে জন্মমৃত্যু মুক্তির বিধান।
কেহ রাজা কেহ প্রজা কেহ মুক্ত প্রাণ ॥
হে রাজন! কহিলাম জীবের কাহিনী।
দেশ ভেদে কর্ম্মভেদ জন্ম অনুমানি ॥
কেহ রাজপদ চায় কেহ তুচ্ছ করে।
কেহ মুক্ত ক্রিয়াশক্ত ধরণী ভিতরে ॥
আমি করি হরিনাম ঘুরিয়া বেড়াই।
যথা তথা বিশ্বে কিছু অবিদিত নাই ॥
মুক্তপ্রাণ নহে দেহ কালের অধীন।
কাল মম পিছু পিছু ঘোরে চিরদিন ॥
ধরিতে না পারে মোরে আমি যাই আগে।
আমার এ নাম গীত সদা প্রাণে জাগে ॥
শুনাই যেখানে আমি এই মহা নাম।
এনামে সফল সব হয় মনস্কাম ॥
ব্রহ্মার নন্দন আমি জানে সর্ব্বলোক।
অবিদিত নহে কিছু দ্যুলোক ভুলোক ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরের আমি সর্ব্ব জ্ঞাত।
যথায় উৎসব যজ্ঞ আমি তথা স্থিত ॥
দেখিয়াছি বহু রাজা রাজদরবারে।
আমার অগম্য নাই ত্রিলোক সংসারে ॥
প্রভাস পুষ্কর আদি বহু যজ্ঞে আমি।
ছিনু এ ভারত মাঝে দেব সহগামী ॥

যক্ষ রক্ষ দক্ষ আদি যত দেবগণ।
করিতেন অগ্রে সবে মোরে নিমন্ত্রণ ॥
নহুষ, যযাতি, নেমি, গয়, যত্নবীর।
দিলীপ, সগর, ভগীরথ মহাবীর ॥
মান্ধাতা, দুষ্মন্ত, মুচুকুন্দ, মহীপাল।
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ আছে যতকাল ॥
দেখেছি তাঁদের কীর্ত্তি যত যজ্ঞ দান।
নাহিক কলিতে তার কিঞ্চিৎ প্রমাণ ॥
পিতৃযজ্ঞ দৈবযজ্ঞ নাহিক কলিতে।
কেবল মনুষ্য ব্যস্ত ভোগ বিলাসেতে ॥
নাহি যোগ যাগ কিছু তপের প্রতিষ্ঠা।
দান ধ্যান নিয়মের নাহিক সে নিষ্ঠা ॥
সত্য, ধর্ম্ম, জ্ঞান আদি সব অন্তর্হিত।
ন্যায়, নিষ্ঠা, ক্ষমা শান্তি রহে কদাচিত ॥
রোগ শোকে পাপ তাপে দহে সর্ব্বস্থল।
যথায় রহেন লক্ষ্মী তথায় মঙ্গল ॥
বিনয়, বিবেক, বিদ্যা দয়ামায়া হীন।
রাগ-দ্বেষ-হিংসা-স্রোতে পৃথিবী মলিন ॥
ভাবিয়া ভবের ভাব বিপরীত সব।
ইচ্ছা ছিল না আসিব রহিব নীরব ॥
কিন্তু তব পুণ্যশ্লোকা পিতামহী স্থানে।
শুনিয়া তোমার যশ বিশেষ কারণে ॥
আসিলাম এ ভারতে বহুকাল পরে।
দেখিতে ও রাজসূয় প্রফুল্ল অন্তরে ॥

অদৃশ্যে তোমার সঙ্গে ছিনু যোগবলে।
তোমার মঙ্গল ভাবি যাই নাই চ'লে ॥
যান নাই দেবগণ তোমায় ছাড়িয়া।
দেখেছেন রাজসূয় বিমানে বসিয়া ॥
যেদিন বৈকুণ্ঠ হতে হরির আদেশে।
এসেছিনু মহীপাল তোমার স্বদেশে ॥
পথিমধ্যে ভারতীর সঙ্গে হ'ল দেখা।
ভারতী আমায় লয়ে গিয়াছিল একা ॥
তোমার প্রাসাদ মাঝে মন্দির সম্মুখে।
কত কথা হয়ে ছিল দুইজনে থেকে ॥
অনেকেই ভেবেছিল আমি সেই বৃদ্ধ।
নারোজি এসেছি পুনঃ ভারত আরাধ্য ॥
কিন্তু সত্য পরিচয় নাপাইয়া মম।
অনেকেরি মনোমধ্যে হয়েছিল ভ্রম ॥
ক্রু, মর্‌লি মমবাক্য অবধান করি।
তোমাকে পাঠান এই ভারতে আদরি ॥
পার্লিমেণ্ট একবাক্যে হয়েন সম্মত।
সেই হেতু হয় হেথা রাজসূয় ব্রত ॥
ভারত দুঃখিনী ভাবি তব আগমন।
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীরে ভাবি লয়েন শরণ ॥
চঞ্চলা ভারত দুঃখে হইয়ে চঞ্চলা।
ছাড়িয়ে হরির অঙ্ক আসিলা একলা ॥
আসিয়ে ভারতে করি মনের সান্ত্বনা।
অনুষ্ঠিতে রাজসূয় করেন কল্পনা ॥

তাঁহার পশ্চাতে আমি পাইয়া আদেশ
যাই ত্বরা করি সেই ইংলণ্ড প্রদেশ ॥
লুকাইয়া বীণা এই ধরি রাজবেশ।
পরি সুখে হ্যাট কোট বাঁধি পক্ককেশ ॥
আমার এ বেশ হেরি হাসেন ভারতী।
বলেন একিহে বেশ ওহে ঋষিপতি ॥
এখানে এ বিপর্য্যয় কেন তব মনে।
পরিলে এ নব্য বেশ পরম যতনে ॥
ভারতী হাসেন যত আমি হাসি তত।
দেশান্তরে বেশান্তর বলি তাঁরে কত ॥
তুমি যদি নারী হয়ে পারহ পরিতে।
তবে কেন ভাবান্তর ভাব গো আমাতে ॥
তুমি যদি স্বর্গ ভুলে রয়েছ এখানে।
কণ্ঠে কণ্ঠে বারমাস মিশি এক প্রাণে ॥
আমিও কি একদিন নাপারি আসিতে।
অদৃশ্যে মধুর স্বরে বীণা বাজাইতে ॥
ভারত দেবের দেশ দেবভূমি জানি।
আজ তার এইস্থান মুকুটের খনি ॥
সে মুকুট যাবে আজ তাঁহার হৃদয়ে।
রাজসূয় যজ্ঞ হেতু দিক্‌বিজয়ী হয়ে ॥
দেখিতে সে মহোল্লাস দেব ঋষিগণ।
করিবেন শূন্যপথে তথায় গমন ॥
আবার হইবে ইন্দ্রপ্রস্থে ইন্দ্রালয়।
আসিবে সর্ব্বত্র হতে রাজ বংশচয় ॥

উঠিবেক যজ্ঞধূম গগণ আবরি।
প্রবেশিবে বীরগণ হুহুঙ্কার করি ॥
ভারতের জড়দেহে প্রবেশিবে প্রাণ।
ক্রোড়েতে লবেন পুনঃ সম্রাট সন্তান ॥
আমি তাই ব্যস্ত অতি দেখিবার তরে।
এসেছি লইয়া যেতে এদেশে সত্বরে ॥
চল তুমি লও মোরে যথা প্রয়োজন।
করি গিয়া রাজ-করোনেশন্ কীর্ত্তন ॥
এই বলি আমি তথা লয়ে বীণাপাণি।
সঙ্গে এসেছিনু তব ওহে নরমণি ॥
এখন স্বকার্য্য সাধি করিব প্রস্থান।
তুমি যাও নিজদেশে আপনার স্থান ॥
কর্ত্তব্য বিষয় যেন থাকে তব মনে ॥
ভারতের প্রতি নিত্য স্বদেশ ভবনে।
ভারত লইয়া আজ বুকেতে তোমায় ॥
সিংহাসন দিল পাতি অতুল ধরায়।
আমি দেই আজ তাঁরে করে কর অর্পি ॥
লও তুমি বীরবর হয়ে বলদর্পী।
নিখিল প্রজার আজ তুমি ছত্রধর ॥
তোমার উপরে র'ন এক মহেশ্বর।
আমি তাঁরি অভিমত প্রেরিত এখানে।
আশীর্ব্বাদ করি তোমা আজ কায়মনে ॥
সুখে থাক নিরবধি দীর্ঘজীবী হও।
শাসন পালনে সদা সাধু-যুক্তি লও ॥"

এই বলি দেবঋষি আশীর্ব্বাদ করি।
অদৃশ্যে চলিলা তথা হরিনাম করি ॥
নারদে অদৃশ্য দেখি সবার বিস্ময়।
ভাবিলা এ দেবকার্য্য নাহিক সংশয় ॥
সেদিনের কার্য্য যত সারিয়ে সম্মুখে।
করিলেন যাত্রা সবে কলিকাতা মুখে ॥

নারদের অদৃশ্যে হরিনাম সঙ্গীত।

ভয়ভঞ্জন, রাজরঞ্জন, দীনবন্দন হরি।
শিষ্টতোষণ, দুষ্টদমন, ক্লিষ্টতোষণকারী ॥
বলিদর্পহর, বলগর্ব্বী-নর-শির-ভূষণ-মাল্যধারী।
কালীয়দমন, কলি-নিসূদন, কপিলব্রহ্মতেজচারী ॥
মহান্ মহেশ, রমেশ যোগেশ, যজ্ঞেশ যজ্ঞবিঘ্নহারী।
বিপুল ভাণ্ডার, বিধাতা সবার, রাজরাজেশ্বর সুখকারী ॥
কুরুক্ষেত্রপতি, দেবরক্ষগতি কৃপাংকুরু মম'পরি ॥

শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত—পঞ্চমজর্জ্জের সিংহাসনারোহণ
নামক আনন্দ কাব্য সমাপ্ত।